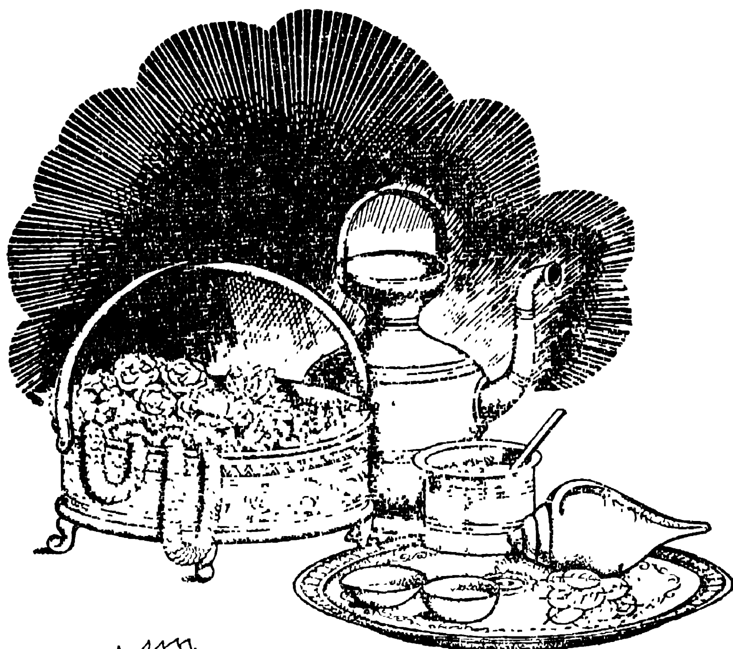
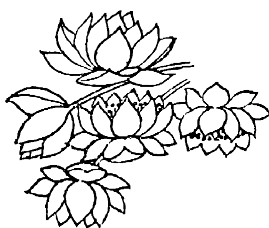




উপহার

নিবেদন

বৈষ্ণব মহাজনদিগের পদসংকলন-গ্রন্থ অনেক আছে। তাহা সত্ত্বেও নূতন করিয়া আর একখানি পদাবলী-সংকলনের উদ্দেশ্য ও প্রযোজনীয়তা সম্বন্ধে পাঠক মহোদয়গণের নিকট আমার দুই একটি নিবেদন আছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংকলন-গ্রন্থ শ্রীল বৈষ্ণব দাসের পদ কল্পতরু, শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত সমুদ্র, এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত পদামৃত মাধুরী। উক্ত তিনখানি গ্রন্থই অতি বৃহৎ, বিশেষতঃ পদামৃত সমুদ্রের অর্থ ও টীকা অধিকাংশ গায়কের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এই হিসাবে এই তিনখানি গ্রন্থ অতি উৎকৃষ্ট হইলেও গায়কদের নিত্য সহচর হইবার যোগ্য নহে। গায়কদের পক্ষে এই অসংখ্য পদরাশির ভিতর হইতে গানের জন্য পদ নির্ব্বাচন অতি দুরূহ ব্যাপার।

অন্যান্য পদসংকলন গ্রন্থাবলীও সর্ব্বতোভাবে গায়কদের পক্ষে উপযোগী নয়। তার কারণ, সংকলয়িতাদের অনেকেই গায়ক নহেন, অথবা গায়ক হইলেও কীর্ত্তনগানের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত নহেন। কীর্ত্তন গানের অসংখ্য পদ থাকিলেও কতকগুলি গান গুরুমুখ হইতে শিষ্য পরম্পরায় চলিয়া আসিতে আসিতে 'ঘরওয়াণী' আভিজাত্য লাভ করিয়াছে। সেগুলি না জানা গায়কের পক্ষে ন্যূনতার পরিচায়ক। এই সকল বিষয় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়াই আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সংকলনের প্রয়াস।

কীর্ত্তন গান শিক্ষা করা অতি কঠিন ব্যাপার এবং বহুকালের সাধনা সাপেক্ষ হইলেও, আমি অল্প বয়সেই বেশ জনপ্রিয় কীর্ত্তন গায়ক হইয়াছিলাম। শ্রীরাধা কৃষ্ণের মান, অভিমান, বিরহ, নৌকাবিলাস ইত্যাদি বক্তৃতা ও সহজ সুর সংযোগে পরিবেশন করিয়া বহু শ্রোতার মনোরঞ্জন করিয়াছি। সেদিন মনে ভয়সঙ্কোচ বা দৈন্য ছিল না। কারণ, কীর্ত্তনের

সুরসম্পদ, ছন্দোবৈচিত্র্য, বিভিন্ন তাল ছিল তখন জ্ঞানের অগোচর। ক্রমে শুনিলাম কীর্ত্তন গানে তেওট, দশকুশী, শশিশেখর প্রভৃতি তাল আছে এবং সুরেরও বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। প্রশংসাকারী শ্রোতাদের মধ্যে নিজ প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার নিমিত্ত ঐ সব শিক্ষা করিবার জন্য একটু আগ্রহ হইল। কিন্তু তখনও জানি নাই যে খাঁটি উচ্চাঙ্গ কীর্ত্তন, পূর্ণ রসের নির্ঝর এবং উচ্চভাবে পূর্ণ। তখন ভাবিতাম কীর্ত্তনের বড় বড় সুর-তাল শুধু কীর্ত্তন কৌশল প্রদর্শনের জন্য, প্রকৃত রস তাহাতে নাই।

এই সময় সৌভাগ্যক্রমে একদিন শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হইল। তাঁহারই নির্দ্দেশে ও অনুপ্রেরণায় আমি কীর্ত্তনাচার্য্য শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী মহাশয়ের নিকট উচ্চাঙ্গ কীর্ত্তন শিক্ষা করিতে যাই। কয়েকদিন শিক্ষা করিয়াই উচ্চাঙ্গ কীর্ত্তনের মাধুর্য্য কতকটা উপলব্ধি করিলাম এবং বুঝিলাম ইহা আয়ত্ত করা বহু সময়সাপেক্ষ। কিন্তু শিক্ষার প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও ব্রজবাসী মহাশয়কে বেশী সময়ের জন্য পাইতাম না। কারণ, তাঁহার ছাত্রসংখ্যা ছিল অনেক। অবশ্য যেটুকু সময় তিনি পাইতেন সেই সময়েই অতি যত্নের সহিত আমাকে শিক্ষা দিতেন।

এইভাবে কিছুকাল যাওয়ার পর প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন গায়ক, ব্রজবাসী মহাশয়ের সতীর্থ কীর্ত্তন শিরোমণি ৺গদাধর দাস বাবাজী মহাশয় কলিকাতায় আসিলেন, এবং আমিও কীর্ত্তন শিক্ষার জন্য তখনই তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম। তাঁহার নিকট শিক্ষালাভে এই সুবিধা হইল যে সারা-দিন তিনি আমারই জন্য ব্যয় করিতে পারিতেন। কারণ, কলিকাতায় একমাত্র আমিই তাঁহার ছাত্র হইলাম। আর যে দুই একজন আসিতেন তাঁহারা অল্প সময় থাকিতেন। এইভাবে তাঁহার নিকট যে শিক্ষা লাভ করিলাম তাহাই হইল আমার জীবনের প্রধান সম্বল। ইহার পর স্বর্গত রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর মহাশয়ের নিকট এবং হরিদাস মিত্র ঠাকুর মহাশয়ের নিকট গান শিক্ষা করিলাম।

কিন্তু এই শিক্ষালাভেও আমার মনের পরিতৃপ্তি না হওয়ায় আমি

কীর্ত্তনগানের প্রধান কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় এক গ্রামে গিয়া বাড়ী করিলাম। উপযুক্ত চারিজন গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করায় মুর্শিদাবাদের অন্যান্য কীর্ত্তনীয়াদের নিকট হইতে নূতন নূতন গান সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সহজ সাধ্য হইল।

আমার কীর্ত্তনীয়া জীবনের এই কাহিনী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমি এই সকল প্রসিদ্ধ গায়কদের সঙ্গগুণে বুঝিয়াছি কীর্ত্তনের প্রকৃত রস ও ভাবকে কিভাবে পরিবেশন করিতে হইবে, বুঝিয়াছি—রসের পর্য্যায় কি, রসাভাষ দোষ কি, ইত্যাদি। সেই অনুসারেই সংকলনে পদগুলির নির্ব্বাচন, সন্নিবেশ এবং সুর তাল সংযোজন করিয়াছি। পদের পাঠ গ্রহণে আমি সাহিত্যিক গবেষণাকারীদের অপেক্ষা কীর্ত্তন গায়কদের উপরই নির্ভর করিয়াছি বেশী। কারণ, এই পুস্তক গায়কদের জন্যই বিশেষভাবে সংকলিত।

এই পদাবলী সংকলনে ও প্রকাশে আমার অতি প্রিয় সর্ব্বজনপরিচিত, প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমাকে বিশেষ-ভাবে সহায়তা করিয়াছেন, তাহার আনুকূল্য ব্যতীত ইহা আমার পক্ষে সম্ভব হইত না। পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থে খোল মঙ্গল (সংক্ষিপ্ত শ্রীখোলবাদ্য শিক্ষা) সংযোজন করিয়া আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন। কল্যাণীয় শ্রীমান্ পরেশচন্দ্র মজুমদার এই পুস্তকের আদ্যন্ত প্রুফ সংশোধন করিয়া আমায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। ইঁহারা সর্ব্বতোভাবে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

এই ক্ষুদ্র সংকলন গায়ক ও বৈষ্ণবদের মনঃপূত হইলে এবং তাঁহাদের সমাদর লাভ করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব এবং দ্বিতীয় সংস্করণে আরও পদ সংযোজন করিতে চেষ্টা করিব। সুধী পাঠক ও গায়ক মহোদয়গণ পুস্তকের ত্রুটি বিচ্যুতি ইত্যাদি নির্দ্দেশ করিলে পরবর্ত্তী সংস্করণের জন্য তাহা ধন্যবাদ সহকারে গৃহীত হইবে। ইতি

বৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



শ্রীশ্রীখোলবাদ্য মঙ্গল

পদামৃত লহরী

মঙ্গলাচরণ

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ,
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥ ১ ॥

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্ ॥ ২ ॥

রাগিণী মঙ্গল—তাল দশকুশি

জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেমকলপতরু, অদভুত যাক পরকাশ। হিয় আগেয়ান, তিমির বর জ্ঞান, সুচন্দ্র কিরণে করু নাশ॥ ইহ লোচন আনন্দ ধাম। অযাচিত এহেন, পতিত হেরি যো পহুঁ,

যাচি দেওল হরিনাম ॥ ধ্রু ॥ দুরগতি অগতি, অসত মতি যো জন, নাহি সুকৃতি লবলেশ। শ্রীবৃন্দাবন, যুগল ভজন ধন, তাহে করত উপদেশ ॥ নিরমল গৌর, প্রেমরস সিঞ্চনে, পূরল সব মন আশ। সো চরণাম্বুজে, রতি নাহি হোয়ল, রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥ ৩ ॥

রাগিণী গৌরী—তাল একতালী

নন্দনন্দন, গোপীজন বল্লভ, রাধা নায়ক নাগর শ্যাম। সো শচীনন্দন, নদীয়া পুরন্দর, সুরমুনিগণ মন মোহন ধাম ॥ জয় নিজ কান্তা-কান্তি-কলেবর, জয় জয় প্রেয়সী ভাব-বিনোদ। জয় ব্রজ সহচরী, লোচন মঙ্গল, জয় নদীয়া বধূ নয়ন-আমোদ ॥ জয় জয় শ্রীদাম, সুদাম সুবলার্জ্জুন, প্রেম প্রবর্দ্ধন নবঘন রূপ। জয় বলরামাদি, প্রিয় সহচর, জয় জয় মোহন গৌর অনুপ ॥ জয় অতিবল, বলরাম প্রিয়ানুজ, জয় জয় নিত্যানন্দ আনন্দ। জয় জয় সজ্জন-গণ ভয় ভঞ্জন, গোবিন্দ দাস আশ অনুবন্ধ ॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জন্মোৎসব

রাগিণী সিন্ধুরা—তাল দশকুশি

এ তিন ভুবন মাঝে, অবনী মণ্ডল সাজে, তাহে পুনঃ অতি অনুপাম। শোক দুঃখ তাপত্রয়, যার নামে শান্তি হয়, হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম ॥ কুবের পণ্ডিত তায়, শুদ্ধ সত্য

দ্বিজ রায়, লাভা দেবী তাহার গৃহিণী। শান্তিপুরে করে স্থিতি, কৃষ্ণ পূজা করে নিতি, ভক্তিহীন দেখিয়া অবনী॥ কলিহত জীব দেখি, মনোদুঃখ পায় অতি, ভক্তে আরাধয়ে ভগবান। সেই আরাধন কাজে, লাভা দেবী গর্ভ মাঝে, মহা-বিষ্ণু হৈলা অধিষ্ঠান॥ মাঘ মাসে শুভক্ষণে, শুক্লা সপ্তমী দিনে, অবতীর্ণ হৈলা মহাশয়। দেখিয়া পণ্ডিত অতি, হৈলা হরষিত মতি, নয়নে আনন্দ ধারা বয়॥ আচম্বিতে জগজনে, আনন্দ পাইল মনে, কি লাগিয়া কেহ নাহি জানে। এ বৈষ্ণব দাসে বলে, উদ্ধার হইব হেলে, পতিত পাষণ্ডী দীন হীনে॥ ৫॥

রাগিণী কল্যাণ—তাল একতালী

কুবের পণ্ডিত, অতি হরষিত, দেখিয়া পুত্রের মুখ। করি জাত কর্ম্ম, যে আছিল ধর্ম্ম, বাড়ায়ে মনের সুখ। সব সুলক্ষণ, বরণ কাঞ্চন, বদন কমল শোভা। আজানু লম্বিত, বাহু সুললিত, জগজন মনোলোভা॥ নাভি সুগভীর, পরম সুন্দর, নয়ন কমল জিনি। অরুণ চরণ, নখ দরপণ, জিতি কত বিধু মণি॥ মহাপুরুষের, চিহ্ন মনোহর, দেখিয়া বিস্ময় সবে। বুঝি ইহাঁ হৈতে, জগত তরিবে, এই করে অনুভবে॥ যত পুর-নারী, শিশু মুখ হেরি, আনন্দ সায়রে ভাসে। না ধরয়ে হিয়া, পুনঃ পুনঃ গিয়া, নিরখয়ে অনিমিষে॥ তাহার মাতারে, করে পরিহারে, কহে হেন সুত যার। তার ভাগ্য সীমা, কি দিব উপমা, ভুবনে কে সম তার॥ এতেক বচন, বলে নারীগণ,

কহে গদ্গদ ভাষা। জগত তারণ, বুঝল কারণ, দাস বৈষ্ণবের আশা ॥ ৬ ॥

রাগিণী সুহই—তাল ছোট দশকুশি

বিষয়ে সকলে মত্ত, নাহি কৃষ্ণ নাম তত্ত্ব, ভক্তি শূন্য হইল অবনী। কলিকাল সর্প বিষে, দগ্ধ জীব মিথ্যা রসে, না জানয়ে কেবা সে আপনি ॥ নিজ কন্যা-পুত্রোৎসবে, ধন ব্যয় করে সবে, নাহি অন্য শুভ কর্ম্ম লেশ। যক্ষ পূজে মদ্য মাংসে, নানা মতে জীব হিংসে, এই মত হৈল সর্ব্ব দেশ ॥ দেখিয়া করুণা করি, কমলাক্ষ নাম ধরি, অবতীর্ণ হৈলা গৌর দেশে। ব্রজ রাজ কুমার, সাঙ্গপাঙ্গে অবতার, করাইব এই অভিলাষে ॥ সর্ব্ব আগে আগুয়ান, জীবেরে করিতে ত্রাণ, শান্তিপুরে করিলা প্রকাশ। সকল দুষ্কৃতি যাবে, সবে কৃষ্ণ প্রেম পাবে, কহে দীন বৈষ্ণব দাস ॥ ৭ ॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব

শ্রীরাগ—তাল রূপক

রাঢ় দেশ নাম, একচক্রা গ্রাম, হাড়াই পণ্ডিত ঘর। শুভ মাঘ মাসি, শুক্লা ত্রয়োদশী, জনমিলা হলধর ॥ হাড়াই পণ্ডিত, অতি হরষিত, পুত্রমহোৎসব করে। ধরণী মণ্ডল, করে টলমল, আনন্দ নাহিক ধরে ॥ শান্তিপুর নাথ, মনে

হরষিত, করি কিছু অনুমান। অন্তরে জানিলা, বুঝি জনমিলা, কৃষ্ণের অগ্রজ রাম॥ বৈষ্ণবের মন, হৈল পরসন্ন, আনন্দ সাগরে ভাসে। এ দিন পামর, হইবে উদ্ধার, কহে দীন দুঃখী কৃষ্ণদাসে॥ ৮॥

রাগিণী সুহই—তাল ছোট দশকুশি

ভুবন আনন্দ কন্দ, বলরাম নিত্যানন্দ, অবতীর্ণ হৈলা কলিকালে। ঘুচিল সকল দুঃখ, দেখিয়া ও চাঁদ মুখ, ভাসে লোক আনন্দ হিল্লোলে॥ জয় জয় নিত্যানন্দ রাম। কনক চম্পক কাঁতি, অঙ্গুলে চাঁদের পাঁতি, রূপে জিতিল কোটি কাম॥ ও মুখ মণ্ডল দেখি, পূর্ণ চন্দ্র কিসে লিখি, দীঘল নয়ন ভাঙ ধনু॥ আজানুলম্বিত ভুজ, তল থল পঙ্কজ, কটী ক্ষীণ করি ঐরি জনু॥ চরণ কমল তলে, ভকত ভ্রমর বুলে, আধবাণী অমিয়া প্রকাশ। ইহ কলিযুগ জীবে, উদ্ধার হইবে সবে, কহে দীন দুঃখী কৃষ্ণ দাস॥ ৯॥

রাগিণী ধানশী—তাল একতালী

আগে জনমিলা নিতাই চাঁদ। পাতিয়া অমিয় করুণা ফাঁদ॥ নারীগণ সবে দেখিতে যায়। সভারে করুণা নয়নে চায়॥ দেখিয়া সে ঘরে আসিতে নারে। রূপ হেরি তার নয়ানে ঝরে॥ দেখি মনে মনে বিচার করে। এই কোন মহাপুরুষ বরে॥ দেখিতে দেখিতে বাঢ়য়ে সাধ। ঘরে আসিবারে

পড়য়ে বাদ ॥ মনে করি ইহায় হিয়ায় ভরি। নয়নে কাজর করিয়া পরি ॥ কত পুণ্য কৈল ইহার মাতা। এ হেন বালক দিল বিধাতা ॥ এত কহি কারু নয়ান দিয়া। আনন্দের ধারা পড়ে বাহিয়া ॥ কারু স্তন বাহি দুগধ ঝরে। কেহো যায় তারে করিতে কোরে ॥ এ সব বিকার রমণীগণে। শিবরাম আশা করয়ে মনে ॥ ১০ ॥

শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব

রাগিণী ভাটিয়ারী—তাল লোফা

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি সুভগ সকলি। জনম লভিলা গোরা পড়ে হুলাহুলী ॥ অম্বরে অমর সভে ভেল উনমুখ। লভিলা জনম গোরা যাবে সব দুঃখ ॥ শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম হরিষে। জয়ধ্বনি সুর কুলে কুসুম বরিষে ॥ জগভরি হরি ধ্বনি উঠে ঘন ঘন। আবাল বনিতা আদি নরনারীগণ ॥ শুভ-ক্ষণ জানি গোরা জনম লভিল। পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় করিল ॥ সেই কালে চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ। হরি হরি ধ্বনি উঠে ভরিয়া ভুবন ॥ দীন হীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ। দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথ দাস ॥ ১১ ॥

রাগিণী তুড়ী—তাল একতালী

হের দেখ সিয়া, নয়ন ভরিয়া, কি আর পুছসি আনে। নদীয়া নগরে, শচীর মন্দিরে, চাঁদের উদয় দিনে ॥ কিয়ে লাখবান, কষিল কাঞ্চন, রূপের নিছনি গোরা। শচীর উদর

জলদে নিকসিল, স্থির বিজুরী পারা ॥ কত বিধুবর, বদন উজোর, নিশি দিশি সম শোভে। নয়ন ভ্রমর, শ্রুতি সরোরুহে, ধায়ে মকরন্দ লোভে ॥ আজানু লম্বিত, ভুজ সুললিত, নাভি হেম স'রোবর। কটি করি-ঐরি, উরু হেম গিরি, এ লোচন মনোহর ॥ ১২ ॥

রাগিণী সুহিনী—তাল দাশপাহাড়িয়া

প্রকাশ হইলা গৌর চন্দ। দশদিকে বাড়িল আনন্দ ॥ রূপ কোটি মদন জিনিয়া। হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া ॥ অতি সুমধুর মুখ আঁখি। মহারাজ চিহ্ন সব দেখি ॥ শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোহে। সব অঙ্গে জগমন মোহে ॥ দূরে গেল সকল আপদ। ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান। বৃন্দাবন তছু পদে গান ॥ ১৩ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব

রাগিণী বিভাষ—তাল দোঠুকি

পূরব জনম, দিবস দেখিয়া, আবেশে গৌর রায়। নিজগণ লৈয়া, হরষিত হৈয়া, নন্দ মহোৎসব গায়। খোল করতাল, বাজয়ে রসাল, কীর্ত্তন জনম লীলা। আবেশে আমার, গৌরাঙ্গ সুন্দর, গোপ বেশ নিরমিলা ॥ ঘৃত ঘোল দধি, গোরস হলদি, অবনী মাঝারে ঢালি। কান্ধে ভার করি, তাহার উপরি, নাচে গোরা বনমালী ॥ করেতে লগুড়, নিতাই সুন্দর, আনন্দ

আবেশে নাচে। রামাই মহেশ, রাম গৌরীদাসী, নাচে তার পাছে পাছে ॥ হেরিয়া যতেক, নীলাচল লোক, প্রেমের পাথারে ভাসে। দেখিয়া বিভোর, আনন্দ সাগর, এ রাধা মোহন দাসে ॥ ১৪ ॥

রাগিণী ভাটিয়ারী—তাল লোফা

শঙ্খ দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ। জয় জয় হরিধ্বনি ভরিলা ভুবন ॥ ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি নক্ষত্র রোহিণী। দশদিক সুমঙ্গল শুভক্ষণ জানি ॥ জনমিলা ব্রজপুরে ব্রজেন্দ্র নন্দন। অন্তরীক্ষে দেবী করে পুষ্প বরিষণ ॥ পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে গন্ধাদি সাজায়া। অভিষেক করে দেবী জয় জয় দিয়া ॥ অপ্সরা নাচয়ে গান করয়ে গন্ধর্ব্ব। মঙ্গল জয়কার দেই দেব পত্নী সর্ব্ব ॥ কত কত কোটি চাঁদ জিনিয়া উদয়। এ দ্বিজ মাধবে কহে আনন্দ হৃদয় ॥ ১৫ ॥

রাগিণী বিভাষ—তাল লোফা

নিশি অবশেষে, জাগি বরজেশ্বরী, হেরই বালক মুখ চাঁদে। কতহু উল্লাস, কহই না পারিয়ে, উথলই হিয়া নাহি বাঁধে ॥ আনন্দ কো করু ওর। শুনি ধ্বনি নন্দ, গোপেশ্বর আওল, শিশু মুখ হেরিয়া বিভোর ॥ চলতঁহি খলত, উঠত খেনে গিরত, কহি সব গোকুল লোকে। আইল বন্দিগণ, ব্রাহ্মণ সজ্জন, কর তঁহি জাত বৈদিকে ॥ দধি ঘৃত নবনী, হরিদ্রা হৈয়ঙ্গব, ঢালত অঙ্গন

মাঝে। কহ শিবরাম, দাস অব আনন্দে, নাচত গাওত ব্রজরাজে ॥ ১৬ ॥

রাগিণী তুড়ী—তাল একতালা

যোগমায়া ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী। দেখিলা যশোদা পুত্র নন্দ গৃহে আসি ॥ সবে সাবধান করি যশোদারে কহে। বহু পুণ্যে এ হেন বালক মিলে তোহে ॥ বহু আশীর্ব্বাদ কৈল হরষিত হৈয়া। রূপ নিরখয়ে সুখে একদিঠে চাইয়া ॥ ১৭ ॥

রাগিণী মঙ্গল—তাল লোফা

যশোদা নন্দনে দেখি, আনন্দে পূর্ণিত আঁখি, কৌতুকে নাচয়ে গোপ রাণী। তৈল হরিদ্রা পায়, সবে সবার সঙ্গে দেয়, হুলাহুলি দিয়া জয়ধ্বনি ॥ কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ নানা বাদ্য বায়, নন্দের আনন্দের নাহি সীমা। উৎসবে করয়ে রোল, ঘন ঘন হরি বোল, কি কহিব যশোদা মহিমা ॥ ১৮ ॥

রাগিণী ধানশী—তাল ধামালী

স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ। হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন ॥ ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র। গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ ॥ নন্দের মন্দিরে রে গোয়ালা আইল ধাঞা। হাতে লড়ি কাঁধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া ॥ দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া। নাচেরে নাচেরে

নন্দ গোবিন্দ পাইয়া ॥ আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল। এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল ॥ ১৯ ॥

রাগিণী বেলোয়ার—তাল একতালী

নন্দের মন্দিরে রে গোয়ালা আইল ধাইয়া। হাতে নড়ি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া ॥ দধি ঘৃত নবনীতে গোরস হলদি। আনন্দে আকাশে ঢালে নাহিক অবধি। গোয়ালা গোয়ালা মেলি করে হুড়াহুড়ি। হাতে লড়ি করি নাচে যত বুড়াবুড়ি। গোকুলের লোক সব বালবৃদ্ধ করি। নয়নে বহয়ে ধারা শিশু মুখ হেরি ॥ লক্ষ লক্ষ ধেনু গাভী অলঙ্কৃত করি। ব্রাহ্মণে করয়ে দান যত ইচ্ছা ভরি ॥ দেহ দেহ বাণী বই নাহি আর রোল। সঘনে সবাই বলে হরি হরি বোল ॥ ২০ ॥

রাগিণী তুড়ী—তাল একতালী

জয় জয় রব ব্রজ ভরিয়া। উপানন্দ অভিনন্দ সানন্দ নন্দন, পাঁচ ভাই নাচে বাহু তুলিয়া ॥ যশোধর যশোদেব, সুদেব আদি গোপ সব, আনন্দে নাচয়ে সবে মাতিয়া। নাচেরে নাচেরে নন্দ, সঙ্গে নাচে গোপ বৃন্দ, হাতে লড়ি কান্ধে ভার করিয়া ॥ খেনে নাচে খেনে গায়, সুতিকা মন্দিরে যায়, গীরয়ে বালক মুখ হেরিয়া। দধি দুগ্ধ ভারে ভারে, ঢালিয়া আঙ্গিনা পরে, কেহ শিরে ঢালে দধি তুলিয়া ॥ লগুড় লইয়া করে, নাচয়ে ধীরে ধীরে, নন্দের জননী বড়িয়সী বুড়িয়া। যত ব্রজ গোপনারী,

জয়কার ধ্বনি করি, আশীস করয়ে শিশু বেড়িয়া॥ নর্ত্তক বাদক যত, ধাওত শতশত, ধেনু ধায় উচ্চ পুচ্ছ করিয়া। ভোর হৈল গোপ সব, অপরূপ নন্দোৎসব, এ দাস শিবাই নাচে ফিরিয়া॥ ২১॥

শ্রীরাধিকার জন্মোৎসব

রাগিণী কল্যাণ—তাল বড় দশকুশী

প্রিয়ার জনম, দিবস আবেশে, আনন্দে ভরল তনু। নদীয়া নগরে, বৃষভানু পুরে, উদয় করল জনু॥ গদাধর মুখ, হেরি পুনঃপুনঃ, নাচে গোরা নটরায়। ভাব অনুভব, করি সঙ্গী সব, মহা মহোৎসব গায়॥ দধির সহিত, হলদি মিলিত, কলসে কলসে ঢালি। প্রিয়গণ নাচে, নানা কাচ কাচে, ঘন দিয়া হুলা-হুলী॥ গৌরাঙ্গ নাগর, রসের সাগর, ভাবের তরঙ্গ তায়। জগত ভাসিল, এ হেন আনন্দে, এ দাস বল্লভী গায়॥ ২২॥

রাগিণী কল্যাণী—তাল একতালী

ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথি, বিশাখা নক্ষত্র তথি, শ্রীমতা জনম যোই কালে। মধ্য দিন গত রবি, দেখিয়া বালিকা ছবি, জয় জয় দেই কুতূহলে॥ বৃষভানু পুরে, প্রতি ঘরে ঘরে, জয় রাধে শ্রীরাধে বোলে। কন্যার চাঁদ মুখ দেখি, রাজা হইল মহাসুখী,

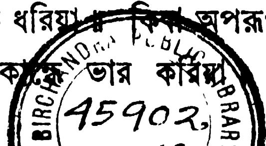
দান দেই ব্রাহ্মণ সকলে ॥ নানা দ্রব্য হস্তে করি, নগরের যত নারী, আইল সবে কীর্ত্তিদা মন্দিরে। অনেক পুণ্যের ফলে, দৈব হৈলা অনুকূলে এ হেন বালিকা মিলে তোরে ॥ মোদের মনে হেন লয়, এহো ত মানুষ নয়, কোন ছলে কেবা জনমিলা ॥ ঘনশ্যাম দাস কয়, না করিহ সংশয়, কৃষ্ণপ্রিয়া সদয়া হইলা ॥ ২৩ ॥

রাগিণী তুড়ী—তাল লোফা

এ তোর বালিকা, চাঁদের কলিকা, দেখিয়া জুড়ায় আঁখি। হেন মনে লয়ে, সদাই হৃদয়ে, পসরা করিয়া রাখি ॥ শুন বৃষভানু প্রিয়ে। কি হেন করিয়া, কোলেতে রেখেছ, এ হেন সোনার ঝিয়ে ॥ তড়িত জিনিয়া, বদন সুন্দর, মুখে হাসি আছে আধা। গণকে যে নাম, সে নাম রাখুক, আমরা রাখিলাম রাধা ॥ স্বরূপ লক্ষণ, অতি বিলক্ষণ, তুলনা দিব বা কিয়ে। মহাপুরুষের প্রেয়সী হইবে, সঙরিবা যদি জীয়ে ॥ দুহিতা বলিয়া, দুঃখ না ভাবিহ, ইহো উদ্ধারিবে বংশ। জ্ঞান দাস কহে, শুনেছি কমলা, ইহার অংশের অংশ ॥ ২৪ ॥

রাগিণী কল্যাণ—তাল একতালী

আজু কি আনন্দ ব্রজ ভরিয়া। নব বাসভূষা পরি, ধায়ত গোপনারী, রহিতে না পারে ধৃতি ধরিয়া ॥ কিবা অপরূপ সাজে, প্রবেশে ভবন মাঝে, গোপগণ কান্ধে ভার করিয়া বৃষভানু



নৃপমণি, আপনা মানয়ে ধনী, বালিকা বদন বিধু হেরিয়া ॥ সুভানু সুচন্দ ভানু, ধরিতে নারয়ে তনু, নাচে সব গোপ তায় ঘেরিয়া। বাজে বাদ্য নানা ভাতি, গীত গায় প্রেমে মাতি, বসন উড়ায় ফিরি ফিরিয়া। ঘৃত দধি দুগ্ধ সহ, হরিদ্রা সলিল কেহ, ঢালে কারু মাথে ছল করিয়া। মুখরার সাধ কত, করয়ে মঙ্গল যত, কৌতুকে দেখয়ে নরহরিয়া ॥ ২৫ ॥

রাগিণী ধানশী—তাল দাশপাহিড়া

বৃষভানু পুরে আজি আনন্দ বাধাই। রত্নভানু, সুভানু, নাচে তিন ভাই ॥ দধি ঘৃত নবনীত গোরস হলদি। আনন্দে অঙ্গনে ঢালে নাহিক অবধি ॥ গোপ গোপী নাচে গায় যায় গড়াগড়ি। মুখরা নাচেয়ে বুড়ী হাতে ল'য়ে লড়ি ॥ বৃষভানু রাজা নাচে অন্তর উল্লাসে। আনন্দে বাধাই গীত গায় চারি পাশে ॥ লক্ষ লক্ষ গাভী বৎস অলঙ্কৃত করি। ব্রাহ্মণে করয়ে দান আপনা পাসরি ॥ গায়ক নর্ত্তক ভাট করে উতরোল। দেহ দেহ লেহ লেহ শুনি এই বোল ॥ কন্যার বদন দেখি কীর্ত্তিদা জননী। আনন্দে অবশ দেহ আপনা না জানি ॥ কত কত পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া উদয়। এ দাস উদ্ধব হেরি আনন্দ হৃদয় ॥ ২৬ ॥

অথ প্রার্থনা

রাগিণী পাহাড়ী—তাল একতালী

হরি হরি বড় দুঃখ রহল মরমে। গৌর কীর্ত্তন রসে, জগ জন মাতল, বঞ্চিত মো হেন অধমে॥ ব্রজের নন্দন যেই, শচীসুত হইল সেই, বলরাম হইল নিতাই। দীন হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল, তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥ হেন প্রভুর শ্রীচরণে, রতি না জন্মিল কেনে, না ভজিলাম হেন অবতার। দারুণ বিষয় বিষে, সতত মজিয়া রইনু, মুখে দিনু জ্বলন্ত অঙ্গার॥ এমন দয়ালু দাতা, আর না পাইব কোথা, পাইয়া হেলায় হারাইনু। গোবিন্দ দাসিয়া কয়, অনলে পুড়িল নয়, সহজেই আত্মঘাতী হইনু॥ ১॥

রাগিণী গৌরী—তাল দাশপাহিড়া

হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু। মনুষ্য জনম পাঞা, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু॥ গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সংকীর্ত্তন, রতি না জন্মিল কেন তায়। সংসার দাবানলে, নিরবধি হিয়া জ্বলে, জুড়াইতে না কৈনু উপায়॥ ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই, শচীসুত হইল সেই, বলরাম হইল নিতাই। দীন হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল, তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥ হাহা প্রভু নন্দ সুত, বৃষভানু সুতা যুত, করুণা করহ এইবার। নরোত্তম দাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়, তোমা বিনে কে আছে আমার॥ ২॥

রাগিণী ভীমপলশ্রী—তাল ছোট দশকুশি

মাধব বহুত মিনতি করু তোয়। দেই তুলসী তিল, এ দেহ সমর্পিলু, দয়া জনু ছোড়বি মোয় ॥ গণইতে দোষ, গুণ লেশ নাহি পায়বি, যব তুঁহু করবি বিচার। তুঁহু জগন্নাথ, জগতে কহায়সি, জগ বাহির নহ ছার ॥ কিয়ে মানুষ পশু, পাখী কুলে জনমিয়ে, অথবা কীট পতঙ্গ। করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃপুনঃ, মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর, তরইতে ইহ ভবসিন্ধু। তুয়া পদ পল্লব, করি অবলম্বন, তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ ৩ ॥

রাগিণী ধানশী—তাল বড় দুঠুকি

তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু সম, সুতমিত রমণী সমাজে। তোহে বিছুরি মন, তাহে সমর্পলু, অব মঝু হব কোন কাজে ॥ মাধব হাম পরিণাম নিরাশা। তুঁহু জগতারণ, দীনদয়াময়, অতয়ে তোহারি বিশোয়াশা ॥ আধ জনম হাম, নিদে গোঙায়নু, জরা শিশু কত দিন গেলা। নিধুবন রমণী-রঙ্গরসে মাতলু, তোহে ভজব কোন বেলা ॥ কত চতুরানন, মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা। তোহে জনমি পুনঃ, তোহে সমাওত, সাগর লহরী সমানা ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন ভয়, তুয়া বিনু গতি নাহি আরা। আদি অনাদিক, নাথ কহায়সি, ভব তারণ ভার তোহারা ॥ ৪ ॥

রাগিণী সুহই—তাল লোফা

বদ বদ হরি, ছদ না করিহ, বিপত্ত্যে ভরল দেশ। এ তত্ত্ব জানিয়া, আগে পলাওল, শ্রবণ দশন কেশ॥ তার পাছে পাছে, লোচন বচন, তারা দুই দিল ভঙ্গ। মোর মোর করি, রাত্রি দিন মরি, যমদূতে দেখে রঙ্গ॥ সুন্দর নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, বিষম যমের থানা। দণ্ডকে, পলকে, বছর গণিছে, কোন দিন দিবে হানা॥ স্ত্রী পুত্র বান্ধবে, যতন করিছ, সকলি নিমের তিতা। মরণ হইলে, হাতে গলে বান্ধি, মুখে জ্বালি দিবে চিতা॥ বদন ভরিয়া, হরি না বলিলি, শমন তরিবি কিসে। দাস লোচন, কহিয়া খালাসা, মজিলি আপন দোষে॥ ৫॥

প্রার্থনা গীত শেষ করিয়া এই গানটি করিতে হয়

রাগিণী সুহই—তাল লোফা

রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর। জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥ কালিন্দীর কূলে কেলি কদম্বেরি বন। রতন বেদীর পরে বসাব দুই জন॥ শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব চুয়া চন্দন সুগন্ধ। চামর ঢুলাব কবে হেরব মুখ চন্দ॥ গাঁথিয়া মালতী মালা দিব দোঁহার গলে। অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে॥ ললিতা বিশাখা আদি যত সখী বৃন্দে। আজ্ঞাতে করিব সেবা চরণারবিন্দে॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস। সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস॥ ৬॥

রাগিণী ইমন মিশ্র—তাল ছুটা

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥ গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন। গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা। হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥ এই ছয় গোঁসাইয়ের করি চরণ বন্দন। যাহা হৈতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ॥ এই ছয় গোসাঞি যাঁর তার মুঞি দাস। তা সবার পদরেণু মোর পঞ্চ গ্রাস॥ এই ছয় গোসাঞি সেবি ব্রজভূমে বাস। জনমে জনমে মোর এই অভিলাষ॥ মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন। শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদ-পদ্ম করি আশ। নাম সংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস॥ ৭॥

প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে এই পর্য্যন্ত গাহিতে হইবে।

শ্রীমতী রাধার পূর্ব্বরাগ

তদুচিত গৌরচন্দ্র

সুহই—সমতাল

আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপচন্দ। করতলে করই বয়ান অবলম্ব। পুনঃ পুনঃ গতাগতি করু ঘর পন্থ। ক্ষণে ক্ষণে ফুল বনে চলই একান্ত॥ ছল ছল নয়ন-কমল সুবিশাল। নব নব ভাব করত পরকাশ॥ পুলক মুকুলবর ভরু সব দেহা। এ রাধামোহন কছু না পাওল থেহা॥ ১॥

পরস্পর সখীদের উক্তি। রাধারাণীর অবস্থা দেখিয়া সখীগণ বলাবলি করিতেছে

ভীমপলশ্রী—ধরাতাল

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আইসে যায়। মন উচাটন, নিঃশ্বাস, সঘন, কদম্ব কাননে চায়॥ রাই কেন বা এমন হৈল। গুরু দুরুজন, ভয় নাহি মন, কোথা কি দেবতি পাইল॥ সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে। বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়া পরে॥ বয়সে কিশোরী, রাজার ঝিয়ারী, তাহে কুলবতী বালা। কিবা অভিলাষে, বাঢ়য়ে লালসে, না বুঝি তাহার ছলা॥ তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে, হাত বাড়াইলা চাঁদে। চণ্ডীদাস কয়, করি অনুনয়, ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে॥ ২॥

দোঠুকি তাল

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা। বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে, না শুনে কাহার কথা॥ সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘ পানে, না চলে নয়ন তারা। বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে, যেমতি যোগিনী পারা॥ এলাইয়া বেণী, ফুলের গাথনি, দেখয়ে খসাঞা চুলি। হসিত বদনে, চাহে মেঘ পানে, কি কহে দু হাত তুলি॥ এক দিঠি করি, ময়ূর ময়ূরী, কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে। চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়, কালিয়া বঁধুর সনে॥ ৩॥

কাটাদশকুশি তাল

কহ কহ সুবদনি রাধে। কিবা তোর হইল বিয়াধে॥ কেনে তোরে আনমন দেখি। কাহেঁ নখে ক্ষিতি তলে লেখি॥ হেম কান্তি ঝামর হইল। রাঙ্গা বাস খসিয়া পড়িল॥ আঁখি যুগ অরুণ হইল। মুখ পদ্ম শুকাইয়া গেল॥ কি লাগিয়া এমন হইলা। না কহিলে ফাটি যায় হিয়া॥ এত শুনি কহে ধনি রাই। এ যদুনন্দন মুখ চাই॥ ৪॥

সখীগণের পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসাতে শ্রীমতী রাধারাণী বলিতেছেন।

কাটাধরা তাল

কদম্বের বনে, থাকে কোন জনে, কেমন শবদ আসি। একি আচম্বিতে, শ্রবণের পথে, মরমে রহিল পশি॥ সান্ধাঞা

মরমে, ঘুচাঞা ধরমে, করিলে পাগলি পারা। চিত্ত স্থির নহে, স্বাস্থ্য নাহি রহে, নয়ানে বহয়ে ধারা॥ কি জানি কেমন, সেই কোন জন, এমন শবদ করে। না দেখি তাহারে, হৃদয় বিদরে, রহিতে না পারি ঘরে॥ পরাণ না ধরে, ধক্ ধক্ করে, রহে দরশন আশে। যবহুঁ দেখিবে, পরাণ পাইবে, কহয়ে উদ্ধব দাসে॥ ৫॥

লোফা বা দোঠুকি তাল

কালিয়ার রূপ, মরমে লাগিয়া, স্বাস্থ্য না হয় মনে। বিরলে বসিয়া, সখারে কহই, দেখাইলে রহে প্রাণে॥ এ বোল শুনিয়া, বিশাখা ধাইয়া, শ্যাম কলেবর দেখি। রাইয়ের গোচরে, দেখা-বার তরে, পটের উপরে লিখি॥ আনি চিত্র পট, রাইয়ের নিকট, সমুখে রাখিল সখী। সেরূপ দেখিয়া, মুরছিত হৈয়া, পড়িলা কমলমুখী॥ মন্দাকিনীপারা, কতশত ধারা, ও দুটি নয়নে বহে। করহ চেতন, পাবে দরশন, এ দাস উদ্ধবে কহে॥ ৬॥

চিত্রপট দেখিয়া শ্রীমতীর উক্তি

দোঠুকি

এমন মূরতি কেমন করি। লিখিলে বিশাখা ধৈরজ ধরি॥ কিবা অপরূপ আহা মরি মরি। আনহ হিয়ারে মাঝারে ধরি॥ দরশে লইল পরাণ হরি। পরশে কি হয় বলিতে নারি॥

দেখি দেখি পট আনহ কাছে। এমন পুরুষ কি জগতে আছে॥
দেখিতে দেখিতে পটের লিখা। পরাণ হরিল বিষম ডাকা॥
মনোহর কহে লিখিল যে। পরাণ নিছনি তাহারে দে॥ ৭॥

[চিত্রপট মিলন করিতে হইলে নিম্নলিখিত পদ গান করিতে হইবে।]

লোফা

রহুঁ রহুঁ সখী, ভাল করে দেখি, আঁখি না পিছলে মোর। এই যে নাগর, গুণের সাগর, বয়সে নব কিশোর॥ আলো সই কিবা সে দেখালি মোরে। এই যে আকৃতি, পিরীতি মূরতি, আন নাহি চাহি তোরে॥ দেখায়া সুন্দরী, করিলে বাউড়ি, না দেখিলে প্রাণে মরি। হিয়া পর ধর, জুড়াক অন্তর, কহিছে ধরণী ধরি॥ লোচন যুগল, লোরেতে ভরল, মূরছিত তহি ভোর। হাহা প্রাণধন, বলি অচেতন, ললিতা করিল কোর॥ কহয়ে বচন, চিত্রের রচন, পুরুষ এমন আছে। ধরি তুঁয়া পায়, যদি সত্য হয়, লৈয়া- চল তার কাছে॥ এ দাস শেখর, সঙ্গে চলু মোর, বুঝিতে রসিক রায়। প্রতিবিম্ব দেখি, লোরে পূরে আঁখি, কেমনে পরশি তায়॥ ৮॥

[যদি চিত্রপট মিলন করা না হয় তাহা হইলে দূতী যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীমতীর দশ দশা বর্ণনা করিবে। পরে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ হইবে। শ্রীকৃষ্ণের দূতী পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের দশদশা বর্ণনা করিবে। পরে শ্রীমতী অভিসার করিবেন। তৎপর নিকুঞ্জ কাননে মিলিত হইবেন॥]

শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাধার দূতীর সংক্ষেপে দশদশা বর্ণন।

চঞ্চুপুট তাল

রাইক ঐছে, দশা হেরি একসখী, তুরিতহি করল পয়ান। নিরজনে নিজগণ, সঙ্গে যাঁহা মাধব, যাই মিলল সোই ঠাম॥ শুন মাধব আর হাম কি বলিব তোয়। সো বৃষভানু কুমারী বর সুন্দরী, অহর্নিশি তুয়া লাগি রোয়॥ তুয়া অনুরূপ, এক পটে লিখিয়া, দেয়লু তাকর আগে। সে রূপ হেরি, মূরছি পরু ভূতলে, মানয়ে করম অভাগে॥ অম্বরে নব জল-ধর হেরি সো ধনি, কাতরে কর পরলাপ। নীলাম্বর অব, সহই না পারই, অরুণাম্বরে তনু ঝাঁপ। ঐছে দশা হেরি, সকল সখীগণ, রোয়ত যামিনী জাগি। কহে যদুনন্দন, শুন নন্দনন্দন, মিলহ সবজন ভাগি॥ ৯॥

ছোট দুঠুকি

সহজে নুনিক পুতুলি গোরী। জারল বিরহ আনলে তোরি॥ বরণ কাঞ্চন দশবাণ। ঝামর সোঙরি তোহারি নাম॥ শুনহ মাধব কহলু তোয়। সমতি না দেই রজনী রোয়॥ অরুণ অধর বান্ধুলি ফুল। পাণ্ডুর ভৈ গেও ধুতূর তুল॥ ফুয়ল কবরি উরহি লোল। সুমেরু উপরে চামর দোল॥ গলায় এ গজ মোতিমহার। বসন বহিতে গুরুয়া ভার॥ অঙ্গুল-অঙ্গুরী বলয়া ভেল। জ্ঞান কহে দুঃখ মদন দেল॥ ১০॥

পুনশ্চ

অপরূপ তুয়া মুরলী ধ্বনি। লালসা বাড়ল শবদ শুনি॥ কিরূপে এরূপ দেখিয়া সেহ। উদ্বেগে ধনি না ধরে দেহ॥ জাগিয়া হইল শরীর ক্ষীণ। অসিত চাঁদের উদয় দিন॥ জড়িম হৃদয়ে করত ভেদ। অতি বেয়াকুল করত খেদ। পাণ্ডুর বরণ বেয়াধি বাধা। মূরছি নিঃশ্বাস হরল রাধা। অব যদি তুঁহু মিলহ তায়। গোকুল মঙ্গল সবাই পায়॥ জ্ঞানদাস কহে শুনহ শ্যাম। জীবন ঔষধি তোহারি নাম॥ ১১॥

অথ কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

সুহই—সমতাল

আরে মোর আরে মোর গোরা দ্বিজমণি। রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায়ে ধরণী ॥ রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে। সুরধনীর ধারা বহে অরুণ নয়নে ॥ ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভুমে গড়ি যায়। রাধা রাধা বলি ক্ষণে ক্ষণে মুরছায় ॥ পুলকে পূরল তনু গদ গদ বোল। বাসু কহে গোরা কেন এত উতরোল ॥১॥

সুবলের উক্তি

ভূপালী—মধ্যম দশকুশি

অনুক্ষণ হেরিয়ে তোহে আনচিত। দূরে গেও মুরলী আলাপন গীত ॥ মরম না কহ কাঁহে পরাণ সাঙ্গাতি। তুয়া মুখ হেরিয়ে জ্বলত মঝু ছাতি ॥ মরকত জিনিয়া সো কলেবর কাঁতি। সো অব ঝামর কুবলয় ভাতি ॥ হেরইতে নিরমল লোচন জোর। কো জানে কৈছে করত হিয়া মোর ॥ শুনইতে ঐছন সহচর বাণী। ছোরি নিঃশ্বাস উলটায়ল পাণি ॥ দূর অবগাহ মরম অভিলাষ। সমুঝিয়া কহ ঘনশ্যাম দাস ॥ ২ ॥

সুবলের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

সমতাল

কালীদমন দিন মাহ। কালিন্দী কূল কদম্বক ছাহ ॥ কত শত ব্রজ নববালা। পেখলুঁ জনু থির বিজুরীক মালা ॥ তোহে

কহি সুবল সাঙ্গাতি। তব ধরি হাম না জানি দিবারাতি॥ তহি ধনী মণি দুই চারি। তহি পুন মনমোহিনী এক নারী॥ সো রহু মঝু মনে পৈঠি। মনসিজ ধূমে ঘুম নাহি দিঠি॥ অনুক্ষণ তহ্নিক সমাধি। কো জানে কৈছন বিরহ বেয়াধি॥ দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা। গোবিন্দ দাস কহ ঐছে নব লেহা॥ ৩॥

তেওড়া বা ত্রিপুট তাল

গেলি কামিনী, গজহুগামিনী, বিহসি পালটি নেহারি। ইন্দ্র-জালক, কুসুম সায়ক, কুহকী ভেলি বর নারী॥ জোরি ভুজ যুগ, মোড়ি বেঢ়ল, ততহি বয়ান সুছন্দ। দাম চম্পকে, কাম পূজল, যৈছে শারদ চন্দ॥ উরহি অঞ্চল, ঝাঁপি চঞ্চল, আধ পয়োধর হেরু। পবন পরাভবে, শারদ ঘন জনু, বেকত কয়ল সুমেরু॥ পুনহি দরশনে, জীবন জুড়াও, টুটব বিরহক ওর। চরণে যাবক, হৃদয়ে পাবক, দহই সব অঙ্গ মোর॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ সাঙ্গাতি, চিত থির নাহি হোয়। সে যে রমণী, পরম গুণমণি পুনঃ কি মিলব মোয়॥ ৪॥

ছোট দোঠুকি

ও ধনী কে কহ বটে। গোরোচনা গোরী, নবীনা কিশোরী, নাইতে দেখিনু ঘাটে॥ যমুনার তীরে, বসি তার নীরে, পায়ের উপরে পা। অঙ্গের বসন, করেছে আসন, সে ধনী মাজিছে গা॥ কিবা সে দুগুলি, শঙ্খ ঝলমলি, সরু সরু শশিকলা।

মাজিতে উদয়, শুধু সুধাময়, দেখিয়া হইনু ভোলা ॥ নাহিয়া উঠিতে, নিতম্ব তটীতে, পাড়িছে চিকুর রাশি। কান্দিয়া আঁধার, কনক চাঁদার, শরণ লইল আসি ॥ চলে নীল শাড়ী, নিঙাড়ি নিঙাড়ি, পরাণ সহিত মোর। সেই হতে মোর, হিয়া নহে থির, মনমথ জ্বরে ভোর ॥ কহে চণ্ডী দাসে, বাশুলী আদেশে, শুন হে নাগর চাঁদা। সে যে বৃষভানু, রাজার নন্দিনা, নাম বিনোদিনী রাধা ॥ ৫ ॥

ছোট দোঠুকি

যব গোধূলি সময় বেলি, ধনী মন্দির বাহির ভেলি। নব জলধরে বিজুরী রেহা, দ্বন্দ্ব পসারি গেলি ॥ ধনী অলপ বয়সী বালা, জনু গাথনি পুহপ মালা। থোরি দরশনে আশ না মিটল, বাঢ়ল বিরহ জ্বালা ॥ গোরী কলেবর নুনা, জনু আঁচরে উজোর সোণা। কেশরী জিনিয়া মাঝারি খিন, দুলহ লোচন কোণা ॥ ধনা ঈষত হাসনি সনে, মুঝে হানল নয়ন বাণে। চিরঞ্জীব রঁহু, পঞ্চ গৌড়েশ্বর, কবি বিদ্যাপতি ভণে ॥ ৬ ॥

ছোট দোঠুকি

সুবলে নাগরে কহিছে কথা। বিশাখা সুন্দরী আইল তথা ॥ কি কথা কহিছ সখার সনে। কহিতে কহিতে কান্দিছ কেনে ॥ কি কথা কহিছ নাগর আজ। আমারে কহনা মনের কাজ ॥

মনের মরম কহিবা যবে। বেদনা বাটিয়া লবই তবে॥
দূতী মুখে শুনি হরষ প্রাণ। দাস গোবিন্দ কহিছে জান॥ ৭॥

যথারাগ

হরি হরি বিহি কি পূরাবে মঝু সাধা। হেরব পুনঃ কিয়ে রূপনিধি রাধা॥ যদি মোহে না মিলব সো বর রামা। তব জীউ ছার ধরব কোন কামা॥ তুঁহু ভেলি দূতী পাশ ভেল আশা। জীউ বাঁধব কিয়ে করব উদাসা॥ শুনইতে বচন দূতী অবিলম্বে। আওলি চলি যাঁহা রমণী কদম্বে॥ কহে হরি বল্লভ শুন ব্রজবালা। হরি জপতহি তুয়া গুণমণি মালা॥ ৮॥

ছোট দোঠুকি

আলো আলো শুনল রাজার ঝি, তোমারে কহিতে আসিয়াছি। কানু হেন ধনে, পরাণে বধিলি, এ কাজ করিলি কি॥ বেলি অবসান কালে, যবে গিয়াছিলা তুমি জলে। তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া, ধরিলি সখীর গলে॥ দেখাইয়া বদন চাঁদে, তারে ফেলিলি বিষম ফাঁদে। তুহুঁ তুরিতে আওলি, লখিতে নারিল, ওই ওই করি কাঁদে॥ তারে হৃদয় দরশি তোর থোর, তার মন করিলা চোর। বিদ্যাপতি কহে, শুনল সুন্দরী, কানু জীয়াওবি মোর॥ ৯॥

দূতী সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের দশাবর্ণন করিতেছে।

তাল—কাটা-দশকুশি

মাধবী তরুর তলে বসি। চিবুকে ঠেকনা দিয়া বাঁশী॥ তোহার চরিত অনুমানে। যোগী যেন বসিলা ধেয়ানে॥ জল গেলে কি করিবে বাঁধে। নিশে গেলে কি করিবে চাঁদে॥ জীউ গেলে কি কাজ শরীরে। রাধা বিনা কি নন্দকুমারে॥ রাধা রাধা জপে অবিরাম। না জানি কি হয়ে ঘনশ্যাম॥ ১০॥

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রথম মিলন

দূতী মুখে শুনইতে ঐছন রীত। সব অঙ্গ পুলকিত, চমকিত চিত॥ কহইতে গদ গদ কণ্ঠ হি বোল। সখী মুখ নিরখিয়া অন্তর দোল॥ ইঙ্গিত জানি বনাওল বেশ। সিন্দূর দেওল বাঁধল কেশ॥ সব সখীগণ মেলি করল পয়ান। নিঃশবদে চললহি কোই নাহি জান॥ চলইতে পদ দুই থর থরি কাঁপ। হেরইতে পথ নয়ন যুগ ঝাঁপ॥ ঐছনে মিলল নাগর পাশ। পহিলা মিলন কহে দ্বিজ হরিদাস॥ ১১॥

অথ গোষ্ঠলীলা

তদুচিত গৌরচন্দ্র

রাগিণী বেলোয়ার—তাল মধ্যম একতালী

শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ বয়ানে। ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে॥ বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়। শিঙ্গার শবদ করি বদনে বাজায়॥ নিতাই চাঁদের মুখে শিঙ্গার নিশান। শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান॥ ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম। ভাইয়ারে ভাইয়ারে বলি ধায় অভিরাম॥ দেখিয়া গৌরাঙ্গ রূপ প্রেমের আবেশ। শিরে চূড়া শিখি পাখা নটবর বেশ॥ চরণে নূপুর বাজে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন। বংশীবদনে কহে চল গোবর্দ্ধন॥ ১॥

ভাবার্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ গোষ্ঠ লীলা স্মরণ হওয়াতে, ধবলী শাঙলী বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ভাব বুঝিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ মুখে শিঙ্গার ধ্বনির অনুরূপ শব্দ করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গসুন্দর শিরে চূড়া, চরণে নূপুর পরিয়া ঠিক শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের ন্যায় ভঙ্গিতে চলিতে লাগিলেন। প্রেমাবেশে ভক্তগণ তাঁহার অনুগামী হইলেন। ১

রাগিণী মাথুর—তাল তিয়ট

অরুণ উদয় বেলা, যত শিশু হইয়া মেলা, সবে গেল নন্দের দুয়ারে। শিঙ্গা বেনু বাঁশীরব, করয়ে রাখাল সব, গোঠে আইস নন্দের কুমার॥ গোপাল তুমি যাবে কিনা যাবে আজি মাঠে।

এক বোল বলিলে, আমরা যাইব চ'লে, ধবলী শাঙলা গেল গোঠে ॥ যদিবা এড়িয়া যাই, অন্তরেতে ব্যথা পাই, চিত নিবারিতে মোরা নারি। কিবা গুণ-জ্ঞান জান, সদাই অন্তরে টান, একতিল না দেখিলে মরি॥ শুনিয়া শিশুর বাণী, হাসে দেব চূড়ামণি, মুদিত নয়ান পরকাশে। গোবিন্দদাস পঁহু, হাসিয়া হাসিয়া রহু, চলিলেন বিহারের রসে ॥ ২ ॥

ভাবার্থ। নিশি প্রভাত হওয়া মাত্র সকল রাখালগণ নন্দের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। নানা প্রকার শিঙ্গা বাঁশী বাজাইয়া গোঠে যাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল যে ভাই, তুমি এখন মায়ের কোলে বসিয়া আছ, ধবলী শাঙলী সকল গোঠে যাইবার জন্য বাহির হইয়াছে, তুমি যাইবে কি না বল। আমরা বিলম্ব করিব না। কিন্তু তোমায় ফেলিয়া যাইতেও মন চায় না, তুমি কি গুণ-জ্ঞানে আমাদিগকে অন্তরে বাঁধিয়াছ, তোমাকে না দেখিয়া আমরা একতিলও থাকিতে পারি না—ইত্যাদি। ২

তাল ধামালী

শ্রীদাম বলে ও গো রাণী, বিদায় দে তোর নীলমণি, লয়ে যাব গোষ্ঠ বিহারে। গোধন চারণ করি, আনি দিব তোমার হরি নিবেদন করি জোড় করে॥ রাণী বলে কি বলিলি, না পাঠাব বনমালী, তোমরা সবাই যাও বনে। বড় হ'লে লালনে, ল'য়ে যেও কাননে, পাঠাইব তোমা সবা সনে॥ শুনরে শ্রীদাম ভাই, আমার যাওয়া হ'ল নাই, মা বিদায় নাহি দিল মোরে। জ্ঞানদাস কহে শুন, যশোদার জীবন, জানি কিনা জানি বিদায় করে॥ ৩॥

শ্রীদামের কথা শুনিয়া নন্দরাণী বলিতেছেন।

সমতাল

যাদু আমার নবীন রাখাল। নাহি জানে হিতাহিত, গোধন পালনে প্রীত, জানে না যে কার কত পাল॥ এলাইয়া কটির ধরা, দুই চরণে লাগে বেড়া, আপনি আপনি পড়ে, ফাঁদে। ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে, ঘরে যাইতে পথ ভুলে, দুটি হাত মুখে দিয়া কাঁদে ॥ ৪ ॥

ভাবার্থ: শ্রীদামের কথা শ্রবণে নন্দরাণী বলিতেছেন—ওরে শ্রীদাম। যাদু আমার নূতন রাখাল। এখনও নিজের পালে কত ধেনু আছে তাহা জানে না। এমন কি কাপড় পরিতেও জানে না। খেলিতে খেলিতে ঘরে যাওয়া পথ ভুলিয়া পথে দাঁড়াইয়া কাঁদে। ৪।

তাল লোফা

শ্রীদাম কহিছে বাণী, শুন ওগো নন্দরাণী, নিতি নিতি যাই মোরা বনে। যতেক রাখাল মেলি, মাঝে রাখি বনমালী, ধেনু বৎস চরাই কাননে॥ মোহন মুরলী স্বরে, নানা ছন্দে গান করে ভুবন ভুলায় সেই রবে। শুনিয়া মুরলী রব, দিব্যমূর্ত্তি লোকসব, আসি দরশন করে সবে॥ হংসের উপরে চড়ি, চতুর্ম্মুখে মন্ত্র পড়ি, স্তব করে কানাইর চারি পাশে। তার পর শূন্য পথে, ঐরাবতে বজ্রহাতে, দেখে মোরা পালাই তরাসে॥ ক্ষিপ্তপ্রায় একজন, বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ, দিয়া শিঙ্গা ডুম্বুর নিশান। শিরে জটা ত্রিলোচন, ভস্ম অঙ্গে বিভূষণ, সদাই জপয়ে রাম নাম॥ তার বামে এক নারী, তুলনা দিবার নারি, রূপে

অন্ধকার নাশ করে। স্বর্ণ কান্তি শশীমুখী, ভালে শোভে তিন আঁখি, কোলে করি রহে গিরিধরে ॥ কোলে লৈয়া গিরি-ধরে, ননী খাওয়ায় দশ করে, কতই ননী খায় তার করে। বলে ওরে বাছা কানু, আনন্দে চরাও ধেনু, কাননে নাহিক ভয় তোরে ॥ এ দাস শ্রীদামে কয়, মা তুমি না কর ভয়, কানু গেলে যত সুখ পাই। শীতল তরুর ছায়, বসিয়া মুরলী বায়, মোরা সবে ধবলী চরাই ॥ ৫ ॥

ভাবার্থ। শ্রীদাম বলিতেছে—মা নন্দরাণী, তোমার কোন ভয় নাই, বিশেষতঃ আমরাও বড় আনন্দে ধেনু চরাই। কানাইয়ের মুরলী শুনিয়া কত রূপের মানুষ যে আসিয়া দেখা করে তাহা আর কত বলিব। চতুর্মুখে ব্রহ্মা, ঐরাবতপৃষ্ঠে দেবরাজ ইন্দ্র, শিরে জটাযুক্ত মহাদেব। তাঁর বামে—ভগবতী। ইঁহারা সকলে কানাইকে দেখিতে আইসেন। দশভূজা ভগবতী কানুকে কোলে করিয়া দশ হাতে কতই না ননী খাওয়ান এবং বনে ধেনু চরাইতে কানাইকে অভয় দান করিয়া যান। কানাই বসিয়া থাকে, মুরলী বাজায় আর আমরা আনন্দে ধবলী চরাই।

অথ বলরামের আগমন

তাল লোফা

নব নটবর, নীলাম্বর লম্ফে ঝম্ফে আওয়ে। মদে মাতাল, যেমন খুঞ্জর, উলটি পালটি চাওয়ে ॥ আপন তনু, ছায়রি হেরি, ক্রোধাবেশ হোই। হুঁ হুঁ পথ, ছারহ বলি, অঙ্গুলি ঘন দেই ॥ করে পাচনী, কক্ষে দাবি, রাঙ্গাধূলা গায়ে মাখে। কা কা কাকা কাকা কানাইয়া বলি, ঘন ঘন ঘন ডাকে ॥ পদাঘাত মারি, বলে

তিন বেরি, স্থিরা ভব ধরণী। শশী-শেখর, কহে হলধর, পদতলে যাই নিছনি ॥ ৬ ॥

ভাবার্থ। নীলাম্বর-পরিহিত বলরাম, মদমত্ত হাতীর ন্যায় টলিতে টলিতে ডাহিনে বামেতে চাহিয়া আসিতেছে। মত্ত বলরাম নিজের ছায়া দেখিয়া সম্মুখে কে দাঁড়াইয়া আছে মনে করিয়া রাগান্বিত হইয়া অঙ্গুলি দ্বারা সংকেত করিয়া 'পথ ছাড়িয়া দেও' বলিতেছে। ছায়া পথ ছাড়িবে কেন? তখন গায়ে ধূলা মাখিয়া মল্ল-বীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া বলরাম বলিতেছে 'তুই কেরে, তুই আমার সহিত লড়াই করিবি, তোর সাহস তো কম নহে। তোর কি ভাই কানাই আছে?' এই বলিয়া মাটিতে তিনবার পদাঘাত করিয়া বলিতে'ছ 'ধরণী স্থির থাক্'। বলরামের এই রূপ দেখিয়া পদকর্ত্তা শশিশেখর বলরামের পদতলে নিজেকে বিলাইয়া দিতেছেন। ৬

তাল দাশপাহিড়া

বাম কক্ষে শিঙ্গা বেত্র গজেন্দ্র-গমন। অবিলম্বে প্রবেশিলা নন্দের ভবন ॥ দেখিয়া রামের ক্রোধাবেশ মূরতি। বিনয় করিয়া রাণী কহে রাম প্রতি ॥ বলব কিরে ও বলাই করব আর কি। তিলেক বিলম্ব কর সাজাইয়া দি ॥ ৭ ॥

তাল মধ্যম দশকুশি অথবা মধ্যম একতালী

নীল পীত ধরা নন্দ পরায় আপনি। চন্দন তিলক দেই যশোদা রোহিণী ॥ চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ গলায় গুঞ্জাহার। চরণে নূপুর রাণী দেই দোহাকার ॥ গোপালে সাজাইতে রাণী দোলমাল হিয়া। একবার কোলে আয়রে মা মা বলিয়া ॥ কটিতে কিঙ্কিণী দিল মণিহার গলে। ধরার অঞ্চল রাঙ্গা চরণেতে দোলে ॥ রাঙ্গা লাঠি দিল হাতে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন। বংশীবদনে কহে চল গোবর্দ্ধন ॥ ৮ ॥

ভাবার্থ। গুঞ্জা—কুচ ফল। শ্রীকৃষ্ণকে পীত ধড়া ও বলরামকে নীল ধড়া পরাইয়া গলায় গুঞ্জার হার, চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছ ইত্যাদি দ্বারা সাজাইয়া হাতে রাঙ্গা লাঠি দিয়া যশোদা বলিতেছেন, বাবা গোপাল, সারাদিনের মত একবার মা বলিয়া আমার কোলে আয়।…৮

তাল দোঠুকি।

আজু গোঠেরে সাজল রাখাল। ধবলী শাঙলী, পীয়লী বলিয়া, হাঁকারে সব রাখাল ॥ কারু কান্ধে চেলী, বিনোদ পাগড়ি, কারু গলে গুঞ্জা গাভা। শ্বেত লোহিত, কারু নীল পীত, কটি-তটে ভাল শোভা ॥ ভাইয়া বলরাম, পূরিছে বিষাণ, কানাই পূরিছে বেণু। উচ্চ পুচ্ছ করি, শ্রবণ তুলিয়া, আগে চলে সব ধেনু ॥ নাচত গায়ত, বেণু বাজায়ত, ধেনু চালায়ত রঙ্গে। ভোজন সম্ভার, লয়ে আগুসার, যাদবেন্দ্র চলু সঙ্গে ॥ ৯ ॥

ভাবার্থ। বিষাণ—শিঙ্গা। নানা রঙ-বেরঙের পোষাক পরিয়া রাখালসকল চলিয়াছে। পদকর্ত্তা যাদবেন্দ্র ভোজনের দ্রব্য সকল লইয়া সঙ্গে চলিয়াছেন। ৯

অথ যাবট মিলন।

তাল চঞ্চুপুট

গোধন যূথে যূথে, চলল ভাণ্ডির পথে, যাবট নিকট দিয়া যায়। বৃষভানু সুকুমারী, অট্টালিকা পরে চড়ি, অনিমিখে চাঁদ মুখ চায় ॥ দেখিয়া গোকুল ইন্দু, উথলিল প্রেমসিন্ধু, রাই অবশ রস ভরে। লাজে কিছু নাহি কয়, অনিমিখে চেয়ে রয়, কাঁপে রাই মদনের জ্বরে ॥ কি হলো কি হলো ব'লে, বিশাখা করিল কোলে, জটিলা

আইল তথা ধেয়ে। কি হইল অকস্মাৎ, মোর মুণ্ডে বজ্রপাত, তোমরা জানহ কিছু মেয়ে॥ ললিতা কহেন মাই, হলধরের ছোট ভাই, মন্ত্র জানে তারে ডেকে আন। শুনিয়া জটিলা ধায়, ধরিলা কানুর পায়, এস কানু বধূ দেহ দান॥ শুনিয়া রেয়ের নাম, আসি উত্তরিল শ্যাম, মন্ত্র পড়ি অঙ্গে বুলায় হাত। শীতল পরশ অঙ্গ, তাপ সব হলো ভঙ্গ, রায় শেখর প্রণিপাত॥ ১০॥

ভাবার্থ। ভাণ্ডির পথে······ভাণ্ডির বট বনপথে। যাবট······শ্রীমতীর শ্বশুরালয়। জটিলা···শ্রীমতীর শাশুড়ী। হলধরের ছোট ভাই···শ্রীকৃষ্ণ। গোকুল ইন্দু···শ্রীকৃষ্ণ।

যাবটের পথে গোধনসহ শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠে যাইতে দেখিয়া শ্রীমতী সেই রূপাস্বাদন করিতে করিতে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। শাশুড়ী জটিলা ব্যস্ত হইয়া বধূর অবস্থা দেখিয়া এবং ললিতাদের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিয়া আনিলেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মন্ত্র পাঠ করিয়া অঙ্গে হাত বুলাইতে কৃষ্ণপরশে শ্রীমতীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। ১০

উপরের পদের সঙ্গেই গীত হইবে।

তাল—দাশপাহিড়া।

শ্যামের পরশে অঙ্গে বিনোদিনী রাই। ঘুচিল বিরহ জ্বালা হাসিমুখে চাই॥ জটিলা আসিয়া কহে শ্রীনন্দের নন্দন। তোমা হ'তে বধূ মোর পাইল জীবন॥ তোমার বধূর যখন এমতি হইব। আমারে ডাকিয়া এনো ভাল করে দিব॥ এত কহি সুনাগর পুনঃ যায় গোঠে। রায় শেখর পুনঃ ধূলী ঝারি উঠে॥ ১১॥

অথ সুবলমিলন

গৌরচন্দ্র।

রাগিণী ধানশী—তাল একতালী

গৌরীদাস সঙ্গে, কৃষ্ণকথা রঙ্গে, বসিলেন গৌরহরি। ভাবে হৈয়া ভোর, ঘন দিছে কোর, দোহে গলা ধরাধরি॥ ভাব সম্বরিয়া, প্রভুরে বসাঞা, গৌরীদাস গৃহ হইতে। চম্পকের মাল, আনিয়া তৎকাল, গলে দিলা আচম্বিতে॥ চম্পকেরি হার, চাহে বার বার, আমার গৌরাঙ্গ রায়। রাধার বরণ হইল স্মরণ, প্রেমধারা বহে গায়॥ প্রভু কহে ভাষ, শুন গৌরীদাস, মনেতে পড়িল রাধা। বাসু ঘোষ কয়, রাই রসময়, দেখিতে হইল সাধা॥ ১॥

ভাবার্থ। গৌরীদাস সুবলের প্রতিমূর্ত্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরীদাসের সঙ্গে কৃষ্ণকথা বলিতেছেন, এমন সময় গৌরীদাস গৃহ হইতে চম্পকের মালা আনিয়া তাঁহার গলে দিলে চম্পকবরণী শ্রীরাধার কথা তাঁহার স্মরণ হইল। ১

রাগিণী ধানশী—তাল ছোট দশকুশি

সুবল করিয়া সঙ্গে, বিপিন বিহার রঙ্গে, রসময় বিদগধ শ্যাম। রাধাকুণ্ড তীরে আসি, কুসুম কাননে বসি, শোভা দেখে অতি অনুপাম॥ বৃন্দা দেবী হেন কালে, আসিয়া সেখানে মিলে, চম্পকের মালা করে করি। সুবলেরে সমর্পিল, তেঁহো কৃষ্ণ গলে দিল, উদ্দীপন রাধার মাধুরী॥ প্রেম ঊর্দ্ধ বেগে ধায়, অরুণ

নয়নে ভায়, অবশ হইল সব অঙ্গ। ধরিয়া সুবল করে, মূর্চ্ছিত হইয়া পরে, চিয়ায়ের দাস গোবিন্দ ॥ ২ ॥

ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণ সুবলের সঙ্গে বনবিহার করিতে করিতে রাধাকুণ্ড তীরে আসিয়া বসিলেন। এমন সময় বৃন্দা দেবী এক ছড়া চম্পকের মালা আনিয়া সুবলের হাতে দিল। সুবল সেই মাল্য কৃষ্ণ গলে দিল। চম্পকদাম হেরিয়া চম্পকবরণী শ্রীরাধার কথা মনে পড়িল এবং ভাবাবেশে অচৈতন্য হইল। ২

রাগিণী তুড়ি—তাল একতালী

রসিক নাগর, বিরহে কাতর, পড়িলা ধরণীতলে। মরম জানিয়া, বেথিত হইয়া, সুবল করিলা কোলে ॥ বসন ভিজাঞা, মুখখানি মুছিয়া, কহিছে মধুর বোলে। আচম্বিতে আসি, রাধাকুণ্ডে বসি, অচেতন কেন হইলে ॥ বন দাবানলে আর, বিষজলে, প্রাণদান দিলে তুমি। সে ধার শোধিব, যে বোল বলিবে, তাহাই করিব আমি ॥ সজল নয়ান, হেরিয়া বয়ান, পরাণ কেমন করে। দীনবন্ধু কহে, তনু মন দহে, রাধার বিরহ জ্বরে ॥৩॥

রাগিণী শ্রীরাগ—তাল লোফা

শুনরে সুবল ভাই নিবেদন করি। কহিতে বাসিযে লাজ না কহিলে মরি ॥ গাঁথিয়া চম্পক মালা মোর গলে দিল। চম্পক বরণী রাই মনেতে পড়িল ॥ যাবটে আছয়ে ধনী জটিলা মন্দিরে। বিষম সঙ্কট স্থল কি বলিব তোরে ॥ যদি মিলাইতে পার আনিয়া তাহারে। হইব তোমার দাস জনমের তরে ॥ তুয়া পথ নিরখিয়া

রহিলাম বনে। না আসিলে প্রেমময়ী মরিব পরাণে। শুনিয়া সুবল তবে করয়ে আশ্বাস। যাবটে চলিলা পহুঁ দীনবন্ধু দাস ॥৪॥

রাগিণী ধানশী—তাল দশকুশি

সুচতুর সুবল, পবন গতি ধাওল, আওল যাবট মাঝ। জটিলাক নিকটে, হোয়ল উপনাত, মলিন বদন দ্বিজরাজ ॥ ওগো মাই কি কহব দুঃখ পরিশেষ। বাছুরি খুঁজি খুঁজি, হাম হেথা আয়লু, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া কত দেশ ॥ পাণি পিয়াসে মোর, বাত নাহি স্ফুরত, জীবন করত কি জান। শুনি জটিলা কহ, বধূর নিকট যাহ, শীতল জল কর পান ॥ নিরজন মন্দির, রাইক অন্দর, সুবল চলতহি মাঝ। দীনবন্ধু কহে, বল হেরি হেরি, রাই সমুঝল কাজ ॥ ৫ ॥

ভাবার্থ। যাবট—শ্রীমতীর স্বামীর বাড়ী। জটিলা—শ্রীমতীর শাশুড়ী।

রাগিণী তুড়ী—তাল একতালী

আইস রে সুবল, পরাণের ভাই, একি অপরূপ দেখা। কহ দেখি বনে, আছয়ে কেমনে, তোমার পরাণ সখা ॥ যখন হইতে শিঙ্গার সহিতে, বাজিল মোহন বেণু। পথের আপদ, বনের বিপদ, ভাবিতে গণিতে মৈনু ॥ ঘরের বাহির, মোর অতি দূর, যুবতী কুলের বালা। দুঃখের অনল, জ্বালিয়া কান্দিযে, করিয়া ধূমার ছলা। কামনা করিয়া, সাগরে মরিব, হব সহচর সখা। দীনবন্ধু কহে, সহচর হৈলে, সতত পাইবে দেখা ॥ ৬ ॥

রাগিণী ভাটিয়ারি—তাল লোফা

হাসিয়া সুবল কহে শুন বিনোদিনী। তোমারে লইতে ধনী আসিয়াছি আমি ॥ সহচর ছাড়ি হরি তোমার লাগিয়া। তোমার কুণ্ডের তীরে আছেন পড়িয়া ॥ ধরিয়া আমার বেশ করহ পয়ান। দরশন দিয়া শ্যামের রাখহ পরাণ ॥ আপনার বেশভূষা দেহত আমারে। ধরিয়া তোমার বেশ আমি থাকি ঘরে ॥ দীনবন্ধু দাসের বড় উলসিত হিয়া। পূরিল মনের সাধ বচন শুনিয়া ॥৭॥

রাগিণী সারঙ্গ—তাল তেওট

সুবলে রাখিয়া ঘরে চলিলা রাধিকা। সবে মাত্র পয়োধর নাহি গেল ঢাকা ॥ তখন সুবলে পুছে কি করি উপায়। এ যুগল পয়োধর কেমনে লুকায় ॥ সুবল বলেন শুন নবীন কিশোরী। গমন করহ কোলে লইয়া বাছুরী ॥ দীনবন্ধু দাস কহে মন্ত্রণার সার। বৎস কোলে লইয়া ধনী কর অভিসার ॥ ৮ ॥

রাগিণী ধানশী—তাল ছোট দশকুশি

নাগর কহেন সুবল কহত বচন। যে লাগি পাঠানু তোমা কহত কারণ ॥ রাই আপন বঁধু পাশ কহে ভঙ্গি করি। যাইতে নারিনু আমি জটিলার পুরী ॥ ভাবিয়া গেলাম আমি চন্দ্রার ভবনে। তাহারে কহিলাম আমি সব বিবরণে ॥ আজ্ঞা নৈলে আনিতে নারি সেই ত প্রিয়সী। আজ্ঞা কর আনি গিয়া ওহে কালোশশী ॥

তথন নাগর কহে তুমি সব জান। বারিক পিয়াসে কি অনল করি পান॥ রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিব তেজিব পরাণ। বদনে বোলব হাম শ্রীরাধার নাম॥ এত বলি রাধাকুণ্ড জলে ঝাঁপ দিল। বাছুরী তেজিয়া ধনী কানু কোলে নিল॥ দীনবন্ধু দাস কহে বড় ভাল ভাল। সুবলের বেশে ধনী বঁধুরে মিলিল॥ ৯॥

ভাবার্থ।—সুবলের চেহারা শ্রীমতীর অনুরূপ। রন্ধনশালাতে বসন ইত্যাদি বদল করিয়া শ্রীমতী সুবল সাজিলেন। কিন্তু উঁচু পয়োধর বিঘ্ন স্বরূপ হইল, তথন সুবল বলিল "তার জন্য চিন্তা কি, বাছুরী বুকে চাপিয়া গমন কর, আমি ত বাছুরী খুঁজিতেই এথানে আসিয়াছি।" শ্রীমতী তথন বাছুরী কোলে করিয়া বাহির হইয়া কৃষ্ণসঙ্গে মিলিলেন। ৯

অথ দানলীলা

গৌরচন্দ্র

রাগিণী বরাড়ী—সমতাল

গৌরাঙ্গ চাঁদের মনে কি ভাব উঠিল। নদীয়া মাঝারে গোরা দান সিরজিল॥ কিসের দান চাহে আজু গোরা দ্বিজমণি। নেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী॥ দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ডাকে। নগরের নাগরী সব পড়িল বিপাকে॥ কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান। সে ভাব পড়িল মনে বাসু ঘোষ গান॥ ১॥

ভাবার্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভু আজ দানলীলার ভাবে বিভোর হইয়া নদীয়া নগরে দানী সাজিয়া পথ আগুলিয়া বসিল। যত নদীয়া নাগরী তাহারা বিপদ গণিল, এই নদীয়া নাগরী বলিতে যাহারা গৌরাঙ্গকে নাগর ভাবে ভজন করিত, অর্থাৎ বাসুদেব ঘোষ, লোচন দাস ইত্যাদিকে বুঝায়। দানী—যাহারা কোন পথ, ঘাট জমাবন্দোবস্ত নিয়া থাকে—সেই পথে কেহ গেলে কর-স্বরূপ কিছু আদায় করিয়া থাকে। ১

রাগিণী বরাড়ী—তাল বড় দাসপাহিড়া

খেলা রসে ছিলা কানাই সুবলের সনে। হেনকালে রাধারে পড়িয়া গেল মনে॥ আপনার ধেনু সব সঙ্গিগণে দিয়া। রাধা বলি বাজায় বাঁশী ত্রিভঙ্গ হইয়া॥ রাধা রাধা বলি কানাই পূরে মোহন বাঁশী। শ্রীরাধিকার কর্ণে তাহা প্রবেশিল আসি॥ শুনি ধ্বনি

সুবদনী অথির হইয়া। বঁধুরে ভেটিতে যায় আপনারে দিয়া॥ রায় শেখর কহে এই কথা বটে। চল সবে যাই মোরা যমুনার তটে॥ ২ ॥

ভাবার্থ। সুবলের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে হঠাৎ রাধার কথা শ্রীকৃষ্ণের মনে পড়িল। কারণ, সুবলের মুখখানি শ্রীমতী রাধারাণীর মুখের অনুরূপ। ২

রাগিণী গৌরী—তাল তেওট

মোহন মুরলী রবে, আকুল করিল সবে, আর চিত ধরণে না যায়। চল চল বড়ি মাই, মথুরায় বিকে যাই, দান ছলে ভেটিব কানাই॥ চলু বৃষভানু নন্দিনী। আনন্দে আকুল চিত, অঙ্গ ভেল পুলকিত, শুনিয়া গোবিন্দ পথে দানী॥ সুবর্ণের ভাণ্ড ভরি, দধি ঘৃত ছানা পুরি, সারি সারি পশরা উপরে। তাহে উড়নী ভালি, বিচিত্র নেতের ফালী,. দাসী শিরে ঝলমল করে॥ গুরুয়া নিতম্ব ভরে, পা-খানি টলমল করে, যেন মদমত্ত করিণী। লোটন লোটায় পিঠে, কাঁকালি লুকায় মুঠে, তাহে শোভে বিচিত্র কিঙ্কিনী॥ মুখে চুয়াইছে ঘাম, যেন মুকতারি দাম, হেন বুঝি কুমুদের সখা। শীতল তরুর ছায়, রহিয়া রহিয়া যায়, যমুনা কিনারে দিল দেখা॥ নগর আছিল তথি, দেখিয়া সে কুলবতী, দান ছলে আগুলিলা আসি। দাস জগন্নাথ কয়, মুখ নিরখিয়া রয়, চকোরে মিলল যেন শশী॥ ৩ ॥

ভাবার্থ। বৃষভানু নন্দিনী—শ্রীমতী রাধারাণী। কুমুদের সখা—চন্দ্র। কাঁকলি—মাঝা—কটি। ৩

রাগিণী ধানসী—তাল দশকুশি

কোথা যাও গোয়ালিনী কোথা তোমার ঘর। কিসের পশরা দাসীর মাথার উপর ॥ দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল পশরা আমার। কে তুমি তোমার বোলে উলাব পশার ॥ ঘাটের ঘাটিয়াল আমি পথে মহাদানী। আজি দান দিতে হবে শুন বিনোদিনী ॥ ভরম লইয়া থাক না কহিও কথা। উচিত কহিলে মনে পাবে বড় ব্যথা ॥ ৪ ॥

অর্থ। পশরা—দোকান। উলাব—নামাব।৪

রাগিণী বরাড়ী—তাল দাসপাহিড়া

হেন রূপে কেন যাও মথুরার দিকে। বিষম রাজার ভয় ঠেকিবা বিপাকে ॥ দিনকর কিরণে মলিন মুখখানি। হেরিয়া হেরিয়া মোর বিকল পরাণী ॥ বসিয়া তরুর তলে করহ বিশ্রাম। শ্রম জল বিন্দু যেন মুকুতার দাম ॥ বংশীবদনে কহে শুনহে নাগর। বুঝিলাম তুমি বট রসের সাগর ॥ ৫ ॥

রাগিণী ধানসী—তাল ছোট দশকুশি

ওহে কানাই ঘনায়ে ঘনায়ে আইস কাছে। সোনার বরণ মোর, দেখি হইয়াছ ভোর, ভরমে পরশ কর পাছে ॥ আমরা ত কুলবতী, তুমি সে রাখাল জাতি, কি কহিতে কি কহ না জানি। বামনেতে চাঁদ যেন, ধরিতে করয়ে মন, সেই দেখি তোমার কাহিনী ॥ সঘনে ঢুলাও মাথা, শুনিয়া না শুন কথা, পসারি আসিছ দুটি বাহু।

না বুঝিয়া কর বল, পাইবা তাহার ফল, তখন কথা না শুনিবে কেহ ॥ শুনিয়া কহয়ে দানী, শুন শুন বিনোদিনী, না পারিবে আমারে বঞ্চিতে। বিকি না ছাড়িবে তুমি, আমি ত পথের দানী, নিতুই ঠেকিবে মোর হাতে ॥ ৬ ॥

রাগিণী ভাটিয়ারী—তাল মধ্যম দশকুশি

ছুওনা ছুওনা, নিলাজ কানাই, আমরা পরের নারী। পর পুরুষের পবন পরশে সচেলে সিনান করি ॥ গিরি গিয়া যদি, গৌরী আরাধহ, পান কর কনক ধূমে। কাম সাগরে, কামনা করহ, বেণী বদরিকাশ্রমে ॥ সূর্য্য উপরাগে, সহস্র সুন্দরী, ব্রাহ্মণে করহ সাথ। তবু হয় নয়, তোমার শকতি, রাই অঙ্গে দিতে হাত ॥ গোবিন্দ দাসের, বচন মানহ, না কর এমন ঢঙ্গ। যোই সো নাগরী, ও রসে আগরা, করহ তাকর সঙ্গ ॥ ৭ ॥

ভাবার্থ। সচেলে—বস্ত্র সহিতে। গৌরী আরাধহ—গৌরীর উপাসনা কর। কনকধূম—কঠোর তপস্যা। শ্রীমতী ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছেন 'হে দানি, আমায় ছুওনা, কারণ, আমি পরের নারী, তোমার এমন কি সাধনা আছে যাতে তুমি আমার অঙ্গস্পর্শ করিতে পার? তুমি পর্ব্বতে নির্জ্জন স্থানে বসিয়া গৌরী দেবীর যদি আরাধনা কর, আর যদি অগ্নির পাঁচটি শিখা, তাহার মধ্যের শিখার ধূম পান করিতে পার, সূর্য্যগ্রহণ কালে সহস্র সুন্দরী কন্যা ব্রাহ্মণকে দান করিতে পার, তবুও আমাকে পরশ করিবার ক্ষমতা তোমার হইবে না। ৭

রাগিণী ধানসী—তাল ধরা

তোঁহারি হৃদয়, বেণী বদরিকাশ্রম, উন্নত কুচগিরি জোর। সুন্দর বদন ছবি, কনক ধূম পিবি, ততহি তপত জীউ মোর ॥

সুন্দরী, তুহুক নিয়ড় অব ছোরি। গৌরী আরাধনে, কাহা চলি যাওব, তুহুঁ সে তিরিথময়ী গোরী॥ মৃগমদ বিন্দু সিন্দুর পরশন, এহি সূরযগ্রহ জান। তুয়া পদনখে, দ্বিজরাজহি সোপলু, সুন্দরী সহস্র পরাণ॥ কাম সাগরে হাম, সহজই নিমগন, কাম পূরবি তুহু রাই। শ্যামর বলি অব, চরণে না ঠেলবি, গোবিন্দ দাস মুখ চাই॥ ৮॥

ভাবার্থ। রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমতীর ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া বলিতেছেন যে, 'হে সুন্দরী, আমাকে অন্য কোথাও যাইতে হইবে না। এখানেই সকল রহিয়াছে। তোমার হৃদয়ই বদরিকাশ্রম। গিরিও রহিয়াছে, কনকধূম পান করাও কষ্টকর নয়। তোমার ললাটে সিন্দুর বিন্দুর সহিত মৃগমদ স্পর্শ হইয়াছে, এই ত সূর্য্য গ্রহণ হইয়াছে। আমাকে তোমরা বহুবল্লভ বল, অতএব আমি বহু রমণীর প্রাণ-স্বরূপ, তোমার পদ নখচন্দ্রে আমি আমাকে সমর্পণ করিলাম, আমাকে কালো বলিয়া চরণে ঠেলিও না, আমার কামনা তুমিই পূর্ণ করিবে। ৮

মিলন

মঙ্গল রাগিণী—তাল দাসপাহিড়া

রাধা মাধব নীপমূলে। কেলিকলা রস দান ছলে॥ দুহু দোঁহা দরশন নয়ন বিভঙ্গ। পুলকে পূরল তনু জর জর অঙ্গ॥ দূরে গেল সখীগণ সহিতে বড়াই। নিভৃত নীপমূলে লুটই রাই॥ দুহুঁ দোহো হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর। চাঁদ মিলল জনু লুবধ চকোর॥ দুহু জন হৃদয়ে মদন পরকাশ। গোবিন্দ দাস হেরি বাড়ল উল্লাস॥ ৯॥

ভাবার্থ। শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণের মনের ভাব বুঝিয়া বড়াই বুড়ি সখীগণ লইয়া দূরে পলায়ন করিলেন। শুধু রাধাকৃষ্ণ দুইজনে নীপমূলে বসিয়া রহিলেন। ৯

পুনশ্চ দানলীলা

গৌরচন্দ্র

রাগিণী বেলোয়ার—সমতাল

সঙরি পূরব লীলা ত্রিভঙ্গ হইয়া। মোহন মুরলী গোরা অধরে লইয়া॥ মুরলীর রন্ধ্রে ফুক্ দিয়া গোরাচাঁদ। অঙ্গুলি লোলাঞা করে সুললিত গান॥ নগরের লোক যত শুনিয়া মোহিত। সুরধনী তীরে তরুলতা পুলকিত॥ ভুবন মোহিল গোরার মুরলীর স্বরে। বাসুদেব ঘোষ ইথে কি বলিতে পারে॥১॥

শ্রীমতী রাধারাণীর অভিসার

রাগিণী মাথুর—তাল তেওট

সকালে গোধন লইয়া, গোঠে গেল বিনোদিয়া, দিয়া শিঙ্গা বেণুর নিশান। গুরুজন আঙ্গিনাতে, না পারিনু বাহিরিতে, না হেরিনু সে চাঁদ বয়ান॥ কোন পথে গেল শ্যাম রায়। যে মোর হরিছে মন, প্রাণ করে উচাটন, চাঁদ মুখ দেখিলে জুড়ায়॥ যশোমতি নন্দঘোষ, তাহারে কি দিব দোষ, গোকুলে গোধন হইল কাল। আমা সবার প্রাণধন, গোকুলের জীবন, গোঠে গেল মদন গোপাল॥ চল যাই সেই পথে, পশরা লইয়া মাথে, যেখানে

আছেন শ্যামরায়। যদুনাথ দাস কয়, বিলম্ব নাহিক সয়, তুরিতে গমন কর তায় ॥ ২ ॥

ভাবার্থ। শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী দুঃখ করিয়া বলিতেছেন যে, প্রাতে গোধন লইয়া আমার প্রাণবল্লভ গোঠে গেল। কিন্তু গুরুজন আঙ্গিনায় থাকাতে চাঁদ মুখ দেখিতে পারিলাম না। সখী যে পথে বঁধু গিয়াছেন চল সেই পথে আমরা যাইয়া তাহার সহিত মিলিত হই। তখনি পশরা সাজাইয়া বিকির ছলে বাহির হইলেন। ২

রাগিণী ধানশী—তাল দোঠুকি

চলে রাজপথে, রাই সুনাগরী, ন্যাস বেশ করি অঙ্গে। ঘৃত দধি দুগ্ধে, সাজাইয়া পশরা, প্রিয়সহচরী সঙ্গে ॥ পাটের যাদে, বাঁধিয়া কবরী, বেড়িয়া মালতী মালে। সিথায় সিন্দূর, নয়নে কাজর, অলকা তিলকা ভালে ॥ চরণ কমলে, রাতুল আলতা, বাজন নূপুর বাজে ॥ গোবিন্দ দাস ভণে, ওরূপ যৌবনে, জিতল নিকুঞ্জ রাজে ॥ ৩ ॥

মুরলী পাচনী বাঁধা কদম ডালে থুঞে। দানী হইয়া দাঁড়াইলা ত্রিভঙ্গ হইয়ে ॥ পাতিয়া মঙ্গলঘট কানু হইল দানী। পথ নিরখিয়া রহে রাখাল শিরোমণি ॥ শিরে চূড়া ময়ূর পাখা বনমালা গলে। নবীন মেঘের ঘটা কদম্বের মূলে ॥ মন হরষিত কালা চারিদিকে চায়। খঞ্জন গঞ্জন আঁখি সঘনে ঢুলায় ॥ গোবিন্দ দাস কহে বলিহারি যাই। হইল তরুণ দানী বিনোদ কানাই ॥ ৪ ॥

ভাবার্থ। বাধা—কাষ্ঠ-পাদুকা। খঞ্জন—এক প্রকার পাখী সর্ব্বদা নৃত্য করে। রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীমতী রাধারাণীকে রাজপথে দেখিয়া, অমনি বাঁশী, খড়ম, পাচনী কদম ডালে রাখিয়া একটি ঘট স্থাপন করিয়া দানী সেজে বসিলেন। ৩

রাগিণী ভূপালী মিশ্র—একতালা

আইস ব'স তরু মূলে শশীমুখি রাই। তোমার বদন শোভায় বলিহারি যাই॥ ঢল ঢল কষিল কাঞ্চন তনু গৌরী। ধরণী পড়িছে নব যৌবন হিলোরী॥ বদন শারদ সুধানিধি অকলঙ্ক। মনমথ মথন অলপ দিঠি বঙ্ক॥ আলো রাই কি বলিব আর। ভুবনে দিবার নাহি তুলনা তোমার॥ কুটিল কুন্তল বেড়ি কুসুমেরি জাদ। সুরঙ্গ সিন্দূর সিথে বর পরমাদ॥ উনত উজোর কিবা কনক মহেশ। মুঠে ধরিয়ে কিবা ক্ষীণ কটি দেশ॥ উলটি কদলী তরু গুরুয়া নিতম্ব। জ্ঞান দাসের পহু জীউ অবলম্ব॥ ৫॥

ভাবার্থ। উজোর—উজ্জ্বল। কনক মহেশ…সোনার শিব (স্তন যুগলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে)। কুটিল কুন্তল—কোঁকড়ান কেশ। মনমথ—মদন। মথন—দলন, নির্য্যাতনকারী। শারদ সুধানিধি—শরৎকালের চন্দ্র। ৫

রাগিণী ধানশী—তাল দাশপাহিড়া

পথ ছাড় ওহে কানাই কিবা রঙ্গ কর। যার বাতাস নিতে না পাও তার করে ধর॥ এখনি মরণ হউক এই ছিল কপালে। বৃষভানু সুতা তনু ছুইবে রাখালে॥ একে ত তোমারে ভালবাসে কংসাসুর। ঐ বোল শুনিলে হবে দেশ হইতে দূর॥ কে তোমায় করিল দানী ফেল দেখি পাটা। তুমি হে নূতন দানী আমরা নহি ঝুটা॥ থাকিবা খাইবা যদি যমুনার পানি। গোপীগণে না ছুইও না

হইও দানী ॥ যদুনাথ কহে যদি ভাল সে চাহিবে। আর কভু গোপীগণ কাছে না আসিবে ॥ ৬ ॥

রাগিণী শ্রী—তাল দোঠুকি

কোন গুণে বিধি তোমায় দানী করেছে।
রূপেতে ভ্রমরা, গুণে ননীচোরা, ধনেতে ধবলী বসতি গাছে। জাতিতে গোয়াল, রাখ ধেনুর পাল, স্বভাব রাখাল কভু না ঘুচে ॥ বনে বনে ধাও, ধবলী চরাও, আপনি রাজা হও রাখাল মাঝে। হইয়া বামন, হেন কর মন, হাত বাড়াও যে সোনার গাছে ॥ আছে কংসরাজা, আমরা তার প্রজা, নাগরালী তোমার ভাঙ্গিব পাছে। কহে বটু দাস, মনে অভিলাষ, বিকাইব তোমার চরণ পাশে ॥ ৭ ॥

ভাবার্থ। তোমার কি গুণ আছে যে বিধি তোমায় দানী করিয়াছে। তোমার ধন নাই, রূপ নাই, তুমি রাখাল, তোমার কি গুণ আছে। ইত্যাদি—৭

রাগিণী ধানশী—তাল দাশপাহিড়া

ভালাই লইয়া যাও গোঠে।
তোমার কুরীতিনীতি, কহিতে লাগয়ে ভীতি, কতই কতই মনে উঠে ॥ তুমি ত রাজার পো, ধনে কেন মোহ, বিভা দিতে বল তোমার তাতে। বামন হইয়া কেন, ঘনায়ে ঘনায়ে এস, চাঁদ কি নাগাল পাবে হাতে ॥ শুনেছি লোকের ঠাঁই, ঘোষের কিছু সাধ্য নাই, ব্রজপুরে বধূ না মিলিল। বসন হরণ কথা, শুনি

সবে পায় ব্যথা, তেই কন্যা তোমায় না দিল ॥ সে দুঃখে দুঃখিত হয়ে, বেড়াও রমণী চেয়ে, গোধন চরাবার ছলা করি। আমরা তেমন নই, তোমার কিছু বাধ্য নই, হেথা না করিও ভারিভুরি ॥ যশোদা তোমার মা, তার মুখে নাহি রা, নন্দ ঘোষ অকলঙ্ক নিধি। জনমিয়া তার বংশে, ভয় করনা রাজা কংসে, বিবাদে লেগেছে তোমার বিধি ॥ কুটিল নয়ন শরে, জগজনার মন হরে, তাতে কিছু মোরা না ডরাই। শ্রীরাধার চরণ বলে; সব রাখি করতলে, এ দাস গোবিন্দ জান নাই ॥ ৮ ॥

ভাবার্থ। শ্রীমতীর সঙ্গিনী সকল শ্রীকৃষ্ণকে ব্যঙ্গ করিতেছেন। ধেনু লইয়া এখন গোঠে যাও। তোমার বিদ্যা আমরা জানি। শ্রীনন্দঘোষ ব্রজ মাঝে তোমার জন্য একটি বধূ মিলাইতে পারে নাই। কারণ, বসন চুরির কথা শ্রবণ করিয়া কেউ কন্যা দিতে রাজী হইল না। তাই পরের রমণী খুঁজিয়া বেড়াও। এখানে কোন গোলমাল করিও না। তোমার নয়নবাণকে আমরা ভ্রূক্ষেপ করি না। আমরা শ্রীমতী রাধারাণীর দাসী—ইত্যাদি—

সখীদের উক্তিতে রসিক নাগর বড়ই লজ্জা বোধ করিয়া নতমস্তকে বক্রদৃষ্টিতে শ্রীমতীর মুখের পানে চাহিতেছিলেন। দেখিয়া শ্রীমতী অধৈর্য্য হইলেন ও বলিলেন। ৮

রাগিণী গৌরী—তাল দাশপাহিড়া

(তোমরা কেউ কিছু বোলোনাগো)

ঘামিয়াছে চাঁদ মুখখানি।

দে দে পশরা আনি, যার লাগি এ বেচা কিনি, সেই খাউক ক্ষীর সর নবনী। এত বলি মনের সুখে, তুলে দিল চাঁদ মুখে, সখী

দিল রাধার বদনে। ভোজন হইল যবে, আচমন কৈল তবে, প্রসাদ পাইল জনে জনে ॥ আর আমি ফিরিয়া ঘরে, যাব নারে একেবারে, অঙ্গের ভূষণ নেরে খুলে। সাজায়ে দে শ্যামদাসী, যাহা আমি ভালবাসি, রয়ে গেলাম এই তরু তলে ॥ ঘরে গিয়া ইহাই ব'লো, দানঘাটে রাই বিকালো, যার রাই হইল তাহার। রাধা নামে গায় যেন, তিলাঞ্জলি দেয় যেন, নিরমল জলে যমুনার ॥ এত বলি মনের সুখে, দোঁহে হেরে দোঁহার মুখে, আনন্দ সাগরে দুহুঁ ভাসে। দুঁহু রূপ মাধুরী, দেখিয়া নয়ন ভরি, গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে ॥ ৯ ॥

ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণের নম্রভাব দেখিয়া বিনোদিনী সখীগণকে বলিতেছেন। ঐ দেখ সখী, আমার প্রাণ বঁধুর চাঁদ মুখ ঘামিয়াছে, আর কিছু ব'লো না। এখন পশরাতে যাহা আছে আনিয়া বঁধুর মুখে দাও। ইত্যাদি—৯

অথ নৌকাবিহার

গৌরচন্দ্র

রাগিণী সুহই—জোত সোমতাল

না জানিযে গোরাচাঁদের কোন ভাব মনে। সুরধনী তীরে গেলা সহচর সনে॥ প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া। নৌকায় চড়িল গোরা প্রেমাবেশ হইয়া॥ আপনি কাণ্ডারী হয়ে বায় নৌকাখানি। ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি॥ পারিষদগণ সবে হরি হরি বলে। পূরব সোঙরি কেহ ভাসে প্রেমজলে॥ গদাধর মুখ হেরি মৃদু মৃদু হাসে। বাসুদেব ঘোষ কহে মনের উল্লাসে॥ ১॥

ভাবার্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভু আজ বৃন্দাবনে শ্রীযমুনায় নৌকাবিহারের ভাবে বিভাবিত হইয়া গদাধর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সঙ্গে সুরধনীতে যাইয়া নিজেই কাণ্ডারী হইয়া নৌকা বাহিতে লাগিলেন। ভক্তগণ পূর্ব্বভাবে ডুবিল ডুবিল বলিয়া নৌকার জল সেচিতে লাগিলেন। পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ এই লীলা দর্শন করিয়া মনের উল্লাসে বলিতেছেন। ১

রাগিণী আড়ানা সুহই—তাল লোফা

সখাগণ সঙ্গ, ছাড়ি যদুনন্দন, চলতহি নাগর রাজ। ভাবিনী মনোরথে, চলল বিপিন পথে, সাধিতে মনোরথ কাজে॥ চতুর শিরোমণি কান। হেরি যমুনা জল, মনমথ উথলল, পূরল মুরলী

নিশান ॥ সিরজিলা তরীখানি, প্রবাল মুকুতা আনি, মাঝে মাঝে হীরার গাঁথনি। শিখিপুচ্ছ গুঞ্জাছড়া, রজত কাঞ্চনে মোড়া, কেরোয়ালে রজত কিঙ্কিণী ॥ তপন-তনয়া-তীরে, তরুণী লইয়া ফিরে, বিদগধ নাগর রাজ। গোবিন্দ দাস ভণে, কি আনন্দ হইল মনে, রুণু ঝুনু নূপুর বাজ ॥ ২ ॥

ভাবার্থ। রসিকেন্দ্র চূড়ামণি সখাগণ সঙ্গ ছাড়িয়া একাকী যমুনার তীরে উপনীত হইলেন। শ্রীযমুনার পানে চাহিয়া নৌকা বিহারের বাসনা হইল। তৎক্ষণাৎ একখানা মনোরম নৌকা সৃজন করিয়া তাহাতে চাপিয়া বসিলেন। নৌকাখানি কেবল রজত (রূপা) সোণার দ্বারা মোড়াও হইল, প্রবাল-মুক্তা দ্বারা নৌকার মধ্যভাগ মণ্ডিত করিলেন। এই প্রকার নৌকায় আরোহণ করিয়া যমুনাতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ও বংশীধ্বনি দ্বারা শ্রীমতীকে আকর্ষণ করিলেন। পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস শ্রীগোবিন্দের এই লীলা দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন। ২

তাল একতাল—ধ্রুকলিতে তাল দোঠুকি

মাথায় পসরা করি, ধায় রাধা সুন্দরী, গোপনারীগণ সঙ্গে। যমুনার ঘাটে যাইয়া, নবান নাইয়া দেখিয়া, ধনী ডাকয়ে মনোরঙ্গে ॥ বড়াই ঐকি ঘাটের নেয়ে। কোথা হতে আসি, দিল দরশন, এ হেন বিনোদ নেয়ে ॥ রজত কাঞ্চনে, নাখানি সাজত, বাজত কিঙ্কিণী জাল। অপরূপ তাতে, শোভে রাঙ্গা হাতে, মণি বাঁধা কেরোয়াল ॥ রতনের ফালি, শিরে ঝলমলি, কদম্ব পল্লব কাণে। জঠর বসনে, বাঁশীটি গুজেছে, শোভে নানা আভরণে ॥ হাসিতে হাসিতে, গীত আলাপিছে, দোলাইছে রাঙ্গা আঁখি। চড়াইয়া নায়, না জানি কি চায়, এ হেন চঞ্চল দেখি ॥ তোমরা কহিও,

রাজার যোগানী, বুকে না হেলিও কেহু। কহে জগন্নাথ, শশী ষোল কলা, পেলে কি ছাড়য়ে রাহু ॥ ৩ ॥

রাগিণী গৌরী—তাল দাসপাহিড়া

ধনি, তোমরা কেগো খঞ্জন নয়নী। ধ্রু।

এ হেন শুন্দর বেশে, যাইতেছ কোন দেশে, স্বরূপে বলনা কথা শুনি ॥ যে হই সে হই মোরা, তরণী আনহ ত্বরা, কাজে কাজে জানিবে এখনি। তোমরা ডাকিছ সুখে, তরণী পড়েছে পাকে, আপনা সামালি আগে আনি ॥ আমরা গোপের নারী, যাইব মথুরাপুরী, বেচিবারে ঘৃত দধি ঘোল। জগন্নাথ দাসের বাণী, কি বোল বলিব আমি, মিছে কাজে কেন কর রোল।

ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমতী রাধারাণী ও তাহার সঙ্গিনীদের দর্শন করিয়া যেন চিনেন না এইভাবে বলিতেছেন। তোমরা কে, কোথায় যাইবে ইত্যাদি। শ্রীমতী বলিতেছেন মিছে গোল করিও না। আমরা মথুরায় যাইব দধি দুগ্ধ বিক্রয় করিতে। তোমার এত খবরে কাজ কি ইত্যাদি···

রাগিণী সুহই—তাল একতালা

গোপীদের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র (নাবিক) বলিতেছেন।

আমার এ সুন্দর না, যেবা আসি দিবে পা, হাসিয়া গণয়ে ষোল পণা। এ তব নিতম্ব কুচ, অতি গুরুতর উচ, এক নায়ে ভরা তিনজনা ॥ লাখের পসরা তোর, নায়ে পার হবে মোর, ইহাতে পাইব আমি কি। এখনি বুঝিয়া বল, পাছে যেন না হয় কল, এই জীবিকায় আমি জী ॥ শুন বিনোদিনী রাই, আগে দেও কিছু

খাই, না' বাহিতে গায়ে হউক বল। এ দ্বিজ মাধবে কয়, রসিক অতিশয়, পাছে মিছে হইবে সকল ॥ ৫ ॥

ভাবার্থ। নাবিক রূপে কৃষ্ণচন্দ্র বলিতেছেন—আমাকে কি দিবে আগে বল, পাছে যেন গোলমাল না হয়। দেখিতে আমার না'খানি কেমন সুন্দর। আর এক কথা আগে কিছু দাও, খাইলে পরেই নৌকা বাহিতে শক্তি হইবে ইত্যাদি। ৫

রাগিণী ধানশী—তাল বৈঠক

ললিতা সখী, মুচকি হাসি, কহিছে নাইয়ার ঠাঁই। কহনা কেনে, তোমরা নেয়ে, কত কি বেতন চাই॥ আমরা হইয়ে, রাজার ঝিয়ারী, জাতি মর্য্যাদা পাই। ঝাড়িলে হাত, হবে কৃতার্থ, কিসের কাতর রাই॥ এই যে ধনী, বদন খানি, অমনি করিব পার। বালাই লয়ে, যাই মরিয়ে, পরাণ উপরে ধার॥ কহয়ে রঙ্গিণী, শুনহে নেইয়া, তোমার নাহিক বোধ। উহার চরণে, তোমার পরাণে, দিলে কি হইবে শোধ॥ শুনিয়া এ বোল, করে খল খল, রাইবিনোদিনী হিয়া। কইয়ে মাধব, খেয়ারীর মন, তোষহ বচন দিয়া॥ ৬॥

রাগিণী বাল-ধানশ্রী—তাল ছোট দশকুশি

পহিলে চড়িল ধনী নায়। ধ্রু

কনক কমল দল, তলেতে বিছাই, সুখে বৈঠল ধনী রাই॥ বামেতে ঘুমুটা টানি, দক্ষিণে পসরাখানি, বৈঠল কানু করি পিঠ। স্বর্ণ আভরণ তায়, ঝলকত গোরাগায়, কানু হেরত ঘন দিঠ॥ রাধার

বদন হেরি, অধীর হইলা হরি, মনমাহা করে ওর আশ। কেরোয়াল খসি পরে, নৌকা বাহিতে নারে, উল্লসিত গোবিন্দ দাস ॥ ৭ ॥

রাগিণী মাথুর—তাল তেওট

রাই কানু যমুনার মাঝে। ধ্রু

ফিরয়ে তরণী, জলের ঘুরণী, দূরে গেল কুল লাজে ॥ কুম্ভীর মকর, মীন উঠত, সঘনে বদন তুলি। হরিষে যমুনা, উথলে দ্বিগুণা, রাই কানু রূপে ভুলি ॥ কহয়ে ললিতা, হয়ে সচকিতা, শুনলো মুখরা বুড়ী। তোমারি কথায়, চড়ি ভাঙ্গা নায়, পরাণ সহিত মরি ॥ মুখরা কহয়ে, যা মাগে কাণ্ডারী, তাহাই করহ দান। এ ভাঙ্গা তরণী, পার হবে এখনি, কেন বা যাইবে প্রাণ ॥ এ সব বচন, শুনিয়া কাণ্ডারী, কহয়ে ললিতা পাশে। তোমার সখীর পরশ মাগিয়ে, বংশী শুনিয়া হাসে ॥ ৮ ॥

শ্রীযমুনার তরঙ্গ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন

রাগিণী সুহই—তাল ছোট একতালী

করে তুলি ফেল বারি, ডুবিল ডুবিল তরী, কেরুয়াল খসি পৈল জলে। পবনে পাতিল ঝড়, তরঙ্গ হইল বড়, বুঝি আজি কি আছে কপালে ॥ এই কুল ওই কুল, দুই কূল নিরাকুল, তরঙ্গে তরণী স্থির নয়। আমি কি করিব বল, উথলে যমুনাজল, কাণ্ডার করেতে নাহি রয় ॥ এত দিন নাহি জানি, লোক মুখে

নাহি শুনি, যুবতী যৌবন এত ভারী। নিজ অঙ্গ বাস ছাড়, যৌবন পাতলা কর, তবে ত বাহিয়া যেতে পারি ॥ খাওয়াইয়া ক্ষীর সরে, কি গুণ করিলা মোরে, আঁখি আর পালটিতে নারি। আঁখি রইল মুখ চাই, জল না দেখিতে পাই, তোমরা হইলে প্রাণের বৈরী ॥ কেমনে বাহিয়া যাব, কিনারা কেমনে পাব, ভাবিয়া গণিয়া পাছে মরি। জ্ঞানদাসেতে কয়, কি হলো বিষম দায়, মধ্য দরিয়ায় ডুবে তরী ॥ ৯ ॥

ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, এই দেখ যমুনার জল নৌকাতে উঠিতেছে। শীঘ্র হাতে করিয়া জল সিঞ্চন কর, নৈলে তরী ডুবিয়া যাইবে। পবন প্রবল, দু'কূল যেন নিরাকার হইয়াছে। জল দেখিতে পাই না। নিজ নিজ অঙ্গবসন পরিত্যাগ কর এবং যৌবনও হালকা কর, তবে যদি নৌকা বাহিতে পারি। তোমরা ক্ষীর সর খাওয়াইয়া কি গুণ করিয়াছ। চক্ষু তোমাদের মুখ চাহিয়া আছে, বল আমি কি করিব। ৯

রাগিণী পঠমচন্দরী—তাল দাশপাহিড়া

এ নব নাবিক শ্যামর চন্দ। কৈছন তোহার হৃদয় অনুবন্ধ ॥ তুহা বোলে গোরস যমুনাহি ডাড়। ছাড়িনু কাচুলী ডারিনু হার ॥ কর অবসর নাহি সিঞ্চইতে নীর। এতক্ষণ অবহু না পাওল তীর ॥ হাম নিরস তুঁহু হাসি উতরোল। কেউ জীউ তেজই কেহ হরি বোল ॥ এত দিনে কুলবতীর কুলে পড়ুক বাজ। চড়িয়া ইহার নায়ে দূরে গেল লাজ ॥ উতরিলে পারে যো তুঁহু মাগ। কাহু সঞে মাগি ধরিব তুয়া আগ ॥ গোবিন্দ দাস কহু সময়ক কাজ। নাবিক বেতন নায়িকা মাঝ ॥ ১০ ॥

রাগিণী ধানশী—তাল দোঠুকি

যতই তরণী টলমল করে। রাই কাঁপই থরহরি ডরে॥ কেন বা আইলাম আপনা খেয়ে। আসি প্রাণে মৈলাম নূতন নেয়ে॥ মধ্য দরিয়াতে আইল না'। দেওয়া আসি পাতিল বিষম বা'॥ দূরে গেল কাচুলী ভূষণ সকল। ডালাভরি বালা সেচহ জল॥ ডুবিল ডুবিল ছলনা করি। উচ্চ স্বরে কহিছে শ্রীহরি॥ তরাসে কিশোরী, দুবাহু পসারি, ধরিল শ্যামের গলে। রসিক মুরারি, রাই কোলে করি, ঝাঁপ দিয়া পড়ে জলে॥ কানু মরকত তরণী হয়ে। ভাসয়ে নাগর রমণী লয়ে॥ উলট কনক, কমল মুখী। তা দেখি নাগর কত না সুখী॥ পিঠের উপরে ভাসিছে বেণী। হেম পিঠে যেন দুলিছে ফণী॥ ভাসিয়া ভাসিয়া, লাগিল আসিয়া, নিভৃতে নিকুঞ্জ বনে। যেবা মনে ছিল, বিধি মিলাইল, দাস জগন্নাথ ভণে॥ ১১॥

ভাবার্থ। কাচুলী—বক্ষস্থলের বন্ধনী। মরকত মণি—নীলকান্তমণি—কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি। রসিকেন্দ্র চূড়ামণি নৌকা ডুবিল বলিয়া ছলনা করিতেছিলেন ও নৌকা দোলাইতেছিলেন, কিন্তু শ্রীমতী রাধারাণী ভীতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই চাহিতেছিলেন। অমনি নৌকা হইতে জলে পতিত হইলেন। শ্রীরাধাকে বক্ষস্থলে লইয়া ভাসিতে লাগিলেন। ভাসিতে ভাসিতে নিভৃত নিকুঞ্জ কাননের নিকট তীরে উঠিলেন। উভয়ের মনোবাসনা পূর্ণ হইল। ১১

উত্তর গোষ্ঠ (ফিরা গোষ্ঠ)

গৌরচন্দ্র

তাল—সমতাল

সুরধুনী তীরে আজি গৌর কিশোর। সহচরগণ মেলি আনন্দে বিভোর ॥ খেলায় বিনোদ খেলা গোরা বনমালী। পুলিন বিহার করে ভকত-মণ্ডলী ॥ দিবা অবসান দেখি ঘরেতে চলিল। জননী-চরণে আসি প্রণাম করিল ॥ ধূলায় ধূসর অঙ্গ গদ গদ ভাষ। এ রাধা-মোহন তহি পদ করু আশ ॥ ১ ॥

ভাবার্থ। গৌরসুন্দর আজ শ্রীকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত হইয়া সুরধুনীর তীরে সহচর সঙ্গে খেলা করিতেছিলেন, কিন্তু দিবা অবসান দেখিয়া ঘরে ফিরিয়া মায়ের পায়ে আসিয়া প্রণাম করিলেন। গৌর অঙ্গ ধূলায় ধূসর। ঠাকুর রাধামোহন ঐ পাদপদ্ম দুখানির আশা করেন। ১

তাল—বড় দশপাহিড়া

পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেও শিঙ্গায়। সঘনে বিষম খাই নাম করে মায় ॥ আজু মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া। হেন বুঝি কান্দে মাতা পথ পানে চাইয়া ॥ বেলি অবসান হ'লো চল যাই ঘরে। মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে ॥ বলরাম দাস কহে শুনি কানাইর বোল। সকল রাখাল মাঝে পরে উতরোল ॥ ২ ॥

ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আর বেলা নাই, এখন পাল জড় কর; শিঙ্গা বাজাইয়া সকল ধেনু একত্র কর। মা নিশ্চয়ই নাম করিতেছেন নইলে বিষম খাইব কেন। ইত্যাদি॰ ২

তাল দশকুশি

চাঁদ মুখে বেণু দিয়া, সব ধেনুর নাম লইয়া, ডাকিতে লাগিল উচ্চ স্বরে। শুনিয়া কানাইয়ের বেণু, ঊর্দ্ধ মুখে ধায় ধেনু, পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥ অবসান বেণুরব, বুঝিয়া রাখাল সব, আসিয়া মিলিল নিজ সুখে। যে বনে যে ধেনু ছিল, ফিরাইয়া একত্র কৈল, চালাইল গোকুলের মুখে॥ শ্বেত কান্তি অনুপাম, আগে ধায় বলরাম, আর শিশু চলে ডাইনে বামে। শ্রীদাম সুদাম পাছে, ভাল শোভা করিয়াছে, তার মাঝে নবঘনশ্যামে॥ ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু, গগনে গোখুর-রেণু, পথে চলে করি কত ভঙ্গে। যতেক রাখালগণ, আবা আবা ঘন ঘন, বলরাম দাস চলু সঙ্গে॥ ৩॥

রাগিণী গৌরী—তাল তেওট

বন সঞে আওত নন্দদুলাল।

গোধূলী ধূসর, শ্যাম কলেবর, আজানুলম্বিত বনমাল॥ ঘন ঘন শিঙ্গা, বেণু রব শুনইতে, ব্রজবাসিগণ ধায়। মঙ্গল থারি 'পরে, বধূগণ দীপ করে, মন্দির দ্বারে দাঁড়ায়॥ পীতাম্বর ধর, মুখ জিনি বিধুবর, নব মঞ্জরী অবতংস। চূড়া ময়ূর, শিখণ্ডক মানত, বাজই

মোহন বংশ ॥ ব্রজবাসিগণ, বাল বৃদ্ধ জন, অনিমিখে মুখশশী হেরি। ভুখিল চকোর, চাঁদ জনু পাওল, মন্দিরে নাচয়ে ঘেরি ॥ গোপগণ সবহুঁ, গোঠে পরবেশল, মন্দিরে চলু নন্দলাল। আকুল পন্থে, যশোমতী ধাওল, মোহন ভণিত রসাল ॥ ৪ ॥

রাগিণী গৌরী—তাল দাসপাহিড়া

নন্দ-দুলাল বাছা যশোদা-দুলাল। এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল ॥ রতন প্রদীপ লইয়া আইলা নন্দরাণী। গদ গদ কণ্ঠ না নিকসয়ে বাণী ॥ নেতের অঞ্চলে রাণী মুছিল হাত পা। তোমার বালাই লইয়া মরে যাউক মা ॥ কহে বলরাম নন্দরাণী কুতূহলে। কত লক্ষ চুম্ব দেই বদন কমলে ॥ ৫ ॥

আরতি

তাল লোফা

আরতি করে নন্দরাণী বালক মুখ হেরি। গায়ত নব নাগরী-গণ রাখাল সব ঘেরি ॥ রম্ভা ফল ঘৃত প্রদীপ পুষ্প রচিত থারি। সুন্দরীগণ উলত দেই শিশুগণ করতারি ॥ রাখি শিঙ্গা বেণু যশোদা মাই কোলে নিল দোন ভাই। সকল শিশুর চাঁদ মুখ তুলি যশোমতী চুম্ব খাই ॥ আনন্দে উথলে রোহিণী মাই রামকৃষ্ণ চাই। মঙ্গল পুছত নন্দঘোষ জগদানন্দ গাই ॥ ৬ ॥

ভাবার্থ। নন্দরাণী রামকৃষ্ণকে মঙ্গল আরতি করতঃ গৃহে তুলিয়া লইলেন। যত সুন্দরীগণ উলুধ্বনি দ্বারা মঙ্গল ঘোষণা করিলেন। মাতা যশোমতী সকল রাখাল-শিশুর মুখে চুম্ব দিলেন ও শিঙ্গা বেণু তুলিয়া রাখিলেন। ৬

তাল ছোট দশকুশি

রাণী ভাসে আনন্দ-সাগরে।

বামে বসাইল শ্যাম, দক্ষিণে বসাই রাম, চুম্ব দেই মুখ সুধা-করে॥ ক্ষীর ননী ছানা সর, আনিয়াছে থরে থর, আগে দেই রামের বদনে। পাছে কানাইয়ের মুখে, দেয় রাণী মহাসুখে, নিরখয়ে চাঁদ মুখপানে॥ গোপের রমণী যত, চৌদিকে শত শত, মুখ হেরি লহুঁ লহুঁ বলে। মাতা যশোমতী মেলি, মঙ্গল হুলা-হুলী, আরতি করয়ে কুতূহলে॥ জ্বালিয়া রতন বাতি, করে সবে আরতি, হরষিত যশোমতী মাই। কহে বলরাম দাসে, আনন্দ সাগরে ভাসে, দুহুঁ রূপে বলিহারি যাই॥ ৭॥

ভাবার্থ। মাতা নন্দরাণী দক্ষিণে বলরাম ও বামদিকে কৃষ্ণকে বসাইলেন, এবং অগ্রে খাদ্যদ্রব্য বলরামের মুখে দিলেন। কারণ, বলরাম জ্যেষ্ঠ। রত্ন-প্রদীপ জ্বালিয়া হুলুধ্বনি দ্বারা অন্তকার মঙ্গল কার্য্য সমাপন করিলেন। ৭

বাসকসজ্জা

গৌরচন্দ্র

রাগিণী ভূপালী—তাল বড় দশকুশি

সুরধুনী তীরে নব ভাণ্ডীরের তলে। বসিয়াছে গোরাচাঁদ নিজগণ মেলে ॥ রজনী কৌমুদী আর হিম ঋতু তায়। হিমসহ পবন বহয়ে মৃদু বায় ॥ তাহে রচয়ে পহুঁ ললিত শয়নে। হেরয়ে ঘন ঘন চকিত নয়ানে ॥ আপন অঙ্গের ছায়া দেখিয়া উঠয়ে। বাসকসজ্জার ভাব জ্ঞানদাস কহে ॥ ১ ॥

ভাবার্থ। সুরধুনী···গঙ্গা। ভাণ্ডীর···বটবৃক্ষ। কৌমুদী·····জ্যোৎস্না।১

আদৌ সঙ্কেত

রাগিণী ধানশী—তাল লোফা

একদিন বর, নাগর শেখর, কদম্ব তরুয়া তলে। বৃষভানু সুতে, সখীগণ সাথে, যাইতে যমুনা জলে ॥ রসের শেখর, নাগর চতুর, উপনীত সেই পথে। শির পরশিয়া, বচনের ছলে, সঙ্কেত করল তাতে ॥ গোধন চালাইয়া, শিশুগণ লইয়া, গমন করিলা ব্রজে। নীর ভরি কুম্ভে, সখীগণ সঙ্গে, রাই আইল গৃহ মাঝে ॥ কহে চণ্ডিদাসে, বাশুলি আদেশে, শুনল রাজার ঝিয়ে। তোমা অনুগত, বন্ধুর সঙ্কেত, না ছাড়ে আপন হিয়ে ॥ ২ ॥

ভাবার্থ। একদিন শ্রীবৃষভানুসুতা যমুনায় যাইতেছিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রও রাখালগণ সঙ্গে গোষ্ঠে যাইতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আপন শির স্পর্শ করিয়া

চলিয়া গেলেন, অর্থাৎ কেশ স্পর্শ করিলেন। এই সঙ্কেতে একমাত্র শ্রীমতী বুঝিলেন যে অদ্য রজনীতে কেশর-কুঞ্জে তিনি মিলিত হইবেন। ২

অভিসারিকা

রাগিণী মঙ্গল—তাল একতালী

ঐছন সঙ্কেত ভাবিয়া রাই। সব সখীগণ বদন চাই॥ আবেশে কহত মনের কথা। কতহুঁ হরিষ বিষাদ ব্যথা॥ সঙ্কেত করিল নাগর রায়। কি করিব সখী কহ উপায়॥ গুরু দুরুজন বঞ্চনা করি। কেমনে যাইব রহিতে নারি॥ এতেক ভাবিয়া চলিলা ধনী। যতহু বিঘিনী কিছু না মানি॥ সখীগণ মেলি সঙ্কেত গেহে। চলিল তরুণী রমণ কহে॥ ৩॥

রাগিণী ভূপালী—তাল দাসপাহিরা

চাঁদ বদনী ধনী চলু অভিসার। নব নব রঙ্গিণী রসের পাথার॥ কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ। মালতী মাল হিয়ে বনি সাজ॥ চাঁদনী রজনী কিরণ বন মাহ। হাসিতে কুন্দ কুসুম গলি যাহ॥ মোতিম হার করে কঙ্কণ সাজ। ঐছনে আওল কুঞ্জক মাঝ॥ বৈঠল হৃদয়ে আরতি বলবন্ত। শ্যাম পাশে চলু দাস অনন্ত॥ ৪॥

ভাবার্থ। বসন্তকাল শুক্লপক্ষ রজনী, তদুচিত বেশভূষা করিয়া কর্পূর, চন্দন ইত্যাদি ধবল পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কেশর-কুঞ্জে যাইয়া বসিলেন। ৪

বাসকসজ্জা রচনা

রাগিণী কামোদ—তাল দশকুশি

সুবাসিত বারি, কপূরিত তাম্বুল, কুসুমিত মদন শয়ান। উজোর

করিছে দীপ, সমীপহি জারহ, বিরচত চারু বিতান॥ সখী হে কহই না যাই আনন্দ। ঋতুপতি রাতি, অবহু নব নাগর, মিলবহু শ্যামর চন্দ॥ কুসুমিত মৌলি, রসালকো পরিমলে, ভ্রমরা ভ্রমরী রহু ভোর। মদন মদালসে, সগরিহ যামিনী, সুখে বঞ্চিব হরি কোর॥ বিহি পরে লাগি, মাগি এহি একুবর, চেতন রহু মঝু দেহ। গোবিন্দ দাস, কহই হরি পরশহ, সো পুনঃ হোয়ত সন্দেহ॥ ৫॥

ভাবার্থ। প্রিয়তমের অগ্রেই প্রেমময়ী নিকুঞ্জে উপনীতা। নাথের আদর অভিনন্দন ও মনোরঞ্জনার্থ ব্যস্তচিত্ত কোনও সখীকে কহিতেছেন। সখি, সুবাসিত সলিল, কর্পূরার্পিত তাম্বুল, এবং কুসুমাস্তীর্ণ শয্যা রচনা কর। আজ আমার মনে যে কি আনন্দ তাহা বলিতে পারি না। আজিকার রজনীর ন্যায় এমন বসন্ত রজনী নব নাগরের সহিত মিলিত হইব। দেখ কুসুমিতাগ্র আম্রতরুর পরিমলে ভ্রমর-ভ্রমরী সকল আনন্দে গুন গুন করিতেছে। আমি বিধাতার পায়ে পড়িয়া এই একটি মাত্র বর প্রার্থনা করিতেছি যে, তখন যেন আমার জ্ঞান লোপ না পায়। পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ কহিতেছেন, হরির পরশে চেতন থাকা সন্দেহের কথা। ৫

রাগিণী কামোদ—তাল কন্দর্প দশকুশি

সাজাল কুসুম, শেষ পুনঃ সাজই, জারই জারল বাতি। বাসিত খপুরে, কর্পূর পুনঃ বাসই, ভৈগেল মদন ভরাতি॥ আজু রাই সাজাল বাসক শেয। মনমথ লাখ, মনোরথে ধাবই, অঙ্গে অঙ্গে নাহি তেজ॥ ঘন ঘন আভরণ, অঙ্গে চড়ায়ই, ক্ষণে ক্ষণে তেজই তাই। সচকিত নয়নে, চঙকি খেনে উঠই, হেরই নিজ তনুছায়॥

কাতর বচনে, সম্ভাষই সহচরী, কাহে বিলম্বাওত কান। গোবিন্দ দাস, কহই অব না শুনিয়ে, সঙ্কেত মুরলী নিশান ॥ ৬ ॥

ভাবার্থ। শ্রীমতী মনের আনন্দে কুসুমে রচিত শয্যা পুনর্ব্বার সাজাইলেন। প্রজ্বলিত দীপকে আরও প্রজ্বলিত করিলেন। সুগন্ধি তাম্বুল-বাটিও কর্পূর দ্বারা পুনরায় সুবাসিত করিলেন। এ সকল করিয়াও মদনাবেশে ভ্রান্তি হইতে লাগিল। (ভাঁরাতি....ভ্রান্তি। মন্মথ...মদন) নিজের অঙ্গের আভরণ পুনঃপুনঃ বদল করিতেছেন। নিজের ছায়া দেখিয়া চমকিত হইতেছেন। এই বুঝি শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন এই ভ্রম জন্মিতেছিল। সখীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কৃষ্ণ এত বিলম্ব করিতেছেন কেন? পদকর্ত্তা বলিতেছেন, কৈ বংশীধ্বনি নিশানা ত শুনা যায় না। ৬



উৎকণ্ঠিতা

নিরপরাধ প্রিয়তম বহুক্ষণ যাবৎ সমাগত না হইলে বিরহবশতঃ যে নায়িকা উৎসুকচিত্তা হয় রসজ্ঞরা তাহাকেই উৎকণ্ঠিতা বলেন।

গৌরচন্দ্র

রাগিণী সুহই—তাল জোতসোম তাল

এ হেন সুন্দর বেশ কেন বানাইনু। নিরুপম গোরারূপ দেখিতে না পাইনু ॥ অকাজে রজনী যায় কিবা মোর হইল। নিশ্চয় জানিনু মোরে বিধি বিড়ম্বিল ॥ সুবাসিত গন্ধ আদি অগুরু চন্দন। গোরা বিনা কার অঙ্গে করিব লেপন ॥ কর্পূর তাম্বুল গুয়া দিব কার মুখে। বাসুঘোষ কহে নিশি যায় বর দুঃখে ॥ ১ ॥

রাগিণী ধানসী—তাল লোফা

কানুক সঙ্কেতে, বেশ বানাইনু, আইনু কেলি নিকুঞ্জে। মাধবী পরিমলে, ভরি তনু জারই, কুহরই মধুকর পুঞ্জে ॥ অবহু না মিলিল দারুণ কান। নিলজ চিত, পীরিতি অনুরোধই, ইথে নাহি যাওত পরাণ ॥ কানুক বচন, অমিয়া রস সেচনে, বেচনু তনু মন জাতি। নিজ কুল দূষণ, ভুষণ করি মানলু, তেঞি ভেল ঐছন শাতি ॥ হিমকর কিরণে, গমন অব রোধল, মন্দিরে চলত সন্দেহ। গোবিন্দ দাস কহ, যাই সতী জানহ, কানুক ঐছন লেহ ॥ ২ ॥

ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেতে নিকুঞ্জ-কাননে আসিয়া শয্যা রচনা করিলাম। এখন কৃষ্ণ আসিল না, আমার নিলাজ প্রাণ ইহাতে যাইতেছে না। এখন জ্যোৎস্না উদিত হইয়াছে, এখন ঘরে ফিরিয়া যাওয়াও কষ্টকর। ২

রাগিণী ধানসী—তাল রূপক

বঁধুর লাগিয়া, শেয বিছাইনু, গাঁথিনু ফুলের মালা। তাম্বুল সাজানু, দীপ উজারনু, মন্দির করিনু আলা॥ সই পাছে এসব হবে আন। সে হেন নাগর, গুণের সাগর, কাহে না মিলিল কান। শাশুড়ী ননদে, বঞ্চনা করিয়া, আইনু গহন বনে। বড় সাধ মনে, এরূপ যৌবনে, মিলিব বঁধুর সনে॥ পথ পানে চাহি, কত না রহিব, কত প্রবোধিব মনে। রস শিরোমণি, আসিবে এখনি, দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥ ৩॥

———

বিপ্রলব্ধা

সঙ্কেত করিয়া যদি প্রাণনাথ অনাগত হন, তাহা হইলে যে নায়িকার অন্তর অতিশয় ব্যাকুল হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই বিপ্রলব্ধা বলিয়া থাকেন।

গৌরচন্দ্র

রাগিণী গান্ধার—তাল ছোট একতালী

কি লাগি গৌরাঙ্গ মোর। নিজ রসে ভেল ভোর ॥ অবনত করি মুখ। ভাবয়ে পূরব দুঃখ ॥ বিহি নিকরুণ ভেল। আধ নিশি বহি গেল ॥ জ্ঞানদাস কহে গোরা। নিজ রসে ভেল ভোরা ॥ ১ ॥

রাগিণী বিহগড়া—তাল একতালী

তেজ সখি কানু আগমন আশ। যামিনী শেষ ভেল সবহু নৈরাশ ॥ তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার। দূরহি ডারহু যমুনাক পার ॥ কিশলয় শেজমণি মাণিক মাল। জল মাহা ডারহ সবহু জঞ্জাল ॥ অব কি করব সখি কহনা উপায়। কানু বিনু জীউ কাহে নাহি বাহিরায় ॥ ধিক্ ধিক্ রে বিধি তোহারি বিধান। এ হেন রজনী মোহে বঞ্চল কান ॥ শুনইতে ঐছন রাইক ভাব। দ্রুত চলি আওল বলরাম দাস ॥ ২ ॥

ভাবার্থ। রাধার অবস্থা দর্শন করিয়া এক সখী শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ না পাইয়া আপন মনে কৃষ্ণকে ভৎর্সনা করিতে করিতে শ্রীমতীর নিকটে উপনীত হইলেন, বলিলেন যে, কৃষ্ণের আগমন আশা ত্যাগ কর। ২

রাগিণী ললিত—তাল একতালা

শুন শুন মাধব নিরদয় দেহ। ধিক রহু ঐছন তোহারি সুলেহ ॥ কাহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেত বাত। যামিনী বঞ্চলি আনহি সাথ ॥ কপট লেহ করি রাইকো পাশ। আন রমণী সঞে করহ বিলাস॥ কো কহে রসিক শেখর বর কান। তুহুঁ সম মুরুখ জগতে নাহি আন ॥ মাণিক তেজি কাচে অভিলাষ। সুধা সিন্ধু তেজি খারে বিলাস ॥ ক্ষীর সিন্ধু তেজি কূপে পিয়াস। ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাব ॥ বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভাণ। রাই না হেরব তোহারি বয়ান ॥ ৩ ॥



অথ খণ্ডিতা

উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ খণ্ডিতা হি সা॥

পূর্ব্ব সাঙ্কেতিক কাল ব্যত্যয় করিয়া যদি প্রিয়তম অন্য প্রেয়সীসহ নিশি যাপন করিয়া তদীয় ভোগচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক প্রাতঃকালে সমাগত হয়েন, তদ্দর্শনে পূর্ব্বনায়িকা খণ্ডিতা অবস্থা প্রাপ্ত হন। ক্রোধ, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ, তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন ইত্যাদি খণ্ডিতা নায়িকার চেষ্টা।

মানপ্রাপ্ত নায়িকা তিন প্রকার হয়। ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা। ধীরা শব্দের অন্তে মধ্যা শব্দ প্রয়োগ সুখ বোধার্থ।

অথ অধীরা মধ্যা।

যে নায়িকা সাপরাধ প্রিয়কে উপহাসসহ বক্রোক্তি করে তাহাকে ধীরা মধ্যা কহে।

গৌরচন্দ্র

রাগিণী সুহই—তাল সমতাল

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কান্দে ঘন ঘনে। কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়নে॥ সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়। ধূলায় ধূসর অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়॥ মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায়। রজনী দিবস গোরা জাগিয়া পোহায়॥ ক্ষণে চঙকিত অঙ্গ ধরণে না যায়। মন রস গোরা চাঁদের বাসু ঘোষ গায়॥ ১॥

রাগিণী ললিত—মিশ্র তাল মধ্যম একতালী

চন্দ্রাবলী সনে, কুসুম শয়নে, সুখেতে ছিলেন শ্যাম। প্রভাতে উঠিয়া, ভয়ে ভীত হৈয়া, আইলা রাধার ঠাম॥ গলে পীত বাস,

করিয়া সাহস, দাঁড়াল রাইয়ের আগে। দেখে ফুলমালা, তাম্বুলের ডালা, ফেলিয়াছে রাই রাগে ॥ নাগরে দেখিয়া, মানিনী না চাহে, আছেন আপন কোপে। নয়ান ভুরুর, ভঙ্গিমা দেখিয়া, তরাসে নাগর কাঁপে ॥ রোষেতে নাগরী, থাকিতে না পারি, নাগরে পাড়য়ে গালি। চণ্ডীদাস ভণে, লম্পটের সনে, কথা কৈলে তবু ভালি ॥ ২

ভাবার্থ। সঙ্কেত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কুঞ্জে না আসিয়া চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিশিযাপন করত নানাবিধ ভোগ-চিহ্নসহ প্রভাতকালে ভয়ে ভীত হইয়া রাধিকার কুঞ্জে উপনীত হইয়া দেখিলেন, রাধা ফুলের মালা, তাম্বুলের ডালা ফেলিয়া দিয়াছেন। এ সকল ক্রোধ লক্ষণ দেখিয়া অপরাধীর ন্যায় গলে পীতবাস দিয়া করযোড়ে শ্রীমতীর অগ্রে দাঁড়াইলেন। কিন্তু নাগরী ক্রোধান্বিতা, নাগরকে গালি দিতেছেন। পদকর্ত্তা বলিতেছেন, ছি ছি, তুমি এমন লম্পটের সঙ্গে কথা বলিলে! আমি হইলে কথা বলিতাম না।২

রাগিণী বিভাস—তাল তেওট

ভাল হইল আরে বঁধু আইলা সকালে। প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে ॥ বঁধু তোমায় বলিহারি যাই। ফিরিয়া দাঁড়াও আগে মুখখানি চাই ॥ আই আই পড়েছে মুখে কাজরেরি আভা। ভালে সে সিন্দুর বিন্দু মুনির মনোলোভা ॥ কর নখ দংশনেতে অঙ্গ জর জর। ভালে সে কঙ্কণ দাগ হিয়ার উপর ॥ নীলপাটের সাটী কোচার বলনী। রমণী-রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী ॥ সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে। এখন কহ মনের কথা এলে কিবা কাজে ॥ চারিদিকে চায় নাগর আঁচলে মুখ মোছে। চণ্ডীদাস কহে লাজ ধুইলে না ঘুচে ॥ ৩

ভাবার্থ। শ্রীমতী ক্রোধান্বিতা হইয়া বক্রোক্তি করিতেছেন। হে বঁধু, তুমি ফিরিয়া দাঁড়াও, তোমার মুখ দেখি। ছি ছি কাজরে মুখ মলিন। কপালে সিন্দুরের দাগ কি সুন্দর, মুনির মন হরণ করে, নারী কোন ছার। নীল শাড়ী কোথা পাইলে, বুকে আলতার চিহ্ন কে দিয়াছে? শ্রীকৃষ্ণ প্রভাতকালে ভয়ে ভয়ে চলিয়া আসিয়াছেন, এ সকল লক্ষ্য করেন নাই; এখন চারিদিকে চাহিয়া আঁচলে মুখ মুছিয়া পরিষ্কার হইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু পদকর্ত্তা বলিতেছেন, মুছিলে কেন ধুইলেও দাগ যাইবে না, তুমি বৃথা চেষ্টা করিতেছ। ৩

রাগিণী ধানশী—তাল লোফা

শুন শুন সুন্দরী কর অবধান। বিনি অপরাধে কহসি কেনে আন॥ পূজলু পশুপতি যামিনী জাগি। গমন বিলম্বন ভেল তথি লাগি॥ লাগল কুঙ্কুম মৃগমদ দাগ। উচ্চারিতে মন্ত্র অধরে নাহি রাগ॥ রজনী উজাগরি লোচন ভোর। ইথে লাগি তুঁহু মুঝে বোলসি চোর॥ নব কবিশেখর কি কহিব তোয়। শপথি করহ তবে প্রতীত হোয়॥ ৪॥

ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণ এখন নিজ দোষ কাটাইবার জন্য বলিতেছেন। তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য নহে। আমি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া শিবপূজা করিয়াছি। মৃগমদ ও কুঙ্কুম চিহ্ন দেখিয়া তুমি সিন্দূর ও কাজর বলিতেছ, একথা ঠিক নহে। ইত্যাদি—৪

রাগিণী বিভাষ—তাল ছোট দশকুশি

আকুল চিকুর, চূড়োপরি চন্দ্রক, ভালহি সিন্দূর দহনা। চন্দন চাঁদ মাহা, লাগল মৃগমদ, তাহে বেকত তিন নয়না॥ মাধব অব তুহুঁ শঙ্করদেবা। জাগর পুণ্যফলে, প্রাতরে ভেলু, দূরহি দূরে

রহু সেবা ॥ চন্দন রেণু, ধূসর ভেল তনু, সোই ভসম সম ভেল। তোহারি বিলোকনে, মঝু মন মনসিজ, মনরথ সঞে জরি গেল ॥ অবহু বসন ধর, কাঁহে দিগম্বর, শঙ্কর নিয়ম উপেখি। গোবিন্দ দাস, কহই পর অম্বর, গণইতে লিখি না লিখি ॥ ৫ ॥

ভাবার্থ। শ্রীমতী ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বলিতেছেন যে, এখন আর তুমি মাধব নাই, এখন তুমি শঙ্করদেব। যেহেতু তোমার চন্দন চাঁদ মাঝে কস্তুরী লাগিয়া তিনটি নয়ন প্রকাশ করিতেছে। চন্দন রেণু ভস্ম সম মনে হইতেছে। এই দেখ তোমাকে দেখিয়া আমার ভিতরে যে মদন ছিল সে ভস্ম হইয়া গেল। আমি রাত্রি জাগরণ করার পুণ্যফলে তোমার দর্শন পাইলাম। কিন্তু সেবা আমা দ্বারা হইবে না—কারণ, আমি ব্রাহ্মণী নই গোয়ালিনী, তোমার পূজা জানি না। তুমি দিগম্বর হইয়া কেন নিয়মভঙ্গ করিয়া বসন পরিয়াছ? পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে পরের বসন, উহা বসন বলিয়া গণ্য নহে, অতএব তুমি দিগম্বর। ৫

রাগিণী সুহই—তাল দশকুশি

শ্রীমতীর ব্যঙ্গ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমি যদি শঙ্কর হই তবে তুমি চণ্ডী দেবী হইয়াছ।

সহজই গোরী, রোখে তিন লোচন, কেশরী জিনিয়া মাঝ ক্ষীণ। হৃদয় পাষাণ, বচনে অনুমানিয়ে, শৈলসুতা করি চিন ॥ সুন্দরী অব তুহুঁ চণ্ডী বিভঙ্গ। যব হাম শঙ্কর, তুয়া নিজ কিঙ্কর, দেয়বি মোহে আধ অঙ্গ ॥ কলিয় কুটিল, ভাঙ ভুজঙ্গম, সম্বরু তাকর দম্ভ। পশুপতি দোখ, রোখ নাহি সমুচিত, হাম নহ শুম্ভ নিশুম্ভ ॥ দহন মনোভবে, তুহ জিয়াওবি, ঈষত হাস বরদানে। তুয়া পরসাদে, বাদ সব খণ্ডয়ে, গোবিন্দ দাস পরমাণে ॥ ৬ ॥

ভাবার্থ। তুমি গৌরী, কিন্তু ক্রোধে তোমার ললাটে আর একটি নয়ন প্রকাশ হইয়াছে, তোমার হৃদয় পাষাণ, তুমি পার্ব্বতী। আমি যদি শঙ্কর, তবে তোমার কিঙ্কর বটি, আমার প্রতি ক্রোধ করা উচিত নহে। আমি শুম্ভ নিশুম্ভ নহি। অতএব আমাকে অর্দ্ধেক অঙ্গ দান কর। যত বাদ-বিবাদ খণ্ডন হইয়া যাইবে। ৬

রাগিণী গান্ধার—তাল মধ্যম দশকুশি

নখ পদ হৃদয়ে তোহারি। অন্তর জ্বলত হামারি॥ অধরহি কাজর তোর। মলিন বদন ভেল মোর॥ হাম উজাগর রাতি। তুয়া দিঠে অরুণিম ভাঁতি॥ কাহে মিনতি করু কান। তুয়া হাম একই পরাণ॥ হামারি রোদন অভিলাষ। তুহুঁ কহ গদ গদ ভাষ॥ সবে নহে তনু তনু সঙ্গ। হাম গোরী তুয়া শ্যাম অঙ্গ॥ অতএ চলহ নিজ বাস। কহতহি গোবিন্দ দাস॥ ৭॥

ভাবার্থ। শ্রীমতী বলিতেছেন, হে শঙ্কর! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ত দিয়াছি। এই দেখ আমি নিশি জাগিয়াছি, তোমার চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তোমার অধরে কাজর, আমার মুখ দেখ মলিন হইয়াছে। তুমি আমি একই পরাণ, কেবল দেহ ভিন্ন, আমি গৌরী তুমি শ্যাম, এখন তুমি নিজস্থানে যাইতে পার, এখানে দাঁড়াইয়া আর আমাকে কষ্ট দিও না। ৭

রাগিণী ধানশী—তাল লোফা

তুরিত করিয়া, গমন করহ, এখান হইতে আজি। সেখানে যাইয়া, তাহারে ভজহ, যেখানে আছিলা মজি॥ শুন হে রসিক-রাজ। পূরিল আমার, মনের বাসনা, তোমাতে নাহিক কাজ॥

এ বোল শুনিয়া, সখীগণ কহে, বিষম হইল বড়। চণ্ডীদাস কহে, কি বলিবে আর, চরণে ধরিয়া পর ॥ ৮ ॥

খণ্ডিতাবস্থায় মিলন হয় না, কিন্তু সঙ্কীর্ণ মিলনের কিছু পদ রহিয়াছে—যথা বাজিকর মিলন, যোগিনী মিলন, বিদেশিনী মিলন ও অন্যান্য প্রকার মিলনও রহিয়াছে। কিন্তু যদি পর্য্যায়-নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া গান করিতে হয় তবে মিলন হইবে না। শ্রীমতীর কলহান্তরিত ভাব হইবার পর যে মিলন সেই মিলন পর্য্যায়ানুমোদিত।

(যদি খণ্ডিতা অবস্থায় মিলন করিতে হয় তবে এই পদটি গাইবেন।)

রাগিণী সিন্ধুরা—তাল লোফা

কতরূপে মিনতি করল বর নাহ। গলে পীতাম্বর, ঠারহি কর জোরে, তব ধনি পালটি না চাহ ॥ তবহুঁ রসিকরাজ, সিরজিল মনমাঝ, গদ গদ কহ আধ বাত। পাঁচ বদন অহী, মঝু মুখ দংশল, জর জর ভেল সবগা ত ॥ এত কহি নাগর, কাঁপহি থর থর, মুরছি পড়ল সোই ঠাম। কি ভেল কি ভেল বলি, রাই ধাই চললি, কোরে করল ঘনশ্যাম ॥ শীতল সলিল লেই, নয়ানে বয়ানে দেই, নীলবসনে করু বায়। চেতন পাইয়া হরি, উঠল অঙ্গ মোড়ি, উদ্ধব দাস গুণ গায় ॥ ৯ ॥

ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণ মান ভঙ্গের জন্য অনেক কৌশল করিলেন, কিন্তু কোন কৌশলই কার্য্যকরী হইল না, তখন মনে মনে ঠিক করিলেন যে একটা চমকপ্রদ কিছু না বলিলে হইবে না। তখন প্রকাশ করিলেন—পাঁচ মুখবিশিষ্ট সর্প আমার মুখে দংশন করিয়াছে। এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। আর কি মানিনী বসিয়া থাকিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের এই দশা দেখিয়া পূর্ব্ব অপরাধ ভুলিয়া অমনি

শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া শীতল জল ও নীলবসনের বাতাস দিতে লাগিলেন। মানভঙ্গ হইয়া গেল। ৯

কিন্তু মান ভঙ্গ না করিয়া পর্য্যায়ানুবর্ত্তী গান করিলে ৮নং পদের পরে এই পদটি গান করিতে হইবে।

রাগিণী সুহই তাল—ধরা অথবা তেওট

রাইক হৃদয়, ভাব বুঝি মাধব, পদতলে ধরণী লোটাই। দুই করে দুই পদ, ধরি রহুঁ মাধব, তবহি বিমুখ ভেল রাই॥ পুনহি মিনতি করু কান। হাম তুয়া অনুগত, তুহুঁ ভাল জানত, কাহেঁ দগধ মঝু প্রাণ॥ তুহুঁ যদি সুন্দরী, মঝু মুখ না হেরবি, হাম যাওব কোন ঠাম। তুয়া বিনে জীবন, কোন কাজে রাখব, তেজব পাপ পরাণ॥ এতহ মিনতি, কানু করলহি, তবহু না হেরল বয়ান। গোবিন্দ দাস, মিছই আশোআসল, রোই রোই বলু বর কান॥ ১০

ভাবার্থ। শ্রীমতী রাধার কিছুতেই মান গেল না, তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর মনের ভাব বুঝিয়া অমনি পদতলে পড়িয়া নানাপ্রকার মিনতি করিলেন, কিছুতেই মানিনী কথা বলিলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ কান্দিতে কান্দিতে কুঞ্জ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। রোই রোই…কান্দিতে কান্দিতে। ১০

অথ কলহান্তরিতা

তদুচিত গৌরচন্দ্র।

রাগিণী বিভাস—তাল জোত সোম

মান বিরহ জ্বরে পহুঁ ভেল ভোর। ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহি লোর॥ আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ চাঁদ। অখিল জীবের মন লোচন ফাঁদ॥ প্রেমজলে ডুবু ডুবু লোচন তারা। প্রলাপ সন্তাপ আদি ভাবে ভোরা॥ কান্দিয়া কহয়ে পুনঃ ধিক মোর বুদ্ধি। অভিমানে উপেখিনু কানু গুণনিধি॥ যে হইল মনের দুঃখ কি বলিব কায়। মঝু মন জীবন কৈছে জুড়ায়॥ এই রূপে উদ্ধারিল সব নরনারী। এ রাধামোহন কহে না হইল হামারি॥ ১॥

ভাবার্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধা ভাবে বিভাবিত হইয়া বলিতেছেন, হায় হায় আমি কি করিলাম। অভিমানে কৃষ্ণকে ত্যাগ করিলাম, আমার কি কুবুদ্ধি হইল। জগৎজনার নয়নানন্দ কৃষ্ণ, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কাজ ভাল করি নাই। এখন আমি কি উপায় করিব—কি করিলে আমার প্রাণ জুড়াইবে। ইত্যাদি…১

শ্রীমতীর উক্তি

রাগিণী সুহই—তাল শরা

আঁধল প্রেম, পহিলে নাহি হেরিনু, সো বহু বল্লভ কান। আদর সাধে, বাদ করি তাসঞে, অহনিশি জ্বলত পরাণ॥ সজনি তোহে কহি মরমকি দাহ। কানুক দোখে, যো ধনি রোখই

সোই তাপিনী জগমাহ ॥ যো হাম মান, বহুত করি মানলু, কানুক মিনতি উপেখি। সো অব মনসিজ, শরে ভেল জরজর, তাকর দরশ না পেখি ॥ ধৈরজ লাজ, মান সঞে ভাগল, জীবন রহত সন্দেহ। গোবিন্দ দাস, কহই সতী ভামিনী, কনুক ঐছন লেহ ॥ ২ ॥

ভাবার্থ। আঁধল প্রেম…প্রেম অন্ধ। বাদ…কলহ। দাহ…জ্বালা। দোখে…দোষে। রোখই…রোষ করে। তাপিনী…তাপিতা অর্থাৎ প্রেম চক্ষুহীন, সে কারণে প্রথমে আমি দেখি নাই। এখন জানিলাম যে কৃষ্ণ বহুবল্লভ (বহু নায়িকার বল্লভ) তার সঙ্গে মান করিয়া এখন নিজেই অনুতপ্ত হইতেছি। যাই হউক, এখন উপায় কি? সখী, তোমরা আমার প্রাণ বাঁচাও। ২

সখীর উক্তি

রাগিণী শ্রীরাগ মিশ্র—তাল মধ্যম দশকুশি

শুনইতে কানু, মুরলী রব মাধুরী, শ্রবণে নিবারিনু তোর। হেরইতে রূপ, নয়ন যুগ ঝাপলু, তব মোহে রোখলি ভোর ॥ সুন্দরী তৈখনে কহলম তোয়। ভরমহি তা সঞে, লেহ বাড়ায়লি জনম গোঙায়বি রোয় ॥ বিনিগুণ পরখি, পরক রূপ লালসে, কাঁহে সোঁপলি নিজ দেহা। দিনে দিনে খোয়াবি, ইহরূপ লাবণী, জীবনে ভেল সন্দেহা ॥ যো তুহুঁ হৃদয়ে, প্রেমতরু রোপলি, শ্যাম জলদ জল আশে। সো অব নয়নক, মারী দেই সিঞ্চহ, কহতহি গোবিন্দ দাসে ॥ ৩ ॥

ভাবার্থ। সখী বলিতেছে—তখন তোমাকে রূপ দেখিতে বাঁশী শুনিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তখন আমাদের কথা শুনিলে না। এখন যাহা

হয় কর। তোমার এই রূপলাবণ্য থাকিবে না। জীবনে বাঁচাই ভার হইবে। গুণাগুণ না জানিয়া মন-প্রাণ সঁপিয়া কাজ ভাল কর নাই। কৃষ্ণ জলদের আশাতে হৃদয়ে যে প্রেমতরু রুপিয়াছিলে এখন নয়নের জলে তাহা বাঁচাইয়া রাখ।৩

রাগিণী আলেয়া—তাল তেওট

সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরম্। যদভজমিহ নহি গোকুল-বীরম্॥ নাকর্ণয়পি সুহৃদুপদেশম্। মাধবচাটুপটলমপি লেশম্। নালোকয়মর্পিতমুরোহারম্। প্রণমন্তঞ্চ দয়িতমনুবারম্॥ হন্ত সনাতনগুণমভিযান্তম্। কিমধারয়মহমুরসি ন কান্তম্॥ ৪॥

ভাবার্থ। মানিনীর মান প্রশমিত হইয়াছে। এখন কান্তের বিরহে অধীরা হইয়া সখীকে কহিতেছেন, সখি আমার হৃদয় শিহরিতেছে। উহুঃ উহুঃ আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিতেছি না। সীদতি...কাঁপিতেছে। হায় গোকুল-নায়ক আমাকে ভজিয়া গেল, আমি তাহাকে অভিনন্দন করি নাই। তোমরা আমার হিতের জন্যে যাহা বলিযাছিলে তাহাও শ্রবণ করি নাই। মাধবের স্তুতিবাক্যও শুনি নাই। (চাটুপটল...স্তুতিসমূহ)। অর্পিতমুরোহারম্...শ্রেষ্ঠ হার। নালোকয়ম্...অবলোকন করি নাই। মাধব বারংবার প্রণত হইয়াছিল, তৎপ্রতি কিঞ্চিৎমাত্র দৃষ্টি করি নাই। সনাতনগুণবিশিষ্ট কান্ত কান্দিতে কান্দিতে চলিয়া গেল, যাইবার সময়ে তাহাকে বক্ষে ধারণ করিলাম না কেন ? ৪

রাগিণী ধানশী—তাল একতালী

চরণে লাগিয়া হরি, হার পিন্ধায়ল, যতনে গাঁথি নিজ হাতে। সো নাহি পাহিরলু, দূরহি ডারলু, মানিনী অবনত মাথে॥ সজনি কাহে মোর দুরমতি ভৈল। দগধ মান মঝু, বিদগধ মাধব, রোখে বিমুখ ভৈগেল॥ গিরিধর নাহ, বাহু ধরি সাধল, হাম নাহি

পালটি নেহারি। হাতকি লছিমি, চরণ পরে ডারলু, অব কি করব পরকারি ॥ সো বহবল্লভ, সহজই দুর্ল্লভ, দরশ লাগি মন ঝুর। গোবিন্দ দাস যব, যতনে মিলায়ব, তবহি মনোরথ পূর ॥ ৫ ॥

ভাবার্থ। সখি, আমার পায়ে হাত দিয়া হরি তার নিজ হাতে গাঁথা মালা পরাইল, কিন্তু আমি তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলাম। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়াছি, এখন কি উপায় করি, এই বলিয়া সখী সমীপে রোদন করিতেছেন। ৫

রাগিণী গান্ধার—তাল চঞ্চুপুট

শ্রীমতীর ক্রন্দন দেখিয়া এক সখী বলিতে লাগিলেন।

মান কয়লি তো কয়লি, কলহে কাঁহে কাঁন্দসি, বৈঠি বিরম তুহ ভবনে। সো কাঁহা যাওব, আপহি আওব, পুনহি লোটায়ব চরণে ॥ সুন্দরী বচনে করবি বিশোয়াস। সজল নয়নে হরি, পন্থ নেহারই, চিত্রা কহল মঝু পাশ ॥ বেণু ধেনু তেজি, সকল সখাগণ, পরিহরি নীপমূলে বসই। রাই রাই করি, শিরে কর হানই, তুয়া নাম ধরি নিঃশ্বাসই ॥ তুয়া লাগি কতবেরি, মঝু ঘরে আওব, মোহে সাধব যব লাখ। চন্দ্রশেখর কহে, তব তুহ বঞ্চবি, আপন কান্তক সাথ ॥ ৬ ॥

রাগিণী শ্রীরাগ—তাল লোফা

জিতি কুঞ্জর, গতি মন্থর, চলত সো বরনারী। যাবট তট, বংশী বট, বনহি বন হেরি ॥ মদনকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড তীরে। দ্বাদশবন, হেরত সঘন, শৈলহু কিনারে ॥ যাঁহা সব, ধেনুরব, তাঁহা

চলত জোরে। শ্রীদাম সুদাম, মধুমঙ্গল, হেরত বলবীরে॥ যমুনা কূলে, নীপহি মূলে, লোঠত বনয়ারী। চন্দ্রশেখর, ধূলি ধূসর, কহই প্যারী প্যারী॥ ৭॥

রাগিণী ধানশী—তাল একতালী

দূরে হেরি নাগর, চতুরা সহচরী, ঠমকি ঠমকি চলি যায়। জনু আন কাজে, চলত বর রঙ্গিণী, ডাহিন বামেতে নাহি চায়॥ হরি হরি ধূলি লোটায়ত কান। সহচরী আগমন, হেরইত তৈখনে, হৃদয়ে করত অনুমান॥ কিয়ে অতি সদয়, হৃদয় হই মঝুপরি, সহচরী ভেজল রাই। কিয়ে আন কাজে, চলত বর রঙ্গিণী, কারণ পুছই বোলাই॥ সহচরী সহচরী, করি হরি বেরি বেরি, বন বেরি করত ফুকার। চতুরিণী সহচরী ঝুকি কহত মঝু, নাম লেই কোন গোঙার॥ চহকি কহত হরি, হাম রাই কিঙ্কর, করুণা করিয়া অব চাহ। দাস মনোহর, এক নিবেদন, শুনি তবে আন কাজে যাহ॥ ৮॥

রাগিণী শ্রীরাগ—তাল ছোট একতালা

ইহ কাঁহে বৈঠলি, মোহে বোলায়লি, তুরিতে কহত তুহ মোয়। শ্যামা সঙ্গিনী, মোহে বোলায়ত, পিছু আসি মিলব তোয়॥ ক্ষণে রহ রহ বলি, পন্থ আগোরল, কাতরে রহ মুখ চাই। আজুক বাত, তুহ সব জানসি, মোহে উপেখলু রাই॥ দূতী কহত তুয়া, কৈছন পীরিতি, রীতি বুঝাই না পারি। সো যদি মান, ভরম

তোহে রোখল, তুহ কাহে আওলি ছোড়ি॥ আপনক দোখ, জানসি যদি মনমাহা, কাহে বাড়ায়লি বাত। গোবিন্দ দাস, তোহারি লাগি সাধব, আগে চলুহ মঝু সাথ ॥ ৯ ॥

রাগিণী সোহিনী—তাল লোফা

দূতীক বচন শুনি নাগর-রাজ। অন্তরে পাওল বহুতর লাজ ॥ ইঙ্গিতে বুঝল সো আগোআশ। মন মাহা হোয়ত বহুত উল্লাস ॥ তবহি সফল করি জীবন মান। তাকর সঞে হরি করল পয়ান ॥ পন্থহি কত কত ভাবে বিভোর। ঐছনে পাওল কুঞ্জক ওর ॥ দূরে সঞে নাগরী নাগরে হেরি। বৈঠল তহি পুনঃ আনন ফেরি ॥ তৈখনে সমুখে আওহ যব কান। নাহ হেরিয়া ধনীর বাড়ল মান ॥ গোবিন্দ দাস কহ কি করব হাম। আপে ভাঙ্গহ যাহ মানিনী মান ॥ ১০ ॥

ভাবার্থ। দূতীর ইঙ্গিতে নাগর তাহার সহিত চলিতে লাগিলেন। পথে কত কি মনে ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু কুঞ্জে প্রবেশ মাত্র মানিনী আবার মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। পদকর্ত্তা বলিতেছেন—এবার নিজে তুমি মানিনীর মান ভাঙ্গ। ১০

শ্রীমতীর পুনঃ মান লক্ষণ দেখিয়া নাগর অগ্রগামী হইয়া বলিতে লাগিলেন।

রাগিণী গান্ধার—তাল ছোট একতালী

শুন শুন গুণবতী রাধে। পরিচয় পরিহর কোন অপরাধে ॥ গগনে উদয় কত তারা। চাঁদ আনহি অবতারা ॥ আনকি কহিব বি পেখি। লাখ লছমিচয় লখি না লখি ॥ শুনি ধনিক

মনো হৃদি ঝুর। তবহি মনহি মনপূর॥ বিদ্যাপতি কহে মিলন ভেল। শুনইতে দূত সবহি ভৈগেল॥ ১১॥

ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণ অতি করুণ স্বরে বলিলেন যে গুণবতী রাধে, কেন পরিচয় পরিহার কর। গগনে অনেক তারা, অর্থাৎ আমি বহুবল্লভ, বহু নাগরীর বল্লভ বটি, কিন্তু এ সকল আকাশের নক্ষত্রের ন্যায়। কিন্তু তুমি চন্দ্রস্বরূপা, কোটি নক্ষত্রও তোমার সমান হয় না। এই কথা শ্রবণ করিয়া ধনির মন অতিশয় কোমল হইল, ধনির আর মান রহিল না। বিদ্যাপতি এই কথা বলিতেছেন। ১১

দ্রষ্টব্য—মিলন বহু প্রকার রহিয়াছে; জয়দেবের বদসি গানদ্বারাও মিলন করা যায়, কিন্তু বদসি যদি কিঞ্চিদপি গান বড় কঠিন। অষ্ট তালের গান। প্রথমে একত্র অষ্ট তাল, তারপর ভিন্ন ভিন্ন আটটি তাল গান করিতে হয়। এইজন্য ঐ গান শিক্ষা না করিয়া গান করা অসম্ভব।

———

অথ রূপানুরাগ

গৌরচন্দ্র

রাগিণী কামোদ—তাল বড় দশকুশি

দামিনী দাম, দমন রুচি দরশনে, দূরে গেও দরপক দাপ। শোন কুসুম তাহে, কোন গণিয়েরে, প্রাতর অরুণে সন্তাপ ॥ গোরা রূপের যাই বলিহারি। হেরি সুধাকর, মূরছি চরণ তলে, পড়ু দশ নখ রূপ ধরি ॥ সুবরণ বরণ, হেরি নিজ কুবরণ, মানি আপন মনস্তাপে। নিজ তনু জারি, ভসম সম করইতে, পৈঠল অনল সন্তাপে ॥ যা সম অধিক, বিধিক নাহি অনুভব, তুলনা দিবার নাহি ঠোর। জগদানন্দ কহু, পহুক তুলনা পঁহু, নিরুপম গৌর কিশোর ॥ ১ ॥

ভাবার্থ। দামিনী দাম—বিদ্যুতের মালা। রুচি—কান্তি। দরশনে—দর্শনে। দূরে গেও—দূরে গেল। দরপক দাপ—মদনের দর্প। দাপ—দর্প। শোণ কুসুম কোন গণিয়েরে—শোণ ফুল কিসে গণ্য করি। প্রাতর অরুণ—প্রভাতের সূর্য্য। সন্তাপ—তাপ। বলিহারি——বলিতে হার মানা। সুধাকর—চন্দ্র। মূরছি—মূর্চ্ছিত হইয়া। সুবরণ—স্বর্ণ। জারি—জ্বালাইয়া। ভসম—ভস্ম। ঠোর—স্থান। পঁহু—প্রভু। পৈঠল—প্রবেশ করিল। যা সম…অনুভব—যাহার সমান বা যাহা হইতে শ্রেষ্ঠরূপ বিধির অনুভব বা কল্পনার অতীত। ১

রাগিণী সুহই—তাল ধরা

ও মুখ মণ্ডল জিত, শারদ সুধাকর, তনুরুচি তরুণ তমাল। চূড়ে ময়ূর, শিখণ্ড মণ্ডিত, মালতী মধুকর মাল ॥ ধনি ধনি বনি

নব নাগর কান। রহই ত্রিভঙ্গ ভুবন মন মোহন, মধুর মুরলী করু গান ॥ টলমল অলকা, তিলক ঝলমল কই, ভাঙকি ধনুয়া ধুনান। কুলবতী বরত, বিমোচন লোচন, বিষম কুসুমশর-বাণ ॥ বাঁধুলী বন্ধু, অধরে মধু মাখল, মধুর মধুর মৃদু হাস। যছু আমোদে, মদন মদ মন্থর, ভণতহি গোবিন্দ দাস ॥ ২ ॥

ভাবার্থ। শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া আসিয়া সখীদের নিকট বলিতেছেন। সখি, শ্যামের মুখখানি শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রকে জয় করিয়াছে। আর শরীরের কান্তি যেন নবীন তমালের ন্যায়। তার চূড়াতে ময়ূরের পাখা ; মালাটি যেন মালতী ফুলে আর মধুকরে গাঁথা। অর্থাৎ প্রতি ফুলেই মধুকর বসিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া মনে হয় যেন মধুকরে আর মালতী ফুলে গাঁথা। অলকা অর্থাৎ চূর্ণ কুন্তল বা গাল ও কপালের উপরের কোঁকড়ান চুলগুলি টলমল করিতেছে। ভুরু দুটি যেন ধনুকের মত বক্র, চক্ষু দুটির পানে চাহিলে কুলবতীর কুলব্রত রক্ষা হয় না। অধরটি রক্তবর্ণ বান্ধুলী পুষ্পের ন্যায়, কথা যেন মধু বর্ষণ করে। ২

রাগিণী মিশ্র ভূপালী—তাল তেওট

সো বর নাগররাজ। তপনতনয়া তটে, নীপতরু নিকটে, হিলন নটবর সাজ ॥ মকরত মুকুর, রতন জিনি লাবণী, প্রতি তনু পীরিতি পশার। শারদ চাঁদ, ফাঁদ মুখমণ্ডল, কুণ্ডল শ্রবণে বিহার ॥ নাচত ভাঙ, মদন ধনু ভঙ্গিম, নট খঞ্জন দিঠি জোর। বান্ধুলি অধরে, মুরলীরব মাধুরী, শ্রুতি মন মাতায়ল মোর ॥ উড়ত চূড়ে, চারু শিখি চন্দ্রক, মলয় পবন সনে মেল। ভণ যদুনন্দন, সবহু রসায়ন, মম মন রসায়ন কেল ॥ ৩ ॥

ভাবার্থ। তপনতনয়া—সূর্য্যকন্যা যমুনা। তটে—কূলে। নীপ—কদম্ব বৃক্ষ। নটবর সাজ—শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকের সাজ। মরকত মুকুর—নীলকান্তমণির দর্পণ। লাবণী—লাবণ্য। পশার—দোকান। শারদ চাঁদ—শরৎকালের চন্দ্র। ফান্দ মুখমণ্ডল—সেই ভাবের মুখখানি। নাচত ভাঙ—ভুরু দুইটি নৃত্য করে। নট খঞ্জন—নৃত্যশীল খঞ্জন পাখী। বান্ধুলি অধর—রক্তবর্ণ পুষ্পের ন্যায় ঠোঁট। রসায়ন—রসাত্মক। কেল—করিল। ৩

রাগিণী শ্রীরাগ মিশ্র—তাল দোঠুকি

কিরূপ দেখিনু, মধুর মূরতি, পীরিতি রসের সার। হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে, তুলনা নাহিক তার॥ বর বিনোদিয়া, চূড়ার টালনি, কপালে চন্দন চাঁদ। জিনি বিধুবর, বদন সুন্দর, ভুবন মোহন ফাঁদ॥ নব জলধর, রসে ঢরঢর, বরণ চিকণ কালা। অঙ্গের ভূষণ, রজত কাঞ্চন, মণি মুকুতার মালা॥ জোড়া ভুরু যেন, কামের কামান, কেবা কৈল নিরমাণ। তরল নয়নে, তেরছ চাহনি, বিষম কুসুমবাণ॥ সুন্দর অধরে, মধুর মুরলী, হাসিয়া কথাটি কয়। দ্বিজভীম কহে, ওরূপ নাগর, দেখিলে পরাণ রয়॥ ৪॥

রাগিণী শ্রীরাগ মিশ্র—তাল তেওট

দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে। এক অঙ্গে কত রূপ নয়নে না ধরে॥ বেন্ধেছে বিনোদ চূড়া নবগুঞ্জা দিয়া। উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া॥ কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা। আমা হৈতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা॥

মোহন মুরলী হাতে কদম্ব হিলন। দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন। গৃহকর্ম্ম করিতে এলায় সব দেহ। জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের লেহ ॥ ৫ ॥

বংশী ধ্বনি শুনিয়া

তাল দাশপাহিড়া

রূপের কথা কইতে ছিল সখী সঙ্গে বসি। হেনকালে রাধা বলে বাজে শ্যামের বাঁশী ॥ আর না বাজিহ বাঁশী করি অহঙ্কার। সর্প দংশিল যেন শ্রবণে আমার ॥ তরলে জনম তোর কিছু লাজ নাই। ঝড়ের লাগাল পেলে সাগরে ভাসাই ॥ আর না বাজিহ বাঁশী নীরব হয়ে থাক। সাজিয়া বেড়ালাম আমি আর নাহি ডাক ॥ কি ধন পাইয়া বাঁশী কর দূতপনা। পার কি জানয়ে বাঁশী পরের বেদনা ॥ তরলে জনম তোর হৃদয় সরল। খলের বদনে থাকি উগার গরল ॥ যদুনাথ দাস বলে বাঁশীর দোষ কি। যা বলয়ে খলজন তাই বলে বাঁশী ॥ ৬ ॥

রাগিণী মাথুর—তাল তেওট

বেণুরব শুনিয়া কানে, চিত ধৈরজ নাহি মানে, অমনি উঠিল রসবতী। কে যাবি আমার সাথে, ফুলধনু লও হাতে, ভেটি গিয়া গোকুলের পতি ॥ ললিতা বলিছে রাধে, সাজাব মনের সাধে, অমনে যাইবে কেন ধনি। শেষে সব সখীসঙ্গে, নাগর ভেটিব রঙ্গে, যেতে হবে তাও আমরা জানি ॥ দুসূতি মুকুতা মালা,

গাঁথি এক ব্রজবালা, আনি দিল শ্রীমতীর গলে। অনুমানে বুঝি হেন, বিধু পাশে তারা যেন, উদয় হইল মেঘের কোলে ॥ অভিনব কমলিনী, তনু যেন কাঁচা ননী, তাহে হল ভূষণে ভূষিত। নিজ অঙ্গ দরপণে, প্রতিবিম্ব বিলোকনে, ধনি ভেল আপনে মোহিত ॥ করি বেশ বিভূষণ, কহে সব সখীগণ, কি লাগিয়া বিলম্ব এখন। যদুনাথ দাসে কয়, এখন উচিত হয়, বন্ধু পাশে করিতে গমন ॥৭॥

ভাবার্থ। বিধু—চন্দ্র। ভেটিবারে—দেখিবারে। প্রতিবিম্ব—বস্তুর ছায়া। শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়া অধৈর্য্য হইয়া দরশনের জন্য ব্যাকুল হইলেন। বলিলেন—সখি, শীঘ্র চল কৃষ্ণকে দেখি গিয়া—হাতে ফুল ধনু লও। শুনিয়া ললিতা সখী বলিতেছেন, ওগো রাধে, যাইতে হইবে—তাহা আমরাও জানি, কিন্তু ভূষণাদি বর্জ্জিত হইয়া গেলে তোমার বঁধু মনে করিবেন যে রাধার কেহ নাই। তাহা আমরা কেন সহ্য করিব ? এস অগ্রে তোমাকে মনমোহিনী করিয়া সাজাইয়া দিই। এই বলিয়া সখীগণ শ্রীমতীকে নানা বেশভূষায় বিভূষিত করিল। শ্রীমতী দর্পণে নিজরূপ দেখিয়া নিজেই মোহিত হইলেন। মনে আনন্দ হইল। ৭

রাগিণী সুহই—তাল দাশপাহিড়া

আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। বৃন্দাবনে প্রবেশিল শ্যাম জয় জয় দিয়া ॥ বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া চারি পানে চায়। মাধবী তরুর তলে দেখে শ্যাম রায় ॥ নূপুরের রুনুঝুনু প'ড়ে গেল সারা। নাগর উঠিয়া বলে রাই এল পারা ॥ এস এস ভাল হলো প্রেমময়ী রাধা। দরশনে দূরে গেল মনসিজ বাধা ॥

নিজ কর-কমলে চরণের ধূলা ঝাড়ে। ললিতা মুচকি হাসে কুন্দ-লতার আড়ে॥ আনিয়া যমুনার জল চরণ ধোয়ায়। নিজ পীত বাস দিয়া চরণ মোছায়॥ শ্যাম বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী। জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গা চরণ মাধুরী॥ ৮॥

ভাবার্থ। শ্রীমতীর প্রেমভরে অঙ্গ গদগদ, তাই সখীর অঙ্গে হিলন দিয়া বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। নাগর উঠিয়া বলিলেন—এস এস, তোমাকে দেখিয়া আমার মনসিজ (মদন) দূর হইল। চূড়ার ফুল ভাঙ্গিয়া চরণে দিয়া পূজা করিলেন। ধনী গিয়া শ্যামের বামে বসিলেন। জ্ঞানদাস ঐ যুগল রূপ সর্ব্বদা এবং ঐ যুগল চরণ সেবাপ্রার্থী থাকিবেন। ৮

———

রূপানুরাগ

গৌরচন্দ্র

রাগিণী শ্রীরাগমিশ্র—তাল সোমতাল

মরমে লাগিল গোরা না যায় পাসরা। নয়নে অঞ্জন হৈয়া লাগিয়াছে পারা॥ জলের ভিতর ডুবি সেথা দেখি গোরা। ত্রিভুবনময় গোরা চাঁদ হৈল পারা॥ তেঞি বলি গোরা রূপ অমিয়া পাথার। ডুবিল তরুণী মন না জানে সাঁতার॥ বাসুদেব ঘোষ কহে নব-অনুরাগে। সোনার বরণ গোরাচাঁদ হিয়া মাঝে জাগে॥ ১॥

অঞ্জন—কাজল। পারা—মত। পাথার—সমুদ্র। তরুণী—নবীনা স্ত্রী। গোরা-রূপ মনে লাগিয়াছে, কিছুতেই ভুলিতে পারি না। এমন কি জলের ভিতরেও ঐরূপ দেখি, ত্রিভুবনে যেদিকে তাকাই ঐ গোরারূপ দেখি। আমার আঁখি গোরাময় হইয়াছে, অন্য কিছু আর দেখি না, নয়নে কাজল হইয়া লাগিয়া রহিয়াছে। পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ বলিতেছেন যে, সোনার বরণ গৌরাঙ্গরূপ সর্ব্বদা হিয়ায় জাগিতেছে। ১

রাগিণী ধানশী—তাল তেওট

মৈনু মৈনু শ্যাম অনুরাগে। মনোহর মধুর, মুরতি নব কৈশোর, সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥ জীতে পাশরিতে নারি, বল না কি বুদ্ধি করি, শ্যাম শেল পশিল মোর বুকে। টানিলে নাহিক যায়, যত্নে নাহি নিকশয়, অন্তরে জ্বলয়ে ধিকে ধিকে॥

চরণে চরণ থুঞা, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হৈয়া, দাঁড়ায়েছে তেরছা চাহনে। অঙ্গুলি লোলায়ে শ্যাম, কি কথা কহিল গো, সদাই সে কথা পড়ে মনে ॥ কিছু না মোর সহে গায়, কেবা পরতীত যায়, তিনে প্রাণ তিন ঠাঞি ধরি। বসু রামানন্দের বাণী, দিবানিশি নাহি জানি, গোপতে গুমরে মরি মরি ॥ ২ ॥

অর্থ। মৈনু মৈনু—মরিলাম। শেল—অস্ত্রবিশেষ। পশিল—প্রবেশ করিল। তিন ঠাঁই—হৃদি, কণ্ঠ, চরণ, এই তিন ঠাঁই। গোপত—গোপনীয়।

সখীর নিকটে শ্রীমতী রাধারাণী শ্যামের রূপের কথা বর্ণন করিতেছেন, এবং নিজের অবস্থাও বলিতেছেন। সখি! মনোহরণকারী মধুর নবকিশোর মূর্ত্তি সদাই মনে জাগিতেছে। কৃষ্ণ অনুরাগে আমি আর বাঁচিব না। কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। রূপের শেল হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু টানিয়া বাহির করিতে পারি না, যত্নেও বাহির হয় না, অন্তর ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। অঙ্গুলীর সঙ্কেত করিয়া আমাকে কি যে কহিল সর্ব্বদাই তাহা মনে পড়িতেছে। সখি, কাহারও কথা আমার সয় না, আমি জানি না আমি কি হইয়াছি। দিবানিশি জ্ঞান নাই; গোপন বেদনায় ব্যথিত হইতেছি। আমি আর প্রাণে বাঁচিব না। ২

রাগিণী সুহই—তাল ধরা

উজোর হার উর, পীত বসন ধর, ভালে হি চন্দন বিন্দু। মিলিত বলাকিনী, তড়িত জড়িত ঘন, উপরে উজোরল ইন্দু ॥ পেখলুঁ শ্যামরু ধাম। কুঞ্জ সমীপে, নীপ অবলম্বনে, রহই ত্রিভঙ্গিম ঠাম ॥ চরণ অবধি বন, মালা বিরাজিত, হেরইতে উনমতি হোই। মধুকর ছলে কত, বরজ রমণী চিত, তহি রহু গতি মতি খোই ॥

মুরলী আলাপি, ঝাঁপি গগনাবধি, গায়ত কতহু সুতান। ভণ ঘনশ্যাম, দাসচিত ঝুরত, মাদন রায় পরমাণ ॥ ৩ ॥

উজোর—উজ্জ্বল উর—বক্ষস্থল। ভালেহি—কপালে। বলাকিনী—বক শ্রেণী। তড়িত—বিদ্যুৎ। ঘন—মেঘ। ইন্দু—চন্দ্র। পেখলুঁ—দেখিলাম। শ্যামরুধাম—মূর্ত্তিমান শ্যামশরীর। নীপ—কদম্ব। বনমালা—যে সময়ে যেই ফুল জন্মে তাহা একত্র করিয়া মালা গাঁথিয়া জানু (হাঁটু) পর্য্যন্ত লম্বা করিতে হয় ও তাহার পুষ্পগুচ্ছ দ্বারা একটি গোলক প্রস্তুত করিয়া যে মালা হয় তাহাকে বনমালা বলে। উনমতি—উন্মত্তা। ৩

তুড়ী রাগিণী—তাল গঞ্জল

কেন গেলাম যমুনার জলে। নন্দের নন্দন চাঁদ, পাতিয়া রূপের ফাঁদ, ব্যাধ ছলে কদম্বের তলে ॥ দিয়া হাস্য সুধাচার, অঙ্গ ছটা আঠা তার, আঁখি পাখী তাহাতে পড়িল। মনোমৃগী হেন কালে, পড়িল রূপের জালে, শূন্য দেহ-পিঞ্জর রহিল ॥ লজ্জা ছিল হেমাগার, গুরু গৌরব সিংহদ্বার, ধরম কপাট ছিল তায়। বংশীরব বজ্রাঘাতে, পড়ি গেল অকস্মাৎ, সমভূমি করিল আমায় ॥ ধৈর্য্যশালে মত্ত হাতী, বান্ধা ছিল দিবারাতি, ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষ অঙ্কুশে। দম্ভের শিকল কাটি, পালাইয়া গেল ছুটি, না পাইলাম তাহার উদ্দেশে ॥ কালিয়া কুটিল বাণে, কুলশীল ধরি টানে, অতএ উঠিল ব্রজবাস। প্রাণমাত্র আছে বাকি, তাহাও বুঝি যায় সখী, ভণয়ে জগদানন্দ দাস ॥ ৪ ॥

অর্থ—চার···আকর্ষণীবস্তু। হেমাগার···স্বর্ণরক্ষিত ঘর। অঙ্কুশ···ঘাতন যন্ত্র। শ্রীমতী ঘরে ফিরিয়া সখীদের নিকট নিজের অবস্থা বর্ণন করিতেছেন,

যমুনায় গিয়া দেখিলাম নন্দের দুলাল (কৃষ্ণ) রূপের ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে, তাহার অঙ্গ-ছটা আঠার মত, আমার আঁখিরূপ পাখীটি সেই আঠাতে জড়িত হইয়া সেই জালে পড়িল, আমার মনরূপী মৃগীও (হরিণী) সেই ব্যাধের জালে বদ্ধ হইল। আমার দেহ-পিঞ্জর শূন্য পড়িয়া রহিল। সকলই চলিয়া গেল। লজ্জা স্বর্ণকুঠরীর প্রায় সুরক্ষিত ছিল, সেই কুঠরীর দ্বারটি ধর্ম্মের দ্বারা প্রস্তুত ছিল। কিন্তু বংশীরব রূপ বজ্রাঘাতে সকল ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গেল। আমার আর উঁচু নীচু কিছু রহিল না সমান করিয়া দিল, আমার ধৈর্য্য মত্ত হস্তীর ন্যায় সহিষ্ণু ছিল, কিন্তু কটাক্ষরূপ অঙ্কুশাঘাতে পাগল হইয়া কোথায় পলাইয়া গেল, তাহার আর কোন সন্ধান মিলিল না! শ্রীকৃষ্ণের কুটিল কটাক্ষবাণে আমার কুল, শীল, মান, ধৈর্য্য সকল গেছে, কেবল প্রাণমাত্র বাকি আছে! মঞ্জরী ভাবাপন্ন পদকর্ত্তা জগদানন্দ বলিতেছেন। ৪

রাগিণী ভীমপলশ্রী—তাল মধ্যম দশকুশী অথবা মধ্যম একতালী

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥ হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। পরাণ পিরীতি লাগি স্থির নাহি বান্ধে॥ কি আর বলিব সই কি আর বলিব। যে পণ করেছি চিতে সেই সে করিব॥ দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তায়। দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গায়॥ হাসিতে খসিয়া পরে কত মধুধার। লহু লহু কহে কথা পিরীতির সার॥ গুরু গরবিত মাঝে বসি নানা রঙ্গে। পুলকে পূরিয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥ পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার। নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥ ঘরের সকল লোক করে কানাকানি। জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাও আগুনি॥ ৫॥

রাগিণী ভীমপলশ্রী—তাল মধ্যম একতালী

রূপে ভরল দিঠি, সোঙরি পরশ মিঠি, পুলকনা তেজই অঙ্গ। মোহন মুরলী রবে, শ্রুতি পরিপূরিত, না শুনে আন পরসঙ্গ ॥ সজনী অবকি করবি উপদেশ। কানু অনুরাগে মোর, তনু মন ছোড়ল, না শুনে ধরম লব লেশ ॥ নাসিকা সে অঙ্গের, সৌরভে উনমত, বদন না লয় আন নাম। নব নব গুণ গণে, ধাঁধল তনু মনে, ধরম রহব কোন ঠাম ॥ গৃহপতি তরজনে, গুরুজন গরজনে, কো জানে উপজয়ে হাস। তহি এক মনোরথ, যদি হয় অনুরত, পুছত গোবিন্দ দাস ॥ ৬ ॥

ভাবার্থ। দিঠি···নয়ন। সোঙরি···স্মরণ করিয়া। শ্রুতি······কর্ণ। পরসঙ্গ···প্রসঙ্গ। ঠাম···স্থান। তরজন···তর্জ্জন। গরজন···গর্জ্জন।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া আমার চক্ষু পূর্ণ হইয়াছে। তাহার সেই রসাল স্পর্শ মনে করিতে আমার শরীর পুলকিত হইতেছে, এবং তাহার বাঁশী শুনিয়া আমার কর্ণদ্বয় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অন্য কোন কথা আর শুনিতে পাই না। আমার নাসিকায় কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ ভিন্ন অন্য কোন গন্ধ প্রবেশ করে না, এবং বদনও কৃষ্ণনাম ভিন্ন অন্য কোন কথা বলে না। গুরুজনের ও স্বামীর তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিলে কেন জানি না আমার হাসি পায়। ইত্যাদি। ৬

বংশীধ্বনি শ্রবণে

রাগিণী বেহাগ—তাল লোফা

মন্দ মন্দ মধুর তান, মুরলী কুঞ্জে বাজিলরে। নব নায়রী শ্রীরাধে, অনঙ্গ রঙ্গে মাতিল রে ॥ উঠত বসত খসত কেশ, মুরলী শবদে শ্রবণ ভেদ, পুলকে পূরল সবহু অঙ্গ, প্রেমতরঙ্গে

ভাসল রে, ভুবন মোহন মোহিনী বেশ, রূপে উজরল সকল দেশ, সঙ্গে বরজ রঙ্গিণীগণ, শ্যাম দরশনে সাজল রে ॥ গমন জিনিয়া কুঞ্জররাজ, নূপুর কিঙ্কিণী মধুর বাজ, সৌরভে আকুল, মধুকরকুল, মধুলোভে সঙ্গে ছুটল রে। শিখীকুল আজ আনন্দে রঙ্গে, নাচি নাচি নাচি চলত সঙ্গে, শোভা হেরি দাস পরমানন্দ, সুখসিন্ধু সলিলে ডুবিল রে ॥ ৭ ॥

ভাবার্থ। শ্রীমতী রাধারাণী শ্যামের বাঁশরীর মধুর তান শ্রবণ করিয়া আনন্দিত মনে শ্যামদরশনে বাহির হইলেন। গজরাজনিন্দিত গতিতে হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিলেন, সেই শোভা দর্শনে দাস পরমানন্দ আনন্দে ডুবিয়া রহিল। ময়ূর নাচিতে নাচিতে ও ভ্রমর মধুলোভে গুন্ গুন্ শব্দ করিয়া শ্রীমতীর অনুগামিনী হইল। ৭

অভিসারিকা শ্রীমতী রাধারাণীর রূপ বর্ণনা

তাল—দাশপাহিড়া

চন্দ্রবদনী ধনী মৃগনয়নী। রূপে গুণে অনুপমা রমণী মণি ॥ মধুরিম হাসিনী, কমল বিকাশিনী, মোতিম হারিণী কম্বু কণ্ঠিনী। থির সৌদামিনী, গলিত কাঞ্চন জিনি, তনু রুচি ধারিণী পিকবচনী ॥ উরজে লম্বিত বেণী, মেরু পরে যেন ফণী, আভরণ বহুমণি, গজ-গামিনী। বীণা পরিবাদিনী, চরণে নূপুর ধ্বনি, রতিরসে পুলকিনী জগমোহিনী ॥ সিংহ জিনি মাঝ খিণী, তাহে মণি কিঙ্কিণী, ঝাঁপি উরমী তনু পদ অবনী। বৃষভানু নন্দিনী, জগজন বন্দিনী, দাস রঘুনাথ পহুর মন হারিণী ॥ ৮ ॥

ভাবার্থ। পদকর্ত্তা রঘুনাথ দাস গোস্বামী সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমতীর মুখমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় তৃপ্তিদায়ক, নয়নযুগল হরিণীর ন্যায়, হাসিখানি মধু মাখা, যেন প্রস্ফুটিত পদ্ম, গলে মতির মালা, ধনির কম্বুকণ্ঠ (শঙ্খের ন্যায় তিনটি রেখাবিশিষ্ট কণ্ঠকে কম্বুকণ্ঠ বলে)। ধনীর অঙ্গের বর্ণখানি যেন স্থির বিদ্যুতের ন্যায়, অথবা গলিত স্বর্ণের ন্যায়। বক্ষস্থলে বেণীটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। যেন স্বর্ণ-পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপরে কালো সর্প দুলিতেছে। ধনী গজগামিনী। চরণের নূপুরের শব্দে যেন বীণা বাজিতেছে। ধনীর কটিদেশ সরু, তাহাতে আবার মণি-কিঙ্কিণী শোভিত। বৃষভানুর (রাধার পিতা) নন্দিনী জগজন-পূজ্যা রঘুনাথ দাসের প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মন-হরণ-কারিণী। ৮

(মিলন)

তাল দাশপাহিড়া—রাগিণী কেদার

আবেশে সখীর গলে ধরি। চললহি বৃন্দাবনে রসের আগোরী॥
পদ দুই চলি ধনী রাই। সখীরে পুছই ধনী কাঁহা মাধাই॥
চকিত নয়নে ঘন চায়। মাধবী তরুর তলে দেখে শ্যাম রায়॥
পুলকে পূরিল সব দেহা। বিথার বেশভূষা নাহি মানে থেহা॥
ধাই চলিল বিনোদিনী। মধুর শবদ করে নূপুর কিঙ্কিণী॥
রাধা ধ্যানে নিমগন শ্যাম। নিঃশবদে ধনী যাই বৈঠল বাম॥
কণ্ঠ ধরি কহে মিঠি বোল। চমকি উঠিয়া শ্যাম ধনী করে কোল॥
সখীগণ ঘন করতালি। এ যদুনন্দন দূরে করে ভালি ভালি॥ ৯॥

ভাবার্থ। রাই ধনী সখীর কণ্ঠ ধরিয়া বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, শ্যামনাগর ধ্যানমগ্ন যোগীর মত মাধবীতলে বসিয়া আছেন। বিনোদিনী কোন শব্দ না করিয়া শ্যামের বামদিকে বসিয়া কণ্ঠ আবেষ্টন করিয়া অতি মধুর স্বরে কথা কহিলেন। তাহাতে রাধা-ধ্যান-নিমগ্ন শ্রীকৃষ্ণ চমকিয়া উঠিয়া রাই ধনীকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিলেন, তাই দেখিয়া সখীগণ করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পদকর্ত্তা দূরে দাঁড়াইয়া এই মিলন দেখিতেছেন। ৯

রূপানুরাগ (৩)

গৌরচন্দ্র

শ্রীরাগ—তাল মধ্যম দশকুশি

গোরারূপ লাগিল নয়নে। কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে স্বপনে। যেদিকে ফিরাই আঁখি সেইদিকে দেখি। পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি॥ কি ক্ষণে দেখিলাম গোরা কিনা মোর হইল। নিরবধি গোরারূপ নয়নে লাগিল॥ চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ। বাসু ঘোষ কহে গোরা রমণী মোহন॥ ১॥

ভাবার্থ। পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ গৌরাঙ্গের রূপ দেখিয়া বলিতেছেন—গোরারূপ আমার নয়নে এমনভাবে লাগিয়াছে যে, আমি দিবানিশি এবং স্বপনেও ঐরূপ দেখিতেছি। পিছলিতে (সরাইয়া লইতে) ইচ্ছা করি কিন্তু আমার নয়ন সরিয়া আসে না। কি ক্ষণে রূপ দেখিয়াছি, এখন আর আমার নয়ন ছাড়িতে চাহে না। মনকেও নিবারণ করিতে পারিতেছি না। এই গোরা আর কেহ নহে—এই সেই রমণীমোহন শ্রীনন্দনন্দন বটে। ১

রাগিণী ভূপালী মিশ্র—তাল মধ্যম দশকুশি

বেলি অবসান কালে, একা গিয়াছিলাম জলে, জলের ভিতরে শ্যাম রায়। ফুলের চূড়াটি মাথে, মোহন মুরলী হাতে, পুনঃ শ্যাম জলেতে লুকায়॥ পুনঃ জলে ঢেউ দিতে, বিম্ব উঠে আচম্বিতে, বিম্বের মাঝারে শ্যামরায়। পুনঃ জলে দিতে ঢেউ,

কোথাও না দেখি কেউ, জল স্থির হলে দেখি তায় ॥ কর বাড়াইয়া যাই, শ্যামের নাগাল নাহি পাই, কান্দিতে কান্দিতে আইলাম ঘরে। আমি অতি অভাগিনী, না পেলাম শ্যাম গুণমণি, সেই দুঃখে হৃদয় বিদরে ॥ বসু রামানন্দের বাণী, শুন শুন ঠাকুরাণী, অকারণে জলে নেবে ছিলে। বুঝিতে নারিলে মায়া, জলে ছিল অঙ্গছায়া, শ্যাম ছিল কদম্বেরি তলে ॥ ২ ॥

রাগিণী মাথুর—তাল তেওট

অলপ বয়সে মোর, শ্যাম-রসে জরজর, না জানি কি হবে পরিণামে। যদি নয়ন মুদে থাকি, অন্তরে গোবিন্দ দেখি, নয়ন মেলিলে দেখি শ্যাম ॥ যদি চলি যাই পথে, শ্যাম যায় মোর সাথে সাথে, চরণে চরণ ঠেকাইয়া। ভ্রমেতে ফিরাই আঁখি, কোথা কিছু নাহি দেখি, মনে থাকি যেন মূরছিয়া ॥ কহিলাম তব আগে, দাগা পেলাম শ্যাম দাগে, এ ছার জীবনে কিবা দায়। তিল তুলসী দিয়া, সমর্পণ কৈলু হিয়া, জনমের মত রাঙ্গা পায় ॥ কানেতে কুণ্ডল লব, যোগিনী হইয়া যাব, এ ছার গৃহ পরিহরি। কৃষ্ণ নাম লব মুখে, যাইবে জনম সুখে, যদু কহে এই বাঞ্ছা করি ॥ ৩ ॥

ভাবার্থ। সখি, আমি নয়ন মুদ্রিত করিলে হৃদয় মধ্যে গোবিন্দকে দেখিতে পাই, আবার বাহিরে তাকাইলেও গোবিন্দ দেখিতে পাই, সর্ব্বত্র কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতে পাই। এই অল্প বয়সে আমার এই কি হইল এবং পরিণামে কি হইবে তাহা বলিতে পারি না। পথে চলিবার কালে মনে হয় যেন শ্যাম আমার অঙ্গে অঙ্গ

ঠেকাইয়া সঙ্গে চলিতেছে, কিন্তু ফিরিয়া তাকাইতে কিছু দেখিতে না পাইয়া লজ্জিত হইয়া থাকি। মনে করিয়াছি এ ঘর-সংসারে আর রহিব না, তিল-তুলসী দিয়া কৃষ্ণ-পদে প্রাণ সমর্পণ করিব এবং যোগিনীর বেশ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণের নাম করিব। এই কথা শুনিয়া যদুনাথ দাস বলিতেছেন যে, আমিও এই বাঞ্ছা করিয়া বসিয়া আছি যে, তোমার মুখে ঐ কৃষ্ণনাম শুনিয়া আমার জীবনের আশা মিটাইব। ৩

তাল দাশপাহিড়া—রাগিণী সিন্ধুরা মিশ্র

এমন কালিয়া চাঁদের কে বানাল বেশ। অকলঙ্ক কুলেতে কলঙ্ক পরবেশ॥ গগনেতে একই চাঁদ এইমাত্র জানি। ঘাটের কূলে চাঁদের গাছ কে রুপিল আনি॥ চাঁদের গাছ চাঁদের পাতা চাঁদের ফুল ফলে। এমন কভু দেখি নাই চাঁদের গাছ চলে॥ দশ চাঁদ নাচে গায় মুরলীর রন্ধ্রে। আর দশ চাঁদ তার চরণ অরবিন্দে॥ চূড়ায় কতেক চাঁদ দেখি লাগে ধান্ধা। কপালে কতেক চাঁদ মন রইল বান্ধা॥ যদুনাথ দাস কহে দেখ না যাইয়া। চাঁদ নয় নন্দসুত রয়েছে দাঁড়াইয়া॥ ৪॥

অর্থ। দশচাঁদ নাচে মুরলীর রন্ধ্রে···দশটি অঙ্গুলীতে দশটি নখরূপ চন্দ্র ঝলমল করিতেছে। চরণের অঙ্গুলীতেও দশটি নখ-চাঁদ স্বরূপ। চূড়ায় চন্দ্র··· ময়ূরপুচ্ছের মধ্যে যে চন্দ্রাকৃতি থাকে, তাহা দেখিয়া যদুনাথ দাস বলিতেছেন, এ চাঁদ নয় দেখ গিয়া নন্দনন্দন দাঁড়াইয়া আছেন। ৪

ভূপালী তাল—মধ্যম একতালা

রূপ দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে। এত কি সহিতে পারে অবলা পরাণে॥ দ্বিগুণ দহয়ে তনু মুরলীর স্বরে। কুলীন

সাপিনী যেন গরল উগরে ॥ আর তাহে তাপ দেয় পাপ ননদিনী। ব্যাধের মন্দিরে যেমন কম্পিতা হরিণী ॥ নবীন পাউসের মান মরণ না জানে। নব অনুরাগে চিত ধৈরজ না মানে ॥ আর ঘরে রইতে কহনা বিচার। যদুনাথ দাস বলে কর অভিসার ॥ ৫ ॥

অর্থ। কুলীন সাপিনী…গর্ত্ত মধ্যে অবস্থিতা সাপিনী। নবীন পাউস ·· নূতন জলস্রোত যখন পুকুরে পতিত হয় তাহাকে পাউস বলে। ৫

মাথুর রাগিণী—তাল তিওট

সইলো আমার বঁধুরে দেখিতে সাধ লাগে। যব ধরি হেরি তারে, রহিতে না দিল ঘরে, সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥ সাজাইয়া যৌবন ডালা, আগে ধরি ফুলমালা, শ্যামেরে নিছনি দিব তায়। আপনি বিকাবে যে, তারে নিষেধিবে বা কে, লোক মাঝে ঘুচাইব দায় ॥ না শুনিব কার কথা, ঘুচাব মনের ব্যথা, যাব কুঞ্জে নিশান উড়াইয়া। জগন্নাথ দাস কয়, আর বিলম্ব উচিত নয়, চল কুঞ্জে মন দঢ়াইয়া ॥ ৬ ॥

ভাবার্থ। সখি, আমায় সাজাইয়া দাও, আমি বঁধুকে দেখিতে যাইব, আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না—আমি আপনি ঐ পদে বিক্রীত হইয়াছি, আমি কাহারও ভয় রাখি না, নিশান তুলিয়া কুঞ্জে প্রবেশ করিব। সকলেই জানিতে পারে আমি এমন ভাবেই অভিসার করিব। ৬

শ্রীমতীর অভিসার ও মিলন

নব যৌবনী ধনী চলু অভিসার। নব নব রঙ্গিণী রসের পাথার ॥ নীল বসন রাধার শ্রীঅঙ্গে সাজে। কনক কিঙ্কিণী ঘন ঘন বাজে ॥

চরণেতে বঙ্করাজ বাজে রণু ঝুণু। মদনবিজয়ী হাতে ফুলধনু ॥
বৃন্দাবনে ভেটল শ্যামরায়। নব নব কোকিল পঞ্চম গায় ॥
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর। গোবিন্দ দাসের সুখের নাহি ওর ॥ ৭ ॥

অর্থ। শ্রীমতী রাধারাণী অভিসারে বাহির হইতেছেন। সঙ্গের সঙ্গিনীগণও রসের সাগরবিশেষ, শ্রীমতী যেমন সঙ্গিনীগণও তেমনি। শ্রীমতী নীলবসন-পরিহিতা কৃষ্ণাভিসারে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষ রজনীর যোগ্যবেশে। অন্যভাবে নীলবসন শ্রীমতীর নিত্যবেশ, কোন সময় বিশেষের জন্য নহে। চরণেতে বাঁকা মল ও কটিতে সোনার কিঙ্কিণী রুণু ঝুনু শব্দ করিতেছে, এবং হাতে ফুলধনু। তাহা মদনকেও পরাজিত করিতেছে। শ্রীমতী বৃন্দাবনে শ্যামের সহিত মিলিত হইয়াছেন। দু'জনে দু'জনার মুখ দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছেন দেখিয়া পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসের সুখের সীমা নাই। ৭

শ্রীমতী রাধার আক্ষেপ অনুরাগ

গৌরচন্দ্র

রাগিণী স্থহই—তাল সমতাল

গোরা অনুরাগে মোর পরাণ কাতরে। নিরবধি ছল ছল আঁখিজল ঝরে॥ গোরা গোরা করি মোর কি হইল বিয়াধি। নিরবধি পড়ে মনে গোরা গুণনিধি॥ কি করিব কোথা যাব গোরা অনুরাগে। অনুক্ষণ গোরা প্রেম হিয়ার মাঝে জাগে॥ গৌরাঙ্গ পিরীতিখানি বড়ই বিষম। বাসু কহে নাহি রহে কুলের ধরম॥ ১॥

রাগিণী ধানশী—তাল দোঠুকি

শুনিয়া দেখিনু, দেখিয়া ভুলিনু, ভুলিয়া পিরীতি কৈনু। পিরীতি বিচ্ছেদে, না রহে পরাণ, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু॥ সই কে বলে পিরীতি ভাল। শ্যাম বঁধুর সনে, পিরীতি করিয়া, পাঁজর ধসিয়া গেল॥ পিরীতি মিরিতি, তুলে তোলাইতে, পিরীতি গুরুয়া ভার। পিরীতি বেয়াধি, যারে উপজয়ে, সে বুঝে না বুঝে আর॥ সবেই কহয়ে, পিরীতি কাহিনী, কে বলে পিরীতি ভাল। কানুর পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে, পাঁজর ধসিয়া গেল॥ জীবনে মরণে, পিরীতি বেয়াধি, হইল যাহার অঙ্গে। জ্ঞানদাস কহে, কানুর পিরীতি, নিতি নৌতুন রঙ্গে॥ ২॥

ভাবার্থ। সখীকে সম্বোধন করিয়া শ্রীমতী রাধারাণী বলিতেছেন। সখি, প্রথমে আমি লোকমুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপের ও গুণের কথা শ্রবণ করি। শ্রবণ করিয়া একদিন তাঁহাকে দেখিলাম, কিন্তু দেখামাত্র ভুলিয়া গেলাম এবং পিরীতি করিলাম। কিন্তু এখন পিরীতি বিচ্ছেদে প্রাণে বাঁচা দায় হইল। সই, পিরীতি ভাল এই কথা কে বলে? কৃষ্ণসনে পিরীতি করিয়া আমার সুখ হইল না। একদিন মনে ভাবিলাম যে, পিরীতি ভারী কি মৃত্যু ভারী। ওজন করিয়া দেখিতে তুলায় চড়াইলাম। দেখিলাম পিরীতির দিকটা ঝুলিয়া পড়িল (মিরিতি···মৃত্যু) পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে, কানুর পিরীতির নিত্য নূতন ভাব হইয়া থাকে। ২

রাগিণী বিভাষ মিশ্র—তাল মধ্যম একতালী

নন্দ সুত সঙ্গে, দোষিত যোষিত, কে নহে গোকুল নারী। হাম অভাগিনী, কুলকলঙ্কিনী, কহিতে নয়নে বহে বারি ॥ অন্যের যে অপযশ, গাইতে শুনিতে দোষ, সত্য এই বিধির বিধান। আমার কলঙ্ক যত, গান করে ভাগবত, ফুকারই বেদ পুরাণ ॥ কেহ গায় ধীরে ধীরে, কেহ গায় উচ্চৈঃস্বরে, কেহ বা জপয়ে মনে মনে। আর এক আশ্চর্য্য কথা, সখী হে শুনেছ কথা, গুরু দেহ সেবকের কানে ॥ আমার কথা কবে যেই, আমার মত হবে সেই, বসিয়া কহিলাম বৃন্দাবনে। বসু রামানন্দ দুঃখে, বচন না স্ফুরে মুখে, ধারা বহে যুগল নয়নে ॥ ৩ ॥

ভাবার্থ। যোষিত···স্ত্রীলোক, নায়িকা। সখি, নন্দসুত সনে কোন্ নারী দোষিত নহে? শুধু আমিই কেবল কলঙ্কিনী হইলাম। অন্যের দোষের কথা বলা অন্যায়, এই বিধির বিধান, কিন্তু লোকে আমায়ই যত কথা বলে কেন? এমন কি বেদ পুরাণেও লিখিত হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য গুরু শিষ্যের কানে

আমার কলঙ্কই বলিয়া থাকে, আর কি মানুষ নাই? সখী, যে আমার কথা বলিবে সে আমার মত হইবে, অর্থাৎ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া দিবানিশি কাঁদিবে আমি এই অভিসম্পাত করিলাম। ৩

রাগিণী—শ্রীরাগ—তাল দোঠুকি

পিরীতি সুখের, সাগর দেখিয়া, নাহিতে নামিলাম তায়। নাহিয়া উঠিতে, ফিরিয়া চাহিতে, লাগিল দুঃখের বায়॥ কেবা নিরমিল, প্রেম সরোবর, নিরমল তার জল। দুঃখের মকর ফিরে নিরন্তর, প্রাণ করে টলমল॥ গুরুজন জ্বালা, জলের শিহালা, পরশী জীয়ল মাছে। কুল পানিফল, কাটা যে সকল, সলিল বেড়িয়া আছে॥ কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়, ছাকিয়া খাইনু যদি। অন্তরে বাহিরে, কুটু কুটু করে, সুখে দুঃখ দিল বিধি॥ কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনী, সুখ দুঃখ দুটি ভাই। সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি, দুঃখ যায় তার ঠাঁই॥ ৪॥

ভাবার্থ। পিরীতির সুখময় সাগর দেখিয়া তাহাতে স্নান করিলাম। কিন্তু স্নান করিয়া উপরে উঠিতেই দুঃখ আসিয়া উপনীত হইল। চাহিয়া দেখি দুঃখরূপ মকর রহিয়াছে, গুরুজন জ্বালা-স্বরূপ শেওলা রহিয়াছে, কলঙ্করূপ পানা ও প্রতিবেশীরূপ জীয়ল মাছ (শিঙিমাছ) এবং কুলরূপ পানিফল রহিয়াছে। এরাই দুঃখের কারণ। পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস বলিতেছন যে, সুখ আর দুঃখ দুটি ভাই, যেখানে সুখ সেখানেই দুঃখ—বিনোদিনী, আমার এই কথা মনে রাখিও। ৪

শ্রীমতীর এই আক্ষেপ বাণী শ্রবণ করিয়া প্রিয় সখী উপদেশ বাক্য বলিতেছেন

রাগিণী ধানশী—তাল ছোট দশকুশি

সুন্দরী ধরবি বচন হামার। কানুক প্রেম, রতন পুনঃ গোপবি,

বেকত করবি কুলাচার ॥ ধৈরজ লাজ, করণ তুয়া সমুচিত, শুনবি গুরুজন ভাষ। আপনাক মান, আপে পুনঃ রাখবি, যৈছে নহত উপহাস॥ তুয়া সম কো পুনঃ, আছয়ে ত্রিভুবন, কুলশীল গুণবন্ত। ঐছন দুহু কুল, হেরইতে উজোর, ধনজন গৌরব অন্ত॥ ভাব অন্তরে যব, হোয়ত অঙ্কুর, আনতহি দেয়বি চিত। গোবিন্দদাস কহ, ঐছন প্রেম নহ, অনুরাগ গতি বিপরীত॥ ৫ ॥

ভাবার্থ। প্রিয় সখী বলিতেছে—সুন্দরী, তুমি আমার কথা শুন। কৃষ্ণ সনে যে প্রেম করিয়াছ, তাহা গোপন রাখিয়া কুলাচার মত কার্য্য করিবে। কারণ, তোমার উভয় কুল গৌরবযুক্ত। তোমার মনে যখন ভাবের উদয় হইবে তৎক্ষণাৎ মন অন্য দিকে চালনা করিবে। আমার কথামত কার্য্য কর, কোন বিঘ্ন হইবে না। ৫

প্রিয় সখীর হিতোপদেশ শ্রবণ করিয়া শ্রীমতী দুঃখ করিয়া বলিতেছেন যে সখী

রাগিণী সুহই—তাল কাটা সমতাল

সখা হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও। জীয়ন্তে মরিয়া যে, আপনা খাইয়াছে, তারে তুমি কি আর বুঝাও॥ ধ্রু ॥ নয়ন পুতলী করি, লইয়াছি মোহন রূপ, হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ। পিরীতি আগুন জ্বালি, সকলি পোড়াঞাছি, জাতি কুলশীল অভিমান॥ না জানি যে মূঢ় লোকে, কি জানি কি বলে মোকে, না করয়ে শ্রবণ গোচরে। স্রোত বিথার জলে, এ তনু ভাসাঞাছি, কি করিবে কুলের কুকুরে॥ খাইতে শুইতে রইতে, আন নাহি

লয় চিতে, বঁধু বিনে আন নাহি ভায়। মুরারি গোপতে কহে, পিরীতি এমতি হৈলে, তার গুণ তিন লোকে গায় ॥ ৬ ॥

ভাবার্থ। শ্রীমতী সখীর উক্তি শুনিয়া বলিতেছেন, হে সখী, উপদেশ না দিয়া তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও, আমার নিকট থাকিতে হইবে না। আমাকে কি বুঝাইবে, আমি নিজেই নিজেকে বিকাইয়াছি। পিরীতি আগুনে কুলশীল মান সকল পোড়াইয়াছি, লোক যা ইচ্ছা বলুক, কিন্তু আমি পিরীতি স্রোত জলে দেহ ভাসাইয়াছি, কুলের কুকুরে আমার কি করিবে? তাহারা কুলে থাকিয়া ডাকিবে মাত্র, কিন্তু আমি ভাসিয়া যাইব। পদকর্ত্তা মুরারি গুপ্ত বলিতেছেন, একেই পিরীতি বলে, এমন পিরীতি হইলে ত্রিভুবন তার গুণ গান করিবে। ৬

রাগিণী ধানশী—তাল দাশপাহিড়া

কানু অনুরাগে ঘরে রহিতে না পারি। কেমনে দেখিব তারে কহনা বিচারি ॥ গুরুজন নয়ন পাপগণ বারি। কেমনে মিলিব সখা নিশি উজিয়ারি ॥ কানুর পিরীতি হাম ছাড়িতে নারিব। রহিতে না পারি ঘরে কেমনে যাইব। শুনি কহে সব সখী শুন মোদের বোল। সবহুঁ ঘুমায়র নহ উতরোল ॥ যৈছন যামিনী কাহিনী ঘোর। তৈছনে বেশ বনায়ব তোর ॥ এতহি কহই করু বেশ বনান। ধনী অনুরাগিণী জ্ঞানদাস ভাণ ॥ ৭

রাগিণী গান্ধার—তাল মধ্যম একতালী

কি কাজ ভূষণে আমার কি কাজ ভূষণে। মন যে করে, শ্যামের তরে, পরাণ তা জানে ॥ নয়ান ভূষণ, শ্যাম দরশন, শ্রবণ ভূষণ গুণে। করের ভূষণ, শ্রীপদ সেবন, বদন ভূষণ

নামে ॥ অন্তর ভূষণ, শ্যাম প্রেমমণি, জিনি মনমথ বাজে। হৃদয় ভূষণ, সে কর পল্লব, কুচ কলসের মাঝে ॥ কণ্ঠের ভূষণ, কলঙ্কের হার, নাসার ভূষণ গন্ধ। পিরীতি ভূষণ, প্রতি তনু মন, কহয়ে দাস গোবিন্দ ॥ ৮ ॥

ভাবার্থ। সখীগণ ভূষণ পরাইবার কথা বলিতে বিনোদিনী বলিলেন—সখী, আমাকে তোমরা কি ভূষণ পরাইবে, আমি সকল ভূষণই পরিয়াছি। এই দেখ আমার নয়নের ভূষণ শ্যাম দরশন, শ্রবণ ভূষণ শ্যাম নাম, কণ্ঠের ভূষণ কলঙ্কের হার ইত্যাদি ভূষণ পরিধান করিয়াছি। আমার আর ভূষণে কাজ কি! কিন্তু সখীগণ তাহাতে ভুলিবে কেন? তাহাদের কর্ত্তব্য করিতে লাগিল। ৮

রাগিণী সুহই—তাল ছোট দশকুশি

ললিতা উল্লাস প্রাণী, সুবর্ণের চিরুণী আনি, মন সাধে আঁচড়িল চুল। বিশাখা কবরী বান্ধে, করি মনোহর ছান্দে, সারি সারি দিল নানা ফুল ॥ চিত্রা সময় জানি, সুবর্ণের সিঁথি আনি, যতনে দেওল সিঁথীমূলে। চম্পকলতিকা ধনী, অপূর্ব্ব সিন্দূর আনি, যতনে পরায়ল ভালে ॥ নানা রত্ন কর্ণমূলে, রঙ্গদেবী পরাইলে, শোভা অতি কহনে না যায়। সুদেবী হরিষ হইয়া, গজমতি হার লৈয়া, গলে দিয়া নিরখিয়া রয় ॥ বাকি আভরণ ছিল, তুঙ্গবিদ্যা পরাইল, ইন্দুরেখা পরায় নূপুর। গোবিন্দ দাস অভিলাষী, হইতে রাধার দাসী, তবহি মনোরথ পূর ॥ ৯ ॥

রাগিণী শঙ্করাভরণ—তাল লোফা অথবা ঝাঁপতাল

ধনী চলিল রে, আমার রাই কমলিনী, শ্যাম দরশনে। ধনীর

আকুল চিত্ত, নয়ন নৃত্য, খঞ্জন জিনিয়া রে ॥ ঘন গরজিত, হৃদি উলসিত, ধায় তৃষিত চাতকী রে ॥ শ্যাম দরশনে। ধনী আপনি কহে বঁধুর কথা, আপনি ঢুলায় বদনখানি। আহা মরি মরি, কি রূপ মাধুরী, কানু মনোহারি যায় রে ॥ শ্যাম দরশনে। ধনী ভাবিতে ভাবিতে বঁধুর কথা, আপনি কহে আপন মনে। এসো এসো ওহে পরাণ বঁধুয়া, নিয়ড়ে বৈস কানরে ॥ শ্যাম দরশনে। তখন হাসিয়া কহত ললিতা সখী, ধনী ধনী অনুরাগিণী। শশিশেখর হেরিয়া বিভোর, সফল জনম মানরি ॥ শ্যাম দরশনে ॥ ১০

মিলন

রাগিণী ধানশী—তাল দোঠুকি

রাই কনক মুকুর কাঁতি। শ্যাম বিলাসের সুন্দর তনু, সাজয় কতেক ভাঁতি ॥ নীল বসন, রতন ভূষণ, জলদে দামিনী সাজে। চাঁচর কেশের, বিচিত্র বেণী, দুলিছে হিয়ার মাঝে ॥ সিঁথায় সিন্দূর, নয়নে কাজর, তাহে চন্দনেরি রেখা। অরুণের কোণে, নব জলধর, নবীন চাঁদের দেখা ॥ রসের আবেশে, গমন মন্থর, ভাবে ধনী চলি যায়। আধ উড়নী, ঈষৎ হাসিনী, বঙ্কিম নয়নে চায় ॥ শ্যামানন্দ ভণে, নিকুঞ্জ কাননে, কলপ তরুর মূলে। রসের আবেশে, বৈসে বিনোদিনী, শ্যাম নাগরেরি কোলে ॥ ১১

——

অথ সাক্ষাৎ আক্ষেপ

গৌরচন্দ্র

রাগিণী সুহই—তাল সমতাল

দেখি গোরা নীলাচল নাথ। প্রিয় পারিষদগণ সাথ॥ বিভোর হইয়া গোপী ভাবে। কহে পঁহু করিয়া আক্ষেপে॥ আমি তোমা না দেখিলে মরি। উলটি না চাহ তুমি ফিরি॥ করিলা পিরীতি ময় ফাঁদ। হাতে দিলা আকাশের চাঁদ॥ তবে তোমা দেখিতে সন্দেশ। কহে গোরা করিয়া আবেশ॥ ছল ছল অরুণ নয়ান। সরস বিরস বয়ান॥ অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস। কহে কিছু নরহরি দাস॥ ১

ভাবার্থ। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নীলাচলনাথকে (জগন্নাথকে) দেখিয়া ভাবাবেশে কহিতেছেন যে, হে প্রাণনাথ, আমি তোমায় না দেখিয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। কিন্তু তুমি একবারও আমার পানে চাহ না। যখন প্রথম পিরীত করিয়াছিলে তখন কত কি বলিয়াছিলে? এখন তোমার দর্শন পাওয়া ভার হইয়াছে। মহাপ্রভু গোপীভাবে বিভোর হইয়া জগন্নাথকে লক্ষ্য করিয়া এই আক্ষেপ করিতেছেন। ১

রাগিণী ভীমপলশ্রী—তাল মধ্যম একতালী

কুঞ্জহি ভেটল নাগর শ্যাম। ধনী অনুরাগিনী সহজই বাম॥ গদ গদ কহে বাত নাগর পাশ। তুঁহু কাহে মাধব ভেলি উদাস॥ পাহিলহি যত তুঁহু আদর কেলি। সো অব দূরহি দূরহি গেলি॥

হাম তুয়া দরশন লাগিয়া বিভোর। তুঁহু কাহে বচন না শুনসি মোর॥ তুয়া লাগি কুলশীল তেজলু হাম। না জানি কি অবহু আছয়ে পরিণাম॥ জ্ঞানদাস কহ নাহ চতুরাই। ধনী অতি সরল কহয়ে পুনঃ তাই॥ ২

ভাবার্থ। একদিন শ্রীমতী রাধারাণী মনের দুঃখ সহিতে না পারিয়া কুঞ্জে কৃষ্ণ সমীপে উপনীত হইয়া গদ গদ কণ্ঠে বলিতেছেন—হে নিষ্ঠুর, তুমি প্রথমে যে প্রীতি দেখাইয়াছিলা এখন আর তোমার মনের সে ভাব নাই। তুমি কেন আমার কথা শুননা? তোমার জন্য কুলশীল মান ইত্যাদি সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছি, আমার পরিণাম যে কি তাহা জানি না, কিন্তু তুমি আমার প্রতি বিরূপ হইলে কেন? ২

রাগিণী শ্রীরাগ—তাল দোঠুকি

বঁধুহে সকলি আমার দোষ। না জানিয়া যদি, পিরীতি করেছি, কাহারে করিব রোষ॥ সুধার সাগর, সুমুখে দেখিয়া, খাইনু আপন সুখে। কে জানে খাইলে, গরল হইবে, মরিব এতেক দুঃখে। মো যদি জানিতাম, অলপ ইঙ্গিতে, তবে কি এমন করি। জাতি কুল শীল, মজিল সকল, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি॥ অনেক আশার, ভরসা মরুক, দেখিতে করিয়ে সাধ। প্রথম পিরীতি, তাহার নাহিক, তিনভাগের একভাগ॥ যাহার লাগিয়া, যে জন মরয়ে, সে যদি করয়ে আনে। জ্ঞানদাস কহে, এমন পিরীতি, করয়ে সুজন সনে॥ ৩

ভাবার্থ। শ্রীমতী দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, হে বঁধু, আমি না জানিয়া পিরীত করিয়াছি, এখন কাহার দোষ দিব? নিকটে সুধার সাগর দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াছি, কিন্তু ইহা যে শেষে বিষম হইবে তাহা কে জানিত?

আমি যদি আগে জানিতাম তবে এমন করিতাম না। অনেক আশা করিয়াছিলাম, সে সকল দূরে থাকুক, কেবল মাত্র দেখিতে বাসনা করি, ইত্যাদি। ৩

রাগিণী সুহই—তাল লোফা

সেকাল গেল বয়ে হে বঁধু, সেকাল গেল বয়ে। আঁখি ঠারা-ঠারা মুচকি হাসি, কত না করিতে রয়ে॥ বেশের লাগি, দেশের ফুল, না রহিত বনে। নাগরীর সনে, নাগর হয়েছ, আর বা চিনিবে কেনে॥ কূলি ঘিরিয়া বংশী বাইয়া, বেড়াইতে নাম লয়ে। মুখের কথাটি, শুনিতে কত, লোক পাঠাইতা ধেয়ে॥ হাতেতে করিয়া, মাথায় লইনু, তুলিয়া কলঙ্কের ডালা। শেখর কহে, পরের বেদন, নাহি জানে চিকণ কালা॥ ৪

ভাবার্থ। বঁধু, আর সে কাল নাই। যখন আমাকে সাজাইবার তরে দেশের ফুল কুড়াইয়া দিতে এবং একটি কথা শুনিবার জন্যে তাড়াতাড়ি লোক পাঠাইতে, যমুনার কুলে ঘুরে বেড়াইতে, নাম ধরিয়া বাঁশী বাজাইতে, কত হাসি, কত ইসারা ইঙ্গিত করিতে, এখন আর তোমার সে কাল নাই। এখন তুমি ভিন্ন নাগরী পাইয়া নাগর হইয়াছে। ৪

রাগিণী সুহই—তাল দাশপাহিরা

কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান। অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥ রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি। বুঝিতে নারিলাম বঁধু তোমার পিরীতি॥ ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর। পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥ বঁধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও। মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥

বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়। পরের লাগিয়া কি আপন পর হয়॥ ৫

ভাবার্থ। শ্রীমতী বলিতেছেন, হে বঁধু তুমি কি মোহিনী (ভুলাইবার কৌশল) জান তাহা বুঝা কঠিন। তোমার জন্যে আমি আপন জনকে পর করিয়াছি। দিনকে রাত্রি ও রাত্রিকে দিন জ্ঞান করিয়াছি, তাহাতেও যদি তোমার মন না পাইলাম, তবে আমার সম্মুখে দাঁড়াও, তোমাকে দেখিয়া দেখিয়া আমি প্রাণত্যাগ করি। ইত্যাদি। ৫

রাগিণী সিন্ধুড়া—তাল মধ্যম একতালী

পরাণ কাঁদে হে বঁধু তোমা না দেখিয়া। অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া॥ বারেক তোমার দেখা নাই সকল দিনে। কেমনে বা রবে প্রাণ দরশন বিনে॥ এ দুঃখ কাহারে কব কে আছে এমন। তুমি সে পরাণ বঁধু জান মোর মন॥ ছট্‌ফট্‌ করে প্রাণ রহিতে না পারি। ক্ষণে ক্ষণে জীয়ে প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে মরি॥ কুল গেল শীল গেল না রহিল জাতি। জ্ঞানদাস কহে এই বিষম পিরীতি॥ ৬

রাগিণী ধানশী—তাল দাশপাহিড়া

আপন শপথ করি হাত দিয়া মাথে। শুধুই শরীর মোর প্রাণ তুয়া হাতে॥ বঁধু হে তোমারে বুঝাই। সবাই বলে আমি তোমার তেঞি জীতে চাই॥ নিরবধি তোমা লাগি দগধে পরাণ। তিলেক দাঁড়াও কাছে জুড়াক পরাণ॥ কি লাগি দারুণ চিত কাঁদে দিন রাতি। কহে বলরাম বড় বিষম পিরীতি॥ ৭

ভাবার্থ। শ্রীমতী তাহার নিজ শিরে হাত দিয়া শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, শুধু এই শরীর আমার, প্রাণ তোমার হাতে। তুমি আমার দুঃখ বুঝিতেছ না, অথচ আমি যে বাঁচিয়া আছি সে কেবল তোমার জন্যে। এস এস আমার নিকটে দাঁড়াও, তোমাকে প্রাণ ভরিয়া দেখি। ৭

শ্রীমতীর আক্ষেপ শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রবোধবাক্য বলিতেছেন।

রাগিণী ধানশী—তাল ছোট দশকুশি

সুন্দরী কাঁহে করসি তুঁহু খেদ। তুয়া বিনু আন, রমণী হাম না জানিয়ে, কোন করল তুয়া ভেদ॥ তুয়া মুখ চাঁদ, হেরি মঝু মানস, অহর্নিশি তাঁহা রহি গেল। নয়ান কমল পর, ভাঙ মদন ধনু, তাহে উমতি মতি ভেল॥ কোটী রমণী তুয়া, পায়ে নির-মঞ্ছিয়ে, তুহু মঝু জীবন রাই। তোহারি নাম গুণ, অবিরত জপি হাম, সদাই হৃদয় তুয়া চাই॥ এত কহি মাধব, ছল ছল লোচন, হৃদয় উপরে ধনী রাখি। চরণ পরশি কহে, হাম তুয়া অনুগত, প্রেমদাস তাহি সাখী॥ ৮

ভাবার্থ। শ্রীমতীর আক্ষেপ শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন। ধনি, তুমি আমারই, আমিও তোমারই। কেহ ভিন্ন করে নাই, তুমি বৃথা দুঃখ করিতেছ। আমি তোমার চরণ স্পর্শ করিয়া তোমাকে বুকে ধরিয়া বলিতেছি যে আমি তোমারই অনুগত। কোটী রমণী তোমার চরণের সহিত তুলনা হয় না। তুমি দুঃখ করিও না। ৮

অথ ঝুলন লীলা

গৌরচন্দ্র

রাগিণী গান্ধার মিশ্র দেশ—তাল তেওট

দেখ দেখ ঝুলত গৌর কিশোর। সুরধনী তীরে, গদাধর সঙ্গহি, চাঁদনী রজনী উজোর ॥ মাহ শাওন, গগনে ঘন গরজন, নলপিত দামিনী মাল। বরিখত বারি, পবন মৃদু মন্দহি, গঙ্গা তরঙ্গ বিশাল ॥ বিবিধ সুরঙ্গে, রচিত হিন্দোলা, খচিত কুসুম-চয় দাম। বট তরু ডালে, ডোর করি বন্ধন, মালতী গুচ্ছ সুঠাম ॥ বৈঠল গৌর, বামে প্রিয় গদাধর, ঝুলন রঙ্গ রসে ভাস। সহচর মেলি, ঝুলায়ত মৃদু মৃদু, দোলা ধরিয়া চৌপাশ ॥ বাজত মৃদঙ্গ, পূরব রস গাওত, সংকীর্ত্তন রস রঙ্গ। নিত্যানন্দ প্রভু, শান্তিপুর নায়ক, হরিদাস শ্রীবাস আদি সঙ্গ ॥ পুরুষোত্তম সঞ্জয়, আদি বরিখত, কুঙ্কুম চন্দন ফুল। উদ্ধব দাস, নয়নে কব হেরব, গৌর হোয়ব অনুকূল ॥ ১ ॥

ভাবার্থ। নলপতি…চমকিত। বরিখত…বর্ষিত। শান্তিপুরনায়ক…অদ্বৈত প্রভু। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ ঝুলন লীলা স্মরণ হওয়াতে সুরধনী তীরে গদাধরকে সঙ্গে লইয়া হিন্দোলাতে উঠিয়া দুলিতে লাগিলেন। প্রিয় ভক্তগণ মহাপ্রভুর ভাব বুঝিতে পারিয়া বট তরুর ডালে দোলা বাঁধিয়া তাহাকে পুষ্প দ্বারা সুসজ্জিত করিলেন, এবং পূর্ব্ব লীলা স্মরণ করিয়া মৃদু ঝুলাইতে লাগিলেন ও নানা গীত গাহিতে লাগিলেন। ১

ঝুলনের অভিসার

রাগিণী মাথুর—তাল তিওট

বৃষ ভানু নন্দিনী, নব অনুরাগিণী, তুরিতে করল অভিসার। সঙ্গিনী রঙ্গিনী, প্রেম তরঙ্গিনী, মন্দির হোই বাহার॥ চলইতে চরণ, নূপুর তহিঁ বোলত, সুমধুর রসাল। হংস গমনে ধনী-আওল বিনোদিনী, সখীগণ করি লেই সাথ॥ রসিক নাগর বর, বিদগধ শেখর, তুরিতে মিলল ধনী পাশ। দুঁহু দোঁহা দরশনে, উলসিত লোচনে, নিরখত গোবিন্দ দাস॥ ২

রাগিণী কামোদ মিশ্র—তাল মধ্যম দশকুশি

নব ঘন কানন শোহন কুঞ্জ। বিকশিত কুসুম মধুকর গুঞ্জ॥ নব নব পল্লবে শোভিত ডাল। সারি শুক পিক গাওয়ে রসাল॥ তহিঁ বনি অপরূপ রতন হিঁভোর। তা পর বৈঠল যুগল কিশোর॥ ব্রজ রমণীগণ দেওত ঝকোর। গিরত জানি ধনী করতহিঁ কোর॥ কত কত উপজিল রস পরসঙ্গ। গোবিন্দদাস তহি দেখত রঙ্গ॥ ৩

ভাবার্থ। নবঘন কানন ...নতুন মেঘে আচ্ছাদিত কুঞ্জবন। ঝকোর...দোল দেওয়া। গিরত জানি...পড়িবার আশঙ্কা। রসপরসঙ্গ...রসাল প্রসঙ্গ। ৩

রাগিণী—কল্যাণী—তাল লোফা বড়

ঝুলত শ্যাম, গৌর বাম, আনন্দ রঙ্গে মাতিয়া। ঈষত হসিত রভস কেলি, ঝুলায়ত সব সখিগণ মেলি, গাওত কত ভাঁতিয়া॥

হেম মণি যুত বর হিঁডোর, রচিত কুসুম গন্ধে ভোর, পড়ত ভ্রমর পাঁতিয়া। নবীন লতায় জড়িত ডাল, বৃন্দা বিপিনে শোভিছে ভাল, চাঁদ উজোর রাতিয়া॥ নব ঘন তনু দোলত শ্যাম, রাই সঙ্গে ঝুলত বাম, তরিত জড়িত কাঁতিয়া। তারা মণি চন্দ্র হার, ঝুলিতে দোলিত গলে দোঁহার, হিলন দুহুঁক গাতিয়া॥ ধি ধি কট ধিয়া তাথৈয়া বোল, বাজে মৃদঙ্গ মোহন রোল, তিনিনা তিনিনা তাথৈয়া। ভেদ পবন গ্রামপূর, ঘোর শবদ জীল সুর, বরণ নাহিক যাতিয়া॥ মণি আভরণ কিঙ্কিণী বঙ্ক, ঝুলনে বাজয়ে ঝনর ঝঙ্ক, ঝন ঝন ঝন ঝাঁতিয়া। রাধামোহন চরণে আশ, কেবল ভরসা উদ্ধব দাস, রচিত পূরিত ছাতিয়া॥ ৪

ভাবার্থ। রভস ··রসাত্মক। তড়িৎ···বিদ্যুৎ। কাঁতিয়া···কান্তি, শ্রী। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধারাণীকে সঙ্গে লইয়া স্বর্ণ মণি মুক্ত দ্বারা প্রস্তুত রত্ন দোলাতে দুলিতেছেন। সখীগণ নানা রঙ্গে গান করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। বহুবিধ বাদ্যযন্ত্রের সহিত মিলিত হইয়া সেই জীল···উচ্চ সুর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল পূর্ণ করিয়াছে। তারা মণি চন্দ্রহার···একপ্রকার গলের হার। ৪

রাগিণী মাথুর—তাল তেওট অথবা দাশপাহিড়া

বিপিন বিহার, করত নন্দ নন্দন, সুবদনী ধনী করি সঙ্গ। সকল কলাবতী, দুহুঁ প্রেমে আরতি, মন মাহা উপজিল রঙ্গ॥ রতন হিন্দোলাপারে, বৈঠল দুহুঁজনে, সখীগণ দেওত ঝকোরি। গগন হি মগন, সঘন রজনীকর, আনন্দে করত নেহারি॥ দেখ দেখ অপরূপ ছান্দে। মদনমোহন হেরি, মাতল মনসিজ, কানু নেহারে মুখ চাঁদে॥ বারিদ গরজি, গরজি সব ঘেরল, বিন্দু বিন্দু

করু পাত। কহ শিবরাম, মলয়া চল দুহুঁ পর, মৃদু মৃদু করতহি বাত ॥ ৫

ভাবার্থ। শ্রীনন্দনন্দন আজ সুবদনী ধনীকে সঙ্গে করিয়া বনবিহার করিতেছেন। রত্ন দোলাতে দু'জনে বসিয়াছেন, প্রিয় সখীগণ ঝুলাইতেছেন। গগনে চন্দ্র, মেঘরাশি সেই শোভা আনন্দে দর্শন করিতেছে, মৃদু পবন বহিতেছে ও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত হইতেছে। ৫

রাগিণী গান্ধার—তাল মধ্যম দশকুশি পরে তেওড়া

ঝুলে রে ও বিনোদ বিনোদিনী। ঝুলনার উপরে শোভে হেমনীলমণি ॥

তাল—তেওড়া

ঝুকি ঝুকি ঝুলায়ত, সকল সখাগণ, হেরি আনন্দে মাতিয়া। দুহুঁক গুণ সব, গাওত বাওত, হেমপুতলি পাঁতিয়া ॥ কোই মৃদু মৃদু, হাসি হিলোলত, দুহুঁ দুহুঁ গুণ গাহিয়া। দুহুঁক মন মাহ', উয়ল মনসিজ, হেরত আনন্দে মাতিয়া ॥ কপোত কীর শুক, সারি কোকিল, ময়ূর নাচে মাতিয়া। রতি রভস রসে, হৃদয় গর-গর, বিছুর প্রেম সাঙ্গাতিয়া ॥ বদনে লহু লহু, হাস উপজত, দুহুঁ দুহুঁ প্রেমে মাতিয়া। কহে শিবরাম, দুহুঁকার প্রেম, বরণ না হোয়ত যাতিয়া ॥ ৬

ভাবার্থ। হিলোলত…দোলাইতেছে। উয়ল…উদয় হইল। মনসিজ…মদন। প্রেম সাঙ্গাতিয়া…প্রেমের সঙ্গী। বরণ…বর্ণন। ৬

রাগিণী সুহই—দোঠুকি

ঝুলে ঝুলে বিনোদিনী, আরে ও বিনোদিয়া। যব দুহুঁ নিজ পদে চলে হিঁডোর। সখী নাহি ঝুলায়ত তেজল ডোর॥ হেরইতে দুহুঁ দোঁহার নয়ন বিভঙ্গ। দুহুঁ তনু মুকুরে হেরই দুহুঁ অঙ্গ॥ পুনঃ ধনী হরিষে কানু মুখ হেরে। উলসি হিন্দোল চালায় হরি জোরে॥ রতন দোলে ধনী চমকই জানি। সখী নিজে ধায় হরি নিষেধ না মানি॥ পুনঃ কহে কি করহ চপল কানাই। মন্দ ঝুলায়ত আকুল ভেল রাই॥ শুনিয়া না শুনে অতি বেগে ঝুলায়। উদ্ধব দাস মিনতি করু তায়॥ ৭॥

ভাবার্থ। শ্রীরাধা গোবিন্দ দুইজনকে নিজ নিজ পদ দ্বারা ঝুঁকিয়া হিন্দোলা চালাইতে দেখিয়া, সখী ঝুলনার ডুরী ছাড়িয়া দিলেন। দুইজনের আনন্দের আর সীমা নাই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে মাতিয়া বেগে ঝুলাইতে লাগিলেন; কিন্তু শ্রীমতী ভীতা হইলেন দেখিয়া, সখী শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিতেছেন—ধীরে ঝুলাও, ধনী ভয় পাইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সে কথা না শুনিয়া আরও বেগে দোলাইতে লাগিলেন। পদকর্ত্তা উদ্ধব দাসও মিনতি করিয়া বলিতেছেন—ধীরে ঝুলাও। ৭

রাগিণী সুহই—তাল বড় আড়

শ্যাম নাগর অতি বেগে ঝুলায়। অথির রাই সখী নিষেধই তায়॥ বিনোদিনীর বিগলিত বেণী। শিথিল রাই কুচ কঞ্চুক উড়ণী॥ মণি আভরণ সব খসই। উড়িছে বসন দেখি নাগর হসই॥ শ্রম জলে সব তনু ভরে। কনক কমল কিয়ে মমরন্দ

ঝরে ॥ এ যে অতি অপরূপ শোভা। উদ্ধব দাস ভণে কানু মনোলভা ॥ ৮

রাগিণী বেহাগ—তাল লোফা

মনের আনন্দে, সখী মন্দ মন্দ, ঝুলায়ত দুহুঁ সুখে। বেগ অবশেষে, পাই অবকাশে, তাম্বুল দেওই মুখে ॥ আর সখীগণ, সুগন্ধি চন্দন, পরাগ আদি লয়ে করে। নাগর নাগরী, অঙ্গের উপরি, বরিখে আনন্দ ভরে ॥ কোন সখীগণ, করয়ে নর্ত্তন, মোহন মৃদঙ্গ বায়। বিবিধ যন্ত্রেতে, রাগ তান তাতে, আলাপি সুস্বরে গায় ॥ হেরিয়া বিহ্বল, দেবনারী কুল, ঊর্দ্ধ পথে সবে রহে। পুষ্প বরিষণ, করে অনুখণ, এ দাস উদ্ধব কহে ॥ ৯

ভাবার্থ। সখীগণ তখন ধীরে ধীরে ঝুলাইতে লাগিলেন। সুগন্ধি চন্দন, ফুলের রেণু ইত্যাদি দু'জনের অঙ্গে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কেহ বা পান মুখে ধরিয়া দিতে লাগিলেন। কেহ কেহ নৃত্য করিতে লাগিলেন, কেহ বা যন্ত্রের সহিত সুর মিলাইয়া গান করিতে লাগিলেন। এই শোভা দর্শন করিয়া দেব-নারীগণ আকাশ মার্গে থাকিয়া হিন্দোলার উপরে ফুল ফেলিতে লাগিলেন। ৯

রাগিণী শ্রীরাগ মিশ্র—তাল দোঠুকি

ঝুলনা হইতে, নামিল তুরিতে, রসবতী রসরাজ। রতন আসনে, বসিয়া দু'জনে, রতন মন্দির মাঝ ॥ সুচামর লেই, কোই বীজই, সেবাপরায়ণা সখী। সুবাসিত জলে, বদন পাখালে, বসনে মোছায় আঁখি ॥ থারি ভরি কোই, বিবিধ মিঠাই, ধরি দুহুঁ সনমুখে। সখীগণ সনে, কতই কৌতুকে, ভোজন করিল

সুখে ॥ তাম্বুল সাজাইয়া, কোন সখী লইয়া, দোঁহার বদনে দিল। এ কেশ কুসুমে, আপাদ বদনে, নিছিয়া নিছিয়া নিল ॥ কুসুম তলপে, অলপে অলপে, বসিলা রাধিকা শ্যাম। অলসে ঈষৎ, নয়ন মুদিত, হেরিয়া মোহিত কাম ॥ দেখি সখীগণে, কতহুঁ যতনে, শুতায়ল দোঁহে তায়। সখীর ইঙ্গিতে, চরণ সেবিতে, এ দাস বৈষ্ণব ধায় ॥ ১০

ভাবার্থ। বীজই…চামর দ্বারা বাতাস করে। থারি…থালা। তলপে বিছানায়। শ্রীরাধা-গোবিন্দ দু'জনে ঝুলনা হইতে নামিয়া রতন মন্দিরে রত্নময় আসনে উপবেশন করিলেন। সখীগণ বিবিধ মিষ্টান্ন দু'জনার সম্মুখে ধরিলেন। সখীগণসহ সকলে আনন্দে ভোজন করিলেন। ঈষৎ নয়ন মুদ্রিত অবস্থা দেখিয়া সখীগণ কুসুম শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া দূরে সরিয়া গেলেন। পদকর্ত্তা বৈষ্ণব দাস সখীর অনুমতি লইয়া যুগল চরণ সেবা করিতে ধাবমান হইলেন। ১০

অথ বসন্ত লীলা

গৌরচন্দ্র

রাগ বসন্ত—তাল মধ্যম দশকুশি

দেখ দেখ ঋতুরাজ বসন্ত সময়। সহচর সঙ্গে বিহরে গোরা রায়। ফাগু খেলত গোরা নদীয়া নগরে। যুবতীর চিত হরে নয়নের শরে॥ সহচর মেলি ফাগু দেয় গোরা গায়। কুম্‌কুম্‌ পিচকা লেই কেহ কেহ ধায়। নানা যন্ত্র সুমেলি করিয়া শ্রীনিবাস। গদাধর আদি সঙ্গে করয়ে বিলাস॥ হরি বলি বাহু তুলি নাচে হরিদাস। বাসুদেব ঘোষ রস করিল প্রকাশ॥ ১

রাগিণী বসন্ত—তাল দোঠুকি

অভিনব-কুট্‌মল, গুচ্ছ-সমুজ্জ্বল, কুঞ্চিত কুন্তল ভার। প্রণয়ি-জনেরি, বন্দন সহকৃত, চূর্ণিত বর ঘন সার॥ জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার। সৌরভ সঙ্কট, বৃন্দাবন তট, বিহিত বসন্ত বিহার॥ চটুল দৃগঞ্চল, রচিত রসোজ্জ্বল, রাধা-মদন-বিকার। ভুবন বিমোহন, মঞ্জুল নর্ত্তন, গতি বল্‌গিত মণি-হার॥ অধর বিরাজিত, মন্দ তরস্মিত, রোচিত নিজ পরিবার। নিজ বল্লভ জন, সুহৃৎ সনাতন, চিত্ত বিহরদবতার॥ ২

রাগিণী বসন্ত—তাল দোঠুকি

শিশিরক অন্তে আওয়ে বসন্ত। ফুয়ল কুসুম সব কানন অন্ত॥ শ্রীবৃন্দাবন পুলিনক রঙ্গ। ভোরল মধুকর কুসুমক সঙ্গ॥ নব নব পল্লব শোভিত ডাল। শারী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥ তহি সব রঙ্গিণী মিলি একসঙ্গে। ভেটল নাগরী নাগর রঙ্গে॥ বিহরই কাননে যুগল কিশোর। নাচত গাওত রঙ্গিণী জোর॥ বাজত গায়ত কত কত তান। গোবিন্দ দাস অবধি নাহি পান॥ ৩

ভাবার্থ। শিশিরক অন্তে···শীত ঋতু গত হওয়াতে। ফুয়ল···ফুটিল। শীত ঋতু অন্তে বসন্তের আগমনে বনে সকল কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অলিকুল কুসুম গন্ধে মাতিয়া উঠিয়াছে। নব নব পাতা দ্বারা শোভিত বৃক্ষ ডালে শারী শুক পিক মধুর ধ্বনি করিতেছে। এই প্রকার সময়ে শ্রীরাধামাধব কাননে বিহার করিতেছেন। কত রঙ্গিণীগণ গান গাইতেছে, নাচিতেছে। আনন্দের অবধি নাই। ৩

রাগিণী বাহার মিশ্র—তাল দাশপাহিড়া

ফুয়ল অশোক নাগ রঙ্গণ মালতী। পরিমলে ভরল মাধবী রঙ্গলতি॥ পাটল কিংশুক শোভা কাঞ্চন কেশর। অরুণ কমল কুন্দ করবীর বর॥ মুকুলিত রসাল বকুল গন্ধরাজ। ললিত লবঙ্গ লতা বন্ধুজীব সাজ॥ সরোবরে সরসিজগণ দিল দেখা। হংস সারস পড়ে মিলি দুই পাখা॥ ঝাঁকে ঝাঁকে অলিকুল গুণগুণ স্বরে। মধুমদে মাতি পরে ফুলের উপরে॥ কোকিল পঞ্চম

গায় শিখিকুল নাচে। মলয় পবন বহে গন্ধ পাছে পাছে॥ নির্ম্মল যমুনা জল পুলিনের শোভা। এ যদুনন্দন পহুঁ ভেল মনোলোভা॥ ৪

রাগিণী মাথুর—তাল তেওট

নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ, নব নব বিকশিত ফুল। নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল, মাতল নব অলিকুল॥ বিহরই নওল কিশোর। কালিন্দী পুলিন, কুঞ্জবন শোভন, নব নব প্রেমবিভোর॥ নবীন রসাল, মুকুল মধু মাতিয়া, নব কোকিল কুল গায়। নব যুবতীগণ, চিতউমতায়ই, নব রসে কাননে ধায়॥ নব যুবরাজ, নবীন নব নাগরী, মিলয়ে নব নব ভাতি। নিতি নিতি ঐছন, নব নব মেলন, বিদ্যাপতি মাতি মাতি॥ ৫

ভাবার্থ। আজ বৃন্দাবনে যেন সকলই নূতন, কুঞ্জবন নূতন, কোকিল নূতন, কিশোরীও যেন নূতন। আজ বসন্ত উৎসবে সকলই যেন নূতন মনে হইতেছে। মধু ঋতুতে বৃন্দাবনে সকলই নব শোভা ধারণ করিয়াছে। ৫

অথ দোল লীলা

গৌরচন্দ্র

রাগিণী গান্ধার—তাল সোমতাল

কো কহ আজুক আনন্দ ওর। ফুলবনে দোলত গৌর কিশোর॥ নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে। শান্তিপুর নাথ গায়ই রঙ্গে॥ সহচর ফাগু লেপই গোরা গায়। ধায়ই শুনি সব লোক নদীয়ায়॥ খোল করতাল ধ্বনি হরি হরি বোল। নয়নানন্দ আনন্দে বিভোল॥ ১

রাগিণী বসন্ত—তাল দোঠুকি

মধু বনে দোলত মাধব রঙ্গে। ব্রজবনিতা ফাগু দেই শ্যাম অঙ্গে॥ কানু ফাগু দেয়ই সুন্দরী অঙ্গে। মুখ মোড়ল ধনী করি কত ভঙ্গে॥ রসে গোপী সব চৌদিকে বেড়িয়া। শ্যাম অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলি ভরিয়া॥ ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে। বৃন্দাবনে তরুলতা রাতুল বরণে॥ রাঙ্গা ময়ূর নাচে কাছে রাঙ্গা কোকিল গায়। রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥ রাঙ্গা বায়ে রাঙ্গা হলো কালিন্দীর পানি। গগন ভুবন দিক বিদিক না মানি। রতি জয় রতি জয় দ্বিজকুল গায়। জ্ঞানদাস চিত নয়ান জুড়ায়॥ ২

রাগিণী ধানশী—তাল একতালী

দোলত রাধা মাধব সঙ্গে। দোলায়ত সব সখীগণ বহু রঙ্গে॥ ডারত ফাগু দুহুঁ জন অঙ্গে। হেরইতে দুহুঁ রূপ মূরছে অনঙ্গে॥ বায়ত কত কত যন্ত্র সুতান। কত কত রাগ মাল করু গান॥ চন্দন কুম্‌কুম ভরি পিচকারী। দুহুঁ অঙ্গে কোই কোই দেওত ডারি॥ বিগলিত অরুণ বসন দুহুঁ গায়। শ্রম জল বিন্দু বিন্দু শোভে তায়॥ হেম মকরন্দে জনু মিলিত পণ্ডার। তাহে বেঢ়িল গজ মোতিম হার॥ দোলা পরি দুহুঁ নিবিড় বিলাস। জ্ঞান দাস হেরি পূরল আশ॥ ৩

রাগিণী বাহার মিশ্র—তাল দোঠুকি

অঞ্জলি ভরিয়া ফাগু লেই সখীগণে। রাই কানু অঙ্গে দেই ঘনে ঘনে॥ দোলা পরি দুহুঁ দোলত ভাল। গায়ত কোই সখী ধরি করতাল॥ বায়ত কত কত যন্ত্র সুরঙ্গ। বীণা মুরজ স্বর-মণ্ডল উপাঙ্গ॥ শোভিত তরুকুল বিকশিত ফুল। ঝঙ্কারে মধু-মদে সব অলিকুল॥ মলয় পবন বহে যমুনার তীরে। নাচত শিখিকুল কুঞ্জকুটিরে॥ বিলসই তহিঁ দোল পর কান। ইহ নব কান্ত দুহুঁ গুণ গান॥ ৪

রাগিণী বসন্ত তাল—দোঠুকি

শ্রমজলে চর চর, দুহুঁক কলেবর, ভিগেও অরুণিম বাস। রতন বেদি পর, বৈঠল দুহুঁ জন, খরতর বহই নিঃশ্বাস॥ আনন্দ কহনে না যায়। চামর লেই কেই, বীজন বীজই, কোই বারি লেই ধায়॥ চরণ পাখালই, তাম্বুল জোগায়ই, কোই মোছায়ই ঘাম। ঐছন দুহুঁ তনু, শীতল করল জনু, কুবলয় চম্পক দাম॥ আর সহচরীগণে, বহুবিধ সেবনে, শ্রমজল করলহি দূর। আনন্দ সাগরে, দুহুঁ মুখ হেরইতে, উদ্ধব দাস হিয়া পূর॥ ৫

———

অথ হোরি লীলা

গৌরচন্দ্র

রাগিণী বসন্ত—তাল মধ্যম দশ কুশি

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গের লীলা। ঋতু বসন্তে, সকল প্রিয়গণ মেলি, জলনিধি তীরে চলিলা ॥ একদিকে গদাধর, সঙ্গে স্বরূপ দামোদর, বাসুঘোষ গোবিন্দাদি মেলি। গৌরীদাস আদি করি, চন্দন পিচকা ভরি, গদাধরের অঙ্গে দিল ফেলি ॥ স্বরূপ নিজগণ সাথে, আবির লইয়া হাতে, সঘনে ফেলায় গোরা গায়। গৌরীদাস খেলি খেলি, গৌরাঙ্গ জিতিল বলি, করতালি দিয়া আগে ধায় ॥ রুষিয়া স্বরূপ কয়, হারিলা গৌরাঙ্গ রায়, জিতিল আমার গদাধর। কক্ষতালি দেহ কেহু, নাচে গায় ঊর্দ্ধবাহু, এ দাস মোহন মনোহর ॥ ১

ভাবার্থ। ভাবনিধি গোবা বসন্ত ঋতুতে পারিষদ্‌গণ সঙ্গে জলনিধিতীবে ফাগুয়া খেলিতে চলিলেন। বিপক্ষে গদাধরের দলের সেনাপতি স্বরূপ দামোদর, গৌরাঙ্গের সেনাপতি গৌরীদাস। দুই দলে খুব খেলা হইল। আনন্দে কেহ করতালি দিতেছেন, কেহ ঊর্দ্ধবাহু নাচিতেছেন। পদকর্ত্তা মোহন বলিতেছেন যে, আমার মন হরণকারী এই হোবি লীলা। ১

হোরিলীলার অভিসার

রাগিণী মাথুর—তাল তেওট

চঞ্চল নয়ন, রমণী মন মোহন, শোহন শ্যাম শরীর। সঙ্গে সখীগণ, চলল বৃন্দাবন, উপনীত কালিন্দীর তীর ॥ রাধা রঙ্গিণী,

সঙ্গিণীগণ সহ, গুরুজন অনুমতি মাগি। হোরিক রঙ্গ, উচিত সব সাজই, ভেটল ব্রজ অনুরাগি ॥ ঘন মণি মঞ্জীর, বাজত কিঙ্কিণী, কঙ্কণ কন কন তান। বীণা বেণু, মুরজ স্বরমণ্ডল, মনমথ যন্ত্র সুঠাম ॥ নব যুবতী, যুবরাজ সঙ্গে মেলি, রচইতে হোরি প্রবন্ধে। নব অনুরাগ, রঙ্গরসে ভিগেও, দুহুঁ দিঠি মন্ত্রক ছন্দে ॥ ২

অর্থ। ভেটল···দর্শন করিল। ২

রাগিণী বসন্ত—তাল দোঠুকি

খেলত ফাগু বৃন্দাবন চাঁদ। ঋতুপতি মনমথ মনমথ ছাঁদ ॥ সুন্দরীগণ করি মণ্ডলী মাঝ। রঙ্গিণী প্রেমতররঙ্গিণী সাজ ॥ আগু ফাগু দেওল সুন্দরী নয়ানে। অবসরে নাগর চুম্বই বয়ানে ॥ চকিতে চন্দ্রমুখী সহচরী গহনে। ধাই ধরল গিরিধারাক বসনে ॥ তরলনয়নী এক তুরিতহি যাই। করসঞে কাড়ি মুরলী লেই ধাই ॥ ঘনঘন করতালি ভালি ভালি বোল। হো হো হোরি তুমুল উত-রোল ॥ অরুণ তরুণ তরু অরুণহি ধরণী। স্থল জলচর সবে ভেল এক বরণী ॥ অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ। অরুণ হৃদয় ভেল দাস গোবিন্দ ॥ ৩

ভাবার্থ। ঋতুপতি বসন্তের আগমনে শ্যামসুন্দর ব্রজাঙ্গনাদের সহিত হোরি খেলিতেছেন। অগ্রে শ্রীমতীর নয়নে ফাগু দেওয়াতে শ্রীমতী চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন, এই অবসরে রসিকেন্দ্রচূড়ামণি রাধারাণীর বদন চুম্বন করিলেন। কিন্তু পলাইতে পারিলেন না। একজন সখী ধাইয়া শ্রীকৃষ্ণের বসন ধরিলেন, একজন হাত হইতে বাঁশীটি কাড়িয়া লইলেন, আর ঘন ঘন করতালি হো হো হোরি এই রোলে আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। ৩

রাগিণী ইমন কল্যাণী—তাল লোফা

ঋতুরাজ, ব্রজ সমাজ, হোরি রঙ্গে রঙ্গিয়া। নাগরী বর হোরি-রঙ্গে, উনমত চিত শ্যামসঙ্গে, নাচত কত ভাঙ্গিয়া॥ গায়ত কত রস প্রসঙ্গ, বায়ত কত বীণা মোচঙ্গ, থৈয়া থৈয়া মৃদঙ্গিয়া। চঞ্চল গতি অতি সুরঙ্গ, নিরখি ভুলে কত অনঙ্গ, সঙ্গীত রস-রঙ্গিয়া॥ স্বর-মণ্ডল স্বর অভঙ্গ, বিবিধ যন্ত্র জলতরঙ্গ, মধুর স্বর উপাঙ্গিয়া। খেলি গোলাল অঙ্গ লাল, সুন্দর বর দ্যুতি রসাল, রঙ্গিণীগণ সঙ্গিয়া॥ ব্রজবধূগণ ধরত তাল, গায়ত পদ নন্দলাল, রাই অঙ্গে অঙ্গিয়া। হো হো হোরি করত ভাষ, করতালি ঘন ঘন উল্লাস, জয় জয় রব ঢঙ্গিয়া। গোবিন্দ গুণ করি প্রকাশ, রচিত গীত উদ্ধব দাস, হোরি রস তরঙ্গিয়া॥ ৪

রাগিণী বসন্ত মিশ্র—তাল কাহারবা

মেরো রাধা প্যারী সঞে খেলত নন্দ দুলাল। অরুণিত মরকত, অরুণিত হেম যুত, ঐছন মূরতি রসাল॥ অরুণাম্বর বর, শোহে কলেবর, অরুণ মোতি মণি মাল। লটপট পাগ, উপরে শিখি চন্দ্রক, উড়নী রঙ্গ গুলাল॥ দুহুঁ করে আবির, দুহুঁ অঙ্গে ডারত, পিচকা রঙ্গে পাখাল। অরুণিত যমুনা, পুলিন কুঞ্জবন, অরুণিত যুবতী জাল॥ অরুণিত তরু কুল, অরুণ লতা ফুল, অরুণ ভ্রমরাগণ ভাল। অরুণিত শারী শুক শিখী কোকিল, উদ্ধব ভণিত রসাল॥ ৫

ভাবার্থ। রাধা প্যারীর সঙ্গে নন্দদুলাল হোরি খেলিতেছেন। অরুণিত মরকত—কৃষ্ণ লাল হইয়াছেন। কৃষ্ণের বর্ণ নীলকান্তমণির ন্যায়। অরুণিত হেম যত—হেমবরণী শ্রীমতী রাধা। লটপট পাগ—কৃষ্ণের পাগড়ী বান্ধার ভঙ্গি। পিচক রী—পিচকারী। আজ বৃন্দাবনে সকলই লাল। তরু, ফুল, যমুনার জল পর্য্যন্ত লাল। ৫

তাল—কাহারবা

সব সখী মেলি ঘেররি, কুঞ্জবনসে নিকসে কানাইয়া। যূথহি যূথ, প্রবন্ধ হোয়ল সবে, ললিতা বিশাখা আগে করি। সমুখা সমুখি দুহুঁ, ছোটে পিচকারি মুহু, রঙ্গ গোলাল বহু ভরি॥ বটু সুবল সহ, খেলত আগে তহি, নায়ক নাগর রায়। উড়ত আবির, বাদর ভেল দশদিশ, কেহু কাহু দেখিতে না পায়॥ লাখে লাখে পিচকারি, মিলি সব সহচরী, ডারত শ্যামেরি গায়। মধু মঙ্গল সহ, সবল ভাগত, বল্লভী দাস জয় গায়॥ ৬

ভাবার্থ। ফাগু খেলিতে খেলিতে সব সখী মিলিত হইয়া শ্যামকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে; তখন শ্রীমতী বলিতেছেন—দেখ যেন কুঞ্জবন হইয়া পলাইয়া না যায়। তখন বহু আবির ও রঙ্গ খেলা হইল, কিন্তু শ্যামের দলের খেলুয়া মধুমঙ্গল ও সুবল পলাইল। একা কৃষ্ণকে সকলে ঘেরিয়া ধরিল। কৃষ্ণও আর খেলিতে পারিলেন না, হারিয়া গেলেন॥ ৬

তাল লোফা

হেদে ওহে শ্যাম নাগর হয়ে হারিলে হে। ছিছি আহিরী রমণীর সনে হারিলে হে॥ চপল চপল দিঠি সুধামুখী চায়। চুয়া

চন্দন গোরী দেয় শ্যামের গায় ॥ ললিতা ললিত হাসি প্রহেলিকা গায়। আনন্দে বিশাখা সখী মৃদঙ্গ বজায় ॥ রঙ্গ ভরে রঙ্গ দেবী শ্যামেরে সুধায়। আর বার খেলিবে হোরি গোপিকা সভায় ॥ সুদেবী সজল আঁখি শ্যামেরে বুঝায়। জ্ঞানদাস গোবিন্দের চরণে লোটায় ॥ ৭

রাগিণী বাহার মিশ্র—তাল দাশপাহিড়া, কিংবা মধ্যম একতালী

এস আবার খেলিহে ফাগুয়া। এইবার হার যদি, ফাগুহারা নিরবধি, জগ জনে গাইবেক ধুয়া ॥ যদি বল একা আমি, বহু সঙ্গের সঙ্গী তুমি, সযূথে বিশাখা হউক তুয়া। ললিতা আমার সাথী, এসর আবার খেলি দেখি, জানা যাবে কেমন খেরুয়া ॥ যদি বল রং নাই, রং লও যত চাই; নহে বোলাও আপন খেরুয়া। পিচকারি নাহি থাকে, দিব আমি লাখে লাখে, যত চাবে পাবে হে বঁধুয়া ॥ গিরিধারী নাম ধর, লোকে বলে বীরবর, হেন নাম হইল হারুয়া। শুনহে রসিক শ্যাম, জিতিয়া রাখহ নাম, বলু যেন যোগায় ফাগুয়া ॥ ৮

রাগিণী জয়জয়ন্তী মিশ্র—তাল দোঠুকি

বৃষভানু কুমারী নন্দ কুমার। হোরিক রঙ্গে, অঙ্গে অরুণাম্বর, মন আনন্দ অপার ॥ নিরখত বয়ান, নয়ন পিচকারী, প্রেম গোলাল মনহি মন লাগ। দুহুঁ অঙ্গ পরিমল, চুয়া চন্দন, ফাগু রঙ্গ তহি নব অনুরাগ ॥ খেলত তনুমন, জোরি ভোরি দুহুঁ, কতয়ে রঙ্গ

রস ভাতি। তনু তনু সরসে, পরশে মন মাতল, দুহুঁ পড়ু দুহুঁ পর মাতি ॥ ব্রজ বনিতা যত, রিঝি রিঝায়ত, রসগারি মৃদু ভাব। শ্রম জল কলেবর, হেরিয়া চামর, ঢুলায়ত উদ্ধব দাস ॥ ৯

ভাবার্থ। বৃষভানু কুমারী ও নন্দকুমার এবার দু'জনে খেলিতেছেন। এই অভিনব খেলা। নয়ন পিচকারী হইল, অর্থাৎ দু'জনে চোখে চোখে চাহনীতে নানা প্রকার ভঙ্গী করিতেছেন, এবং প্রেমরূপ গোলালে উভয়ের অঙ্গ লাল হইয়াছে। দোঁহে দোঁহার অঙ্গ গন্ধে মাতিয়া উঠিয়াছেন, ও সরস পরশে উভয়ে রসে পরিপূর্ণ হইয়াছেন। দু'জনাই দু'জনার প্রতি প্রেমপূর্ণ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন। ব্রজ-বনিতাগণ মৃদু মৃদু রসগারি (গারি…গালি) দিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছেন। পদকর্ত্তা রাধাশ্যামকে হোরি রণে পরিশ্রান্ত দেখিয়া চামর ব্যজন করিতেছেন। ৯

রাগিণী বসন্ত—তাল দোঠুকি

খেলাতে হারিয়া শ্যাম পলাইতে চায়। চারিদিকে ব্রজবধূ পথ নাহি পায় ॥ আবিরে অরুণ আঁখি মেলিতে না পারে। হারিনু হারিনু শ্যাম বলে বারে বারে ॥ কর হইতে মুরলী ভূতলে পড়ে খসি। করতালি দেই সব সখীগণ হাসি ॥ শিখিপুচ্ছ এলাইয়া পরে মহীতলে। অরুণিত বসন ভিজিল শ্রমজলে ॥ শ্যামেরে কাতর দেখি বিনোদিনী রাই। আপন অঞ্চল দিয়া ও মুখ মোছাই ॥ সিংহাসনে বসে রাই কোলে করি শ্যাম। শ্রম ভরে দুহুঁ অঙ্গে পরিপূর্ণ ঘাম ॥ শ্রীরতি মঞ্জরী দোঁহে চামর ঢুলায়। শ্রীরূপ মঞ্জরী দোঁহে তাম্বুল যোগায় ॥ শ্রীগুরু মঞ্জরী দেই সুবাসিত জল। এ রাধামোহন হেরি নয়ন সফল ॥ ১০

রাগিণী বসন্ত—তাল দোঠুকি

বৃন্দা রচিত কত পরকার। সখীগণে আনল বহু উপহার ॥ রতন থারী ভরি রাখল তাই। ঝারি ঝারি ভরি দেওল যাই ॥ রতন আসন পরে বৈঠল কান। ভোজন করিল আপন মন মান ॥ আচমন করি তলপে মুখ বাস। ভোজন করু ধনী সখীগণ পাশ ॥ যো কিছু শেষ ভুঞ্জল সখী সাথ। আচমন করি মুছল পদ হাত ॥ শ্যাম বামে ধনী বৈঠল যাই। প্রিয় সহচরী কোই তাম্বুল যোগাই ॥ শুতল শেজে রাই নবঘন শ্যাম। চামর ব্যজন করু দাস বলরাম ॥ ১১

ভাবার্থ। বৃন্দাদেবী বহুবিধ ভোজন সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সখীগণ থালা ভরিয়া কৃষ্ণ সম্মুখে রাখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রতন আসনে বসিলেন, এবং নিজের যাহা ইচ্ছা হইল তাহাই ভোজন করিলেন। অবশিষ্ট যাহা রহিল, শ্রীমতী সখীগণ সহ ভোজন করিয়া পা হাত মুছিলেন। তাম্বুল মুখে দিয়া শ্যামের বামে বসিলেন। তৎপরে দু'জনে শয্যায় শয়ন করিলেন। পদকর্ত্তা মঞ্জরী-ভাবাবিষ্ট বলরাম দাস চামর লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। ১১

———

অথ ফুলদোল লীলা

গৌরচন্দ্র

রাগিণী তুড়ী—সমতাল

ফুল বন গোরাচাঁদ দেখিয়া নয়নে। ফুলের সমর গোরার পড়ি গেল মনে ॥ ঘন জয় জয় দিয়া পারিষদগণে। গোরা গায়ে ফুল ফেলি মারে জনে জনে ॥ প্রিয় গদাধর সঙ্গে আর নিত্যানন্দ। ফুলের সমরে গোরার হইল আনন্দ ॥ গদাধর সঙ্গে পহুঁ করয়ে বিলাস। বাসুদেব ঘোষ ইহা করিল প্রকাশ ॥ ১

রাগিণী বরাড়ী—তাল একতালী

বন মাহা কুসুম, তোড়ই সখীগণ, সরস সমর করু তাহিঁ ॥ মারত বদন, নেহারি কুসুম শর, শোহত সমর নাহি ॥ কো কহু সমর কেলি ॥ নওল কিশোর, নওল নব নাগরী, ললিতা বিশাখা সখি মেলি ॥ মণিময় ভূষণ, তনু তনু শোহন, রুণু ঝুনু নূপুর বাজে। গোবিন্দ দাস কহে, রমণী শিরোমণি, জিতল বিদগধ রাজে ॥ ২

অর্থ। নওল....নূতন। ২

রাগিণী কল্যাণী—তাল তেওট

ফুলক গেন্দু লেই, সব সখীগণ, ডারয়ে শ্যামক অঙ্গে। আওল শ্যাম, সুঘড় রণ পণ্ডিত, বটু সুবল করি সঙ্গে ॥ অপরূপ রাইক

কেলি। দূরহি তাকি, গেন্দু ফেলি মারই, শ্যাম অঙ্গে সখা মেলি॥ রোখলি তহিঁরণ, রসিক শিরোমণি, ফুল ধনুক লেই হাত। শত শত গেন্দু, একবেরি ডারয়ে, সবহু সখীগণ মাথ॥ যূথহি যূথ রমণী, ভেল এক যূথ, শ্যামক অঙ্গে পড়য়ে ফুল রাশি। ফুল ধনু ছোড়ি, করহি কত বা রঙ্গ, গৌরদাস ইহ রস পরকাশি॥৩

ভাবার্থ। ফুলের স্তবক প্রস্তুত করিয়া সকল গোপাঙ্গনা শ্যাম অঙ্গে ফেলিয়া দিতেছেন। শ্রীমতী রাধারাণী আবার দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া শ্যাম অঙ্গে ফেলিতেছেন। রস পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র ফুলের ধনুক দ্বারা তাহা রোধ করিতেছেন। ৩

রাগিণী ভূপালী—তাল দাশপাহিড়া

নিধুবনে রাধামোহন কেলি। কুসুম সমর করু সহচরী মেলি॥ বৃন্দা দেবী যোগায়ত ফুল। বহুবিধ তোড়ক রচিত বকুল॥ সহচরী কুসুম বরিখে শ্যাম অঙ্গে। তোড়ল পিঞ্ছ মুকুট বহু রঙ্গে॥ লাখে লাখে গেন্দু পড়ে শ্যাম গায়। মধুমঙ্গল সহ সুবল পালায়॥ সখীগণ মেলি দেই করতালি। ফুল ধনু লেই ঘেরয়ে বনমালী॥ রাইক সঙ্গে করাই ফুল রণ। কোই না জিতয়ে সম দুই জন॥ অদভুত দুহুঁজন কুসুম বিলাস। হেরি যদুনন্দন আনন্দে ভাস॥৪

অর্থ। পিঞ্ছ মুকুট ··ময়ুরপুচ্ছ যুক্ত মুকুট। ৪

রাগিণী ধানশী—তাল দাশপাহিড়া

সমর সমাধিয়া যুগল কিশোর। আওল দুহুঁ যাহাঁ কুসুম হিঁডোর॥ বৃন্দাদেবী রচিত ফুল দোলা। ঝুলয়ে দুহুঁ জন আনন্দে

বিভোলা ॥ কুসুম বরিখে সব সহচরী মেলি। গাওত বহুবিধ মনসিজ কেলি ॥ কত কত যন্ত্র সুমেলি করি। নাচত গাওত তাল ধরি ॥ দোলত দুহঁজন কুসুম হিণ্ডোরে। দুই দিকে দুই সখী দেই ঝকোরে ॥ তড়িতে তড়িত জনু জলধর কাঁতি। পরিমলে ধাওল মধুকর পাঁতি ॥ অপরূপ দোলত কেলি নিকুঞ্জে। দুহঁ পর কুসুম পড়য়ে পুঞ্জে পুঞ্জে ॥ দুহঁ মুখ হেরি দুহুঁ মৃদু মৃদু হাস। হেরি মুগধ যদুনন্দন দাস ॥ ৫ ॥

ভাবার্থ। ফুলের রণ শেষ করিয়া বৃন্দাদেবীর বিরচিত ফুল দোলাতে দুইজন উঠিয়া বসিলেন। দুইদিক হইতে দুই সখী দোলা ঝুলাইতে লাগিলেন।৫

রাগিণী পঠমঞ্জরী—তাল একতালী

ফুলবনে দোলয়ে ফুলময় তনু। ফুলময় আভরণ করে ফুল ধনু ॥ ফুলময় ক্ষিতিতল ফুলময় কুঞ্জ। ফুলময় সখী বরিখে ফুল পুঞ্জ ॥ ফুলতনু হেরি মুগধ ফুলবাণ। ফুল শরে হানল ফুল-ময় কান ॥ ফুলে উয়ল বন ফুল বায়ু মন্দ। ফুলরসে গুঞ্জরে মধুকর বৃন্দ ॥ অপরূপ ফুল দোল ফুল বিলাস। ফুল করে রহ যদুনন্দন দাস ॥ ৬

অর্থ। ফুলবাণ…মদন।৬

———

অথ রাসলীলা

গৌরচন্দ্র

রাগিণী তুড়ী—তাল বড় দশকুশি

বৃন্দাবন লীলা গোরার মনেতে পড়িল। যমুনার ভাবে সুরধনীরে দেখিল ॥ ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান। সহচরগণ ব্রজগোপী অনুমান ॥ খোল করতাল গোরা সুমেলি করিয়া। তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া ॥ বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস। রাসরস গোরাচাঁদ করিল প্রকাশ ॥ ১

ভাবার্থ। ভাবনিধি গোরাচাঁদ আজ বৃন্দাবন লীলা অর্থাৎ রাসলীলার ভাবে বিভাবিত। সুরধনীকে যমুনা, এবং সহচরগণ গোপীগণ মনে করিয়া খোল করতাল লইয়া তাহাদের মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ১

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল লোফা

শারদ চন্দ পবন মন্দ, বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ, ফুল্ল মল্লিকা মালতী যুথী, মত্ত মধুকর ভোরণী। হেরত রাতি ঐছন ভাতি, শ্যাম মোহন মদনে মাতি, মুরলীর গান পঞ্চম তান, কুলবতী চিত চোরণী ॥ শুনত গোপী প্রেমরোপি, মনহি মনহি আপনা সপিরে, যাহি বোলত তাহি চলত, মুরলীক কললোলনী।

বিছুরি গেহ নিজহু দেহ, এক নয়নে কাজর রেহ, বাহে রঞ্জিত মঞ্জীর এক, এক কুণ্ডল দোলনী॥ শিথিল ছন্দ নীবীক বন্ধ, বেগে ধাওত যুবতী বৃন্দ, খসত বসন রসন চোলী, গলিত বেণী লোলনী॥ ততহি বেলি সখিনী মেলি, কেহ কাহুক পথ না হেরি, ঐছনে মিলল গোকুল চন্দ্র, গোবিন্দ দাস বোলনী॥ ২

ভাবার্থ। শারদ চন্দ—শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র। মদনে মাতি—প্রেমোন্মত্ত। বিছুরি—বিস্মরণ করিয়া। বাহে—বাহুতে। নীবীক বন্ধ—কটি বন্ধ। শারদীয় চন্দ্রের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে, এবং বনভূমি সকল নানা ফুলে শোভিত, মন্দ পবন ফুলের গন্ধ বহন করিতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর এই শোভা দর্শন করিয়া মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, এই শুভ রজনীতে গোপীদের বাসনা পূর্ণ করিব। অমনি বেণু দ্বারা গোপী-আকর্ষণী ধ্বনি করিলেন। সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্রজ গোপী মনে মনে কৃষ্ণকে প্রাণ সমর্পণ করত পাগলিনীর ন্যায় দর্শন মানসে গৃহত্যাগ করিলেন। সাজসজ্জার বালাই নাই, কি দিয়া করিতে হইবে তাহাও বিস্মৃত হইয়াছেন। কেহ বা এক কাণে কুণ্ড, কেহ এক নয়নে কজ্জল, কেহ পায়ের ভূষণ মঞ্জীর দ্বারা বাহু বন্ধন করিয়াছেন, এবং বংশী ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া বেগে ধাবিত হইয়াছেন, এমন কি সকলে একই স্থান লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু পথে কেহ কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করাও প্রয়োজন মনে করেন নাই। এই প্রকারে চলিতে চলিতে তাঁহারা সেই বংশীধারীর নিকটে উপনীত হইলেন। ২

রাগিণী কল্যাণী—তাল চঞ্চুপুট

বিপিনে মিলল গোপ নারী, হেরি হাসত মুরলীধারী, নিরখি বয়ান পুছত বাত, প্রেমসিন্ধু গাহনী। পুছত সবক গমন ক্ষেম, কহত কিয়ে করব প্রেম, ব্রজক সবহু কুশল বাত, কাহে কুটিল

চাহনি ॥ হেরি ঐছন রজনী ঘোর, তেজি তরুণী পতিক কোর, কৈছে আওলি কানন ওর, থোর নহত কাহিনী ॥ গলিত ললিত কবরী বন্ধ, কাহে ধাওত যুবতী বৃন্দ, মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ্ব, বেড়ল বিপথ বাহিনী ॥ কিয়ে শারদ চাঁদনী রাতি, নিকুঞ্জে ভরল কুসুম পাঁতি, হেরত শ্যাম ভ্রমর ভাতি, বুঝি আওলি সাহনী। এতহু কহত না কহ কোই, কাহে রাখত মনহি গোই, ইহ আন না হোই কোই, গোবিন্দ দাস গাহনী ॥ ৩

ভাবার্থ।—ক্ষেম—মঙ্গল। কানন ওর—বনের শেষ প্রান্ত। দ্বন্দ্ব—বিবাদ। গোপীগণকে অত্রাবস্থাতে বনে সমাগত দেখিয়া রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি মধুর মনোহর হাস্য দ্বারা প্রেমবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন, এবং প্রত্যেকের বদন পানে চাহিয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে বাগ্‌বিন্যাস আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন—হে সুন্দরীগণ, তোমরা নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ, তোমাদের মঙ্গল বল। আমি তোমাদের কি প্রীতি-বিধান করিব? এমন্ সময়ে কুলবতী ললনাদের কাননে আসিবার কারণ কি? গৃহে কি কোন বিবাদ হইয়াছে কিম্বা কোন সেনাবাহিনী নগর আক্রমণ করিয়াছে? তোমরা এত বেগে ধাবিত হইয়াছ কেন? তোমরা বেশভূষাও করিতে সময় পাও নাই। এ ত সামান্য কারণে এইরূপ হয় নাই, কি হইয়াছে শীঘ্র বল। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ভঙ্গীতে কথা বলার উদ্দেশ্য, কান্তাগণের কি প্রকার অনুরাগ তাহা পরীক্ষা করা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আবার বলিতেছেন, তোমরা কি এই চাঁদিনী নিশিতে বনের শোভা দর্শন করিতে আসিয়াছ? কিম্বা ভ্রমর-কান্তি আমাকে দেখিতে আসিয়াছ? যদি তাহাই হয় তবে এখানে আর থাকা উচিত নয়, বন-শোভা দর্শন করা হইয়াছে। এখন গৃহে যাইয়া কুলবতীর ধর্ম্ম যাহা তাহাই কর। কিন্তু গোপীমণ্ডলী কৃষ্ণের এই প্রকার বাক্য শুনিয়া কোন কথা বলিতেছেন না। গোপীগণকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, আমি এত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কোন কথারই

কোন উত্তর দিতেছ না, কারণ কি ? মঞ্জরী-ভাবাবিষ্ট পদকর্তা বলিতেছেন যে, তোমরা কেন কথা বলিতেছ না, এখানে গোবিন্দ ভিন্ন অন্য কেহ নাই। ৩

রাগিণী বেহাগ—তাল তেওট

ঐছন বচন কলহ যব কান ॥ ব্রজ রমণীগণ সজল নয়ান ॥ টুটল সবহুঁ মনোরথ করণি। অবনত বয়ানে নখে লিখু ধরণী ॥ আকুল অন্তর গদগদ কহই। অকরুণ বচন বিশিখ নাই সহই ॥ শুন শুন সুকপট শ্যামর চন্দ। কৈছে কহলি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ। ভাঙ্গলি কুলশীল মুরলীক শানে। কিঙ্করীগণে জনু কেশে ধরি আনে ॥ অব কাহে কহত ধরম যুত বোল। ধাম্মিক হরয়ে কি কুমারী নিচোল ॥ তোহে সঁপিত জীব তুয়া রস পাব। তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাঁহা যাব ॥ এতহুঁ কহত ব্রজ যুবতী মেল। শুনি নন্দনন্দন হরষিত ভেল ॥ করি পরসাদ তহিঁ করত বিলাস। আনন্দে নিরখই গোবিন্দ দাস ॥ ৪

ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার বাক্য শুনিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ সজলনয়না হইলেন, এবং মনোবাসনা পূর্ণ হইল না ভাবিয়া পদনখ দ্বারা ধরণী অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিতে লাগিলেন, হে কপট শিরোমণি, তোমার নিষ্ঠুর বাক্যবাণ আমরা সহ্য করিতে পারিতেছি না। তুমি এখন ধাম্মিক হইয়া উপদেশ দিতেছ, কিন্তু আমাদের কে এই বনে ডাকিয়া আনিযাছে ? আমরা অমনি আসি নাই। তোমার চিত্তাকর্ষণী বাঁশী আমাদের কিঙ্করীগণের ন্যায় কেশাকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে। আমরা তোমাকেই দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। আমরা তোমার পদাশ্রয় ছাড়িয়া কোথায় যাইব ?

ব্রজ যুবতীগণের এই প্রকার আত্মসমর্পণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্যামসুন্দর আনন্দিত চিত্তে গোপীগণ সহ রাসলীলা আরম্ভ করিলেন। মঞ্জরীভাবাবিষ্ট গোবিন্দদাস আনন্দিত মনে সেই লীলা দর্শন করিতে লাগিলেন। ৪

রাগিণী মাথুর—তাল মধ্যম দশকুশি

কাঞ্চন মণিগণ, জনু নিরমাওল, রমণী মণ্ডল সাজ। মাঝহি মাঝ, মহা মরকত সম, শ্যামরু নটবর রাজ ॥ অপরূপ রাস বিহার। থির বিজুরি সঞে, চঞ্চল জলধর, রস বরিখয়ে অনিবার ॥ কত কত চাঁদ, তিমির পরে বিলসই, তিমিরহু কত কত চাঁদে। কনক লতায়ে, তমালহি বেড়ল, দুহুঁ দুহুঁ তনু তনু বান্ধে ॥ কত কত পদুমিনী, পঞ্চম গাওত, মধুকর ধরু শ্রুতি ভায। মধুকর মিলি কত, পদুমিনী গাওত, মুগধল গোবিন্দ দাস ॥ ৫

ভাবার্থ। কাঞ্চন—স্বর্ণ। জনু—জেন। নিরমাওল—নির্ম্মাণ করিল। মরকত—নীলকান্ত মণি। পদুমিনী—পদ্মিনী নারী। রসিকেন্দ্র চূড়ামণি গোপীগণের আত্ম-সমর্পণ বাক্যে তুষ্ট হইয়া রাসচক্র নির্ম্মাণ করিলেন। তাহার শোভা কি প্রকার; যেন স্বর্ণ ও নীলমণি দ্বারা একটি চক্র নির্ম্মাণ করিলেন। গোপীগণ গৌর বর্ণা, সোনার ন্যায়, আর শ্রীকৃষ্ণ নীলকান্ত মণি। একটি গোপী ও একটি কৃষ্ণ, অর্থাৎ যত গোপী তত কৃষ্ণ, এইভাবে মণ্ডলী হইল। এ যেন চাঁদ তিমিরের খেলা, তমালে আর স্বর্ণ লতায় জড়াজড়ি। কোন গোপী অতি মিষ্ট স্বরে গান করিতেছেন, মুগ্ধ মধুকর শ্রীকৃষ্ণ শ্রবণ করিতেছেন। মধুকর শ্রীকৃষ্ণও গান করিতেছেন, পদ্মিনী গোপীরা তাহা শুনিতেছেন। মঞ্জরীভাবাবিষ্ট গোবিন্দ কবিরাজ এই লীলা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। ৫

তত্রান্তরে অন্তর্দ্ধানং

রাগিণী কেদার—তাল দশকুশি

রাস বিহারে, মগন শ্যাম নটবর, রসবতী রাধা বামে। মণ্ডলী ছোরি, রাই কর ধরি হরি, চললহি আনবন ধামে ॥ যব হরি অলখিত ভেল। সবহুঁ কলাবতী, আকুল ভেল অতি, হেরইতে বন মাহা গেল ॥ সখীগণ মেলি, সবহ বন ঢুরই, পুছই তরুগণ পাশ। কাঁহা মঝু প্রাণনাথ, ভেল অতি অলখিত, না দেখিয়া জীবন নৈরাশ ॥ কহ কহ কুসুম, পুঞ্জ তুহুঁ ফুল্লিত, শ্যাম ভ্রমরা কাঁহা পাই। কোন উপায়ে, নাহ মঝু মিলব, উদ্ধব দাস তাহা ধাই ॥ ৬

ভাবার্থ। মণ্ডলী করিয়া নৃত্য করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া মণ্ডলী ত্যাগ করিয়া অন্য বনে চলিয়া গেলেন। তখন সকল গোপীগণ ব্যাকুল হইয়া রাধা এবং কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। বনের যত বৃক্ষ ও পুষ্পলতিকাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আমাদের প্রাণ কৃষ্ণ কোথায় গেল তোমরা বলিয়া দাও। ৬

রাগিণী মাথুব—তাল তেওট

সকল রমণীগণ, ছোড়ি বর নাগর, রাইক করে ধরি গেল। বনে বনে ভ্রমই, কুসুম কুল তোড়ই, কেশ বেশ করি দেল ॥ চলইতে রাই, চরণে ভেল বেদন, কান্ধে চড়ব মনে কেল। বুঝাইতে ঐছে, বচন বহুবল্লভ, নিজ তনু অলখিত ভেল ॥ না দেখিয়া নাহ, তাহি ধনী রোয়ত, হা প্রাণনাথ উতরোল। ব্রজ রমণীগণ, না দেখিয়া মন দুঃখে, ভাসল বিরহ হিল্লোল ॥ উদ্দেশে

কোই কোই, বনে পরবেশিয়া, হেরল রোদতি রাধা। সখীগণ মেলি, ধরণী পর পুটই, উদ্ধব দাস চিতে বাধা ॥ ৭

গোপীগণ বলিতেছেন

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ৮

ভাবার্থ। ব্রজাঙ্গনাগণ পুনঃপুনঃ কহিতেছেন, হে কৃষ্ণ তোমার বিরহানল আমরা সহিতে পারিতেছি না। তুমি একটিবার আমাদের সঙ্গে কথা বল। তোমার কথামৃত তাপিত জীবন শীতল করে, এবং কবিগণ সর্ব্বদা গান করিয়া থাকেন। তোমার কথামৃতে অনেক জন্মার্জ্জিত পাপ বিদূরিত হয়, এবং শ্রবণ করিলে দেহিমাত্রেরই মঙ্গল হয়। সেই কথামৃত আমাদিগকে পান করাও। আমাদের তপ্ত জীবন শীতল করি। ৮

রাগিণী সোহিনী—তাল একতালী

যত নারী কুল, বিরহে আকুল, ধৈরজ ধরিতে নারে। রসিক নাগর, বুঝিয়া অন্তর, দাঁড়াল যমুনার ধারে ॥ কদম্বের তলে, বসি কোন ছলে, মৃদু মৃদু বায় বাঁশী। শুনিতে শ্রবণে, ব্রজ বধূগণে, তথায় মিলিল আসি ॥ মরণ শরীরে, পরাণ পাওল, ঐছন সবহুঁ ভেলি। বন দাবানলে, পুড়িয়া যেমন, অমিয়া সায়রে কেলি ॥ চাতকিনী যেন, হেরি নবঘন, মনের আনন্দে হাসে। জিনি শশধর, বদন সুন্দর, চকোরিণী চারিপাশে ॥ বিরহে তাপিত, ভেল তিরপিত, বরিখে অমিয় রাশি। জ্ঞানদাস কহে, শ্যামের বদনে, আধ ঈষত হাসি ॥ ৯

ভাবার্থ। ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আকুল হইয়া অধৈর্য্য হইলেন। রসিক নাগর ব্রজ গোপীদের মনের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া যমুনার কূলে একটি কদম্ব তরুমূলে বসিয়া বাঁশী বাজাইতে লাগিলেন। ব্রজাঙ্গনাগণ সেই বংশী ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেথানে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। শ্যামসুন্দরও গোপাঙ্গনাগণকে দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। ৯

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের দুঃখ দেখিয়া মিলিত হইলেন এবং পুনরায় রাসচক্র নির্ম্মাণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

রাগিণী বিহগড়া—তাল লোফা

অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো, মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা।
ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগো, বেণুনা সংজগৌ দেবকীনন্দনঃ ॥১০

ভাবার্থ। ব্রজাঙ্গনাগণের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য পূর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বহু হইলেন। কিন্তু যোগমায়ার মায়ার প্রভাবে গোপীগণ বহু কৃষ্ণ জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা জানেন এক কৃষ্ণ আমার নিকটে রহিয়াছেন।

অর্থ। দুইটি গোপীর মধ্যে মাধব অথবা দুই পার্শ্বে দুই মাধব, মধ্যে এক গোপী—এই প্রকার মণ্ডলীর মধ্যে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বেণুবাদন করিতে লাগিলেন। ১০

রাগিণী বেহাগ—তাল লোফা

পহিলে প্যারী, পদুমিনী ধনী, কঙ্কণে ধরি তান। কৈছে নাচবি, নাচহ দেখি, মুরলীতে নহে গান॥ রাখালের গাঁথা, বনমালা পরি, রমণী ভুলান নয়। কঙ্কণের তালে, নাচিতে নাচিতে, তাল ছাড়া কেন হয়॥ ময়ূর পাখীর, পাখায় বিনোদ, শিরে নহে চূড়া বাঁধা। কদম্ব তলায়, ত্রিভঙ্গ হইয়া, পায়ে পায়ে নহে ছাঁদা॥

বয়ানে হাস, মধুর ভাষ, বোলত সব সখী। কঙ্কণের তালে, গোবিন্দায় বলে, একবার নাচত গিয়া দেখি ॥ ১১

ভাবার্থ। শ্রীরাসমণ্ডলীতে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীমতী রাধারাণী বলিলেন, ওহে নটবর, আমি কঙ্কণ বাজাইয়া তাল দিতেছি, তুমি এই তালে নাচ দেখি। এ ত বনে বনে বাঁশী বাজান নহে, এ গুণীর সমাজ। সাবধানে নৃত্য কর, তোমার তাল ভঙ্গ হইয়া যায় কেন, ভাল করিয়া নাচ। এ রমণী ভুলান নয়, সাবধানে নৃত্য কর।

শ্রীমতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, দেখ আমি ধেনুর রাখাল, আমার তাল মান জ্ঞান কম থাকিতে পারে, আচ্ছা তোমরা গুণী, তুমি এই তালেতে একবার নাচ আমি দেখি। ১১

রাগিণী পাহাড়ী—তাল ধামালী

চাঁদবদনী নাচত দেখি, তাত্তা থৈয়া থৈয়া তিনথিটি তিনিথিটি ঝাঁ। না হবে ভূষণের ধ্বনি না নরিবে চীর। দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর ॥ বিষম সঙ্কট তালে বাজাইব বাঁশী। ধনু অঙ্ক মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সী ॥ হারিলে তোমার লব বেশর কাঁচলি। জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী ॥ যেমন বলেন শ্যাম নাগর তেমন নাচেন রাই। মুরলী লুকান শ্যাম চারিদিকে চাই ॥ সবাই বলে রাইয়ের জয় নাগর হারিলে। দুঃখিনী কহয়ে গোপী মণ্ডলী হাসালে ॥ ১২

ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন তুমি এই তালে নাচ। তোমার ভূষণের ধ্বনি হইবে না এবং বস্ত্র নড়িবে না, চরণের মঞ্জীরও বাজিবে না, অথচ দ্রুতগতিতে নাচিতে হইবে। (ধনু অঙ্ক—অর্দ্ধবৃত্ত চিহ্ন)। হারিলে তোমার নাসার বেশর ও কাঁচলী লইব, জিনিলে আমার বাঁশীটি দিব। সকলে বলিল, শ্রীমতীর জয়

হইয়াছে। পদকর্ত্তা শ্যামানন্দ (দুঃখিনী বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন) বলিতেছেন তুমি গোপীমণ্ডলী হাসাইলে। ১২

শ্রীমতীর সখীগণ বলিলেন এইবার তুমি নাচ

রাগিণী পাহাড়ী—তাল ধামালী

শ্যাম তোমাকে নাচতে হবে, ঝেন্দা ঝেনা থেটা থোউর্‌র্‌লাগ ঝিনী ঝাঁ। না নড়িবে গণ্ডমুণ্ড নূপুরের কড়াই। না নড়িবে বনমালা ঝুঝির বড়াই॥ না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘন্টি শ্রবণের কুণ্ডল। না নড়িবে নাসার মতি নয়নের পল॥ ললিতা বাজায় বীণা বিশাখা মৃদঙ্গ। সুচিত্রা বায় সপ্তস্বরা রাই দেখে রঙ্গ॥ তুঙ্গবিদ্যা কপিনাস তাম্বুরা রঙ্গদেবী। ইন্দুরেখা পিনাক বাজায় মন্দিরা সুদেবী॥ উদ্‌ভট্ট তালেতে যদি হার বনমালা। চূড়া বাঁশী কেড়ে লব দিব করতালি॥ যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী। নইলে কারাগারে রাখব দুঃখিনী শুনে হাসি ১৩

ভাবার্থ। গণ্ড—গাল, কপোল। কড়াই—নূপুরের ভিতরের বাজনি গুটিকা। সপ্তস্বরা—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। কপিনাস, তাম্বুরা—বাদ্যযন্ত্র। পিনাক—বাদ্যযন্ত্র। উদ্‌ভট্ট তাল—যে তালের কোন আদি নাই, নূতন সৃষ্ট তাল বিশেষ। শ্যাম এবার তোমাকে এইভাবে নাচিতে হইবে। যদি জিন রাইকে দিব। নৈলে কারাগারে রাখিব, সাবধানে নৃত্য কর। ১৩

রাগিণী বেহাগ—তাল লোফা

দেখিরে সখী, শ্যাম চন্দ্র, ইন্দুবদনী রাধিকা। বিবিধ যন্ত্র,

যুবতী বৃন্দ, গাওয়ে রাগ মালিকা ॥ মন্দ পবন, কুঞ্জ ভবন, কুসুম গন্ধ মাধুরী। মদন রাজ, নব সমাজ, ভ্রমরা ভ্রমরী চাতুরী ॥ তরল তাল, গতি দুলাল, নাচে নটিনী নটন সুর। প্রাণনাথ, করত হাত, রাই তাহে অধিক পূর ॥ অঙ্গে অঙ্গে, পরশ ভোর, কেহ রহত কাহুকে কোর। জ্ঞানদাস, ভণয়ে রাস, যৈছে জলদে বিজুরী জোর ॥ ১৪

রাগিণী ধানশী—তাল কাহারবা

অতিশয় নটনে, পরিশ্রমে ভৈগেল, ঘামে তিতল তনু বাস। নৃত্য সমাধি, রাই কানু বৈঠল, বরজ রমণী চারি পাশ ॥ আনন্দ কহনে না যায়। চামর করে কোই, বীজন বীজই, কোই ঝারি লেই ধায় ॥ চরণ পাখালই, তাম্বুল যোগায়ই, কোই মোছায়ত ঘাম। ঐছন দুহুঁ তনু, শীতল করল জনু, কুবলয় চম্পক দাম ॥ আর সব সখীগণে, বহুবিধ সেবনে, শ্রমজল করলহি দূর। আনন্দে সাগরে, দুহুঁ মুখ হেরইতে, উদ্ধব দাস হিয়া বূর ॥ ১৫

ভাবার্থ। অত্যন্ত নৃত্য পরিশ্রমে ঘর্ম্মাক্ত শরীরে রাধাকৃষ্ণ উপবেশন করিলেন। তখন সেবাপরায়ণা যাবতীয় সখীগণ বহুবিধ সেবা দ্বারা দু'জনার অঙ্গ শীতল করিলেন। পদকর্ত্তা উদ্ধবদাস এই লীলা দর্শন করিয়া আনন্দ সাগরে ডুবিয়াছেন। ১৫

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শয়ন

রাগিণী শ্রীরাগ মিশ্র—তাল দোঠুকি

রাস জাগরণে, নিকুঞ্জ ভবনে, এলায়ে অলস ভরে। শুতল কিশোরী, আপনা পাশরি, পরাণ নাথের কোরে॥ সখী হের দেখসিয়া যা। নিদ যায় ধনী, ও চাঁদ বদনী, শ্যামের অঙ্গে দিয়ে পা॥ নাগরের বাহু, সিথান করিছে, বিথার বসন ভূষা। নাসার নিঃশ্বাসে, বেসর দুলিছে, হাসিখানি মুখে মিশা॥ পরিহাস করি, নিতে চায় হরি, সাহস না হয় মনে। ধারি কর বোল, না করিও রোল, দাস জগন্নাথ ভণে॥ ১৬

———

অথ কুঞ্জভঙ্গ

গৌরচন্দ্র

রাগিণী ললিত—তাল জোত সম

রজনীক শেষে, জাগি শচীনন্দন, শুনইতে অলি পিক রাব। সহজহি নিজভাবে, গরগর অন্তর, তহিঁ উহ দ্বিতীয় বিভাব॥ বেকত গৌর অনুভাব। পূরব রজনী শেষে, জাগি দুহুঁ যৈছন, উপজল তৈছন ভাব॥ নয়ন কমলজল, অমিয়া বচন খল, পুলকে ভরল সব অঙ্গ। হরিষ বিষাদ, শঙ্কাদি পুনঃ হোয়ত, কো কছুঁ ভাব তরঙ্গ॥ ঐছন অনুদিন, বিহরে নদীয়াপুরে, পূরবের ভাব পরকাশ। সো অনুভব, মঝুমনে হোয়ব, কহ রাধামোহন দাস॥ ১

ভাবার্থ। নিশি শেষে আমাদের শ্রীশচীনন্দন অলি ও কোকিলের ধ্বনি শ্রবণে জাগরিত হইয়াছেন। একেই তো নিজভাবে অর্থাৎ কৃষ্ণ ভাবে অন্তর গলিয়া যাইতেছে, তাহাতে আবার (দ্বিতীয় ভাব) শ্রীরাধার ভাব উদ্দীপন হইল। আজ যুগল ভাব প্রকাশ পাইল। পূরব (পূর্ব্ব) শ্রীবৃন্দাবন লীলায় রজনী শেষে কিশোরী কিশোর দুইজনে জাগিয়া যেরূপ ভাব হইয়াছিল সেই যুগল ভাব আজ মহাপ্রভুর উপস্থিত হইল। নয়ন জলে ভরিয়া গেল, বাক্য স্খলিত হইতে লাগিল, অঙ্গ পুলকিত হইল, গুরুজনের আশঙ্কা হইতে লাগিল। এই ভাবে অনুদিন নদীয়াপুরে বিহার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ব্ব ভাব প্রকাশ করিতেছেন। ঠাকুর রাধামোহন বলিতেছেন, সেই লীলা আমার কবে অনুভব হইবে। ১

রাগিণী ললিত—তাল লোফা

কানন দেবতি হেরি নিশি অবসান। আদেশিলা দ্বিজকুলে করইতে গান॥ শারী শুকে কহে দোঁহে জাগাও তুরিতে। অরুণ উদয় হেরি নাহি মানে ভীতে॥ বানরীগণে পুনঃ করিল আদেশ। তুরিতে শবদ কর নিশি অবশেষ॥ শুনইতে ইহ বল দেবতি বোল। কানন ভরিয়া উঠিল মহা রোল॥ হেরইতে ঐছন পরভাত। মাধব দাস শিরে দেই হাত॥ ২

রাগিণী বিভাষ—তাল তেওট

শারী শুক দুহুঁ জনে উঠিয়া বিহানে। রাইকানু জাগাইতে করিল মননে॥ শারী বলে ওহে শুক বলিহে তোমারে। অরুণ কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে॥ শারীর বচনে শুক ডাকে উচ্চ স্বরে। পবন প্রবল বহে কুঞ্জের ভিতরে॥ ডালেতে বসিয়া শুক করে চারুধ্বনি। জাগিয়া উঠিল তখন রাধা বিনোদিনী॥ গোকুলানন্দ কহে শুকরে বড় দুঃখ দিল। তমালে কনক লতা কেন ছাড়াইলি॥ ৩

রাগিণী ললিত বিভাষ—তাল দোঠুকি

উঠিয়া সে বিনোদিনী, হেরি শেষ রজনী, চমকিত চারিদিকে চায়। প্রভাত জানিয়া ধনী, মনে সশঙ্কিত মানি, পদ চাপি বঁধুরে জাগায়॥ উঠহে নাগর বর, আলিস পরিহর, ঘুমে না হইও অচেতন। বিষম গোকুলের লোকে, হেন বেলে যদি দেখে, কি

বলিয়া বলিব বচন ॥ বাপ শ্বশুর কুল, উচ্চ দুই সমতুল, তাহে বোলাই কুলের কামিনী। হেন মনে করি ভয়, পাছে কুলে কালি রয়, লোকে পাছে বলে কলঙ্কিনী ॥ এইত গোকুলের লোকে, কত কথা বলে মোকে, ননদিনী পরমাদ করে। যদি দেখে তুয়া সঙ্গে, হইবে কেমন রঙ্গে, তবেকি রহিতে দিবে ঘরে ॥ আমি আর বলিব কি, না পারিয়া বিদায় নি, সকলই গোচর রাঙ্গা পায়। এ যদু নন্দন বোলে, দুঁহে ভাসে প্রেমজলে, লোরে দুহুঁ দেখিতে না পায় ॥৪

ভাবার্থ। পাখী কুলের কলরব শুনিয়া প্রভাত জানিয়া বিনোদিনী পায়ে হাত দিয়া নাগরকে জাগাইয়া বলিতেছেন, শীঘ্র উঠ, এখানে আর থাকিবার সময় নাই। কারণ, সকল লোক জাগিয়াছে, এখানে যদি কেউ আমাকে তোমার সঙ্গে দেখিতে পায় তবে ননদিনী আর ঘরে থাকিতে দিবে না। বাপের কুল, শ্বশুরের কুল, দুই সম্মানিত কুলে যেন কলঙ্ক না হয় এই নিবেদন। ৪

রাগিণী ভৈরবমিশ্র বিভাষ—তাল বড় লোফা

জাগহ বৃষভানু নন্দিনী মোহন যুবরাজে।

অকরুণ পুনঃ বাল-অরুণ, উদিত মুদিত কুমুদ বদন, চমকি চুম্বি চঞ্চুরী পদুমনীক সদন সাজে ॥ কি জানি সজনী রজনী থোর, ঘু-ঘু ঘন ঘন ডাকত ঘোর, গত যামিনী জিত দামিনী, কামিনী কুল লাজে। কুহরত হত-শোক কোক, জাগব অহ সবহুঁ লোক, শুক শারীক, পিক কাকুলি, নিধুবন ভরি গাজে ॥ গলিত ললিত বসন সাজ, মণিযুত বেণী ফণী বিরাজ, উচ কোরক রূঢ় চোরক, কুচ জোরক মাঝে। তড়িত জড়িত জলদ ভাতি, দোহেঁ সুখে শুতি রহল মাতি, জিনি ভাদর রস বাদর পরমাদর শেজে ॥ বরজ কুলজ

জলজ নয়না, ঘুমল বিমল কমল বয়নি, কৃত লালিস ভুজ বালিশ আলিস নাহি তেজে ॥ টুটল কিয়ে ফুলধনু গুণ, কিয়ে রতিরণে ভেল তূণ শূন, সমর মাঝ পায়ল লাজ রতিপতি ভয়ে ভাজে। বিপতি পড়ল যুবতী বৃন্দ, গুরুজনে গতি কহই মন্দ, জগদানন্দ সরস বিরস রসবতী রস রাজে ॥ ৫

ভাবার্থ। নিধুবনে কেলিকুঞ্জে শ্রীরাধা মাধব নিদ্রিত আছেন। নিশি অবসান দেখিয়া সখীগণ মন্দিরের গবাক্ষের নিকট থাকিয়া বলিতেছেন—বৃষভানু নন্দিনী ও শ্রীকৃষ্ণ, তোমরা জাগ, আর নিশি নাই। ঐ অকরুণ অরুণ আবার উদিত হইতেছে। উহার করুণা নাই। ঘুঘু ঘন ঘন ডাকিতেছে, আর নিশি নাই। দুঃখ করিয়া সখীগণ বলিতেছেন, হায়, যামিনী দামিনীকেও জয় করিয়াছে, অর্থাৎ বিদ্যুৎগতিতে চলিয়া গিয়াছে, এবং কামিনীকুলকে লাজে ফেলিয়াছে। আহা, কি সুন্দর শয়ন আমাদের রাধা-গোবিন্দের! তাহা আর থাকিতে দিল না। আমাদের রাজনন্দিনী কেমন সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, লালসা করিয়া বাহু শিথানে দিয়াছেন। বসন স্খলিত হইয়া নিতম্বে রহিয়াছে, মণিযুক্ত বেণী ফণীর ন্যায় বক্ষস্থলে উচ্চ কোরক মাঝে যেন ময়ূরের ভয়ে লুকাইয়া রহিয়াছে (চূড়ার ময়ূর পুচ্ছ)। মদনরাজ রণে ভঙ্গ দিয়াছেন, তাঁহার আর বাণ নাই অথবা ধনুর গুণ টুটিয়াছে। নিশি নাই দেখিয়া পদকর্ত্তা জগদানন্দ একবার কাঁদিতেছেন, কারণ, এখনই যুগল ভাঙ্গিবে মনে করিয়া। আবার যুগল পানে চাহিয়া আনন্দিতও হইতেছেন। ৫

রাগিণী বিভাষ—তাল একতালী

সখীগণ কহে শুন নাগর কান। বিরচহ রাইক বেশ বনান ॥ সিঁথি রচন করি দেহ সিন্দূর। চিবুকহি মৃগমদ রচহ মধুর ॥ নয়নহি অঞ্জন যাবক পায়। পীন পয়োধর চিত্রহ তায় ॥ ঐছে বচন তব শুনইতে পাই। শেখর বেশ সাজলই ধাই ॥ ৬

রাগিণী ললিত বিভাষ—তাল মধ্যম দশকুশি

হরি নিজ আঁচরে, রাই মুখ মোছই, কুঙ্কুমে তনু পুনঃ মাজি। অলকা তিলক দেই, সিঁথি বনায়ই, চিকুর কবরী পুনঃ সাজি ॥ সিন্দূর দেওল সিঁথে। কতহু যতন করি, উর পর লেখই, মৃগমদ চিত্রক পাঁতে ॥ মণি মঞ্জীর, চরণে পরায়লি, উর পরি দেওলি হার। কর্পূর তাম্বুল, বদন ভরি দেওলি, নিছই তনু আপনার ॥ নয়নক অঞ্জন, করল সুরঞ্জন, চিবুকহি মৃগমদ বিন্দু। চরণ-কমল তলে, যাবক লেখই, কি কহব দাস গোবিন্দ ॥ ৭

ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণ নিজ অঞ্চল দ্বারা রাধারাণীর মুখখানি মাজিয়া দিলেন, এবং কুঙ্কুমে তনু লেপন করিলেন। কেশ বাঁধিয়া দিলেন, বক্ষে হার দিলেন, মুখে তাম্বুল দিলেন, নয়নে কাজর ও চিবুকে কস্তুরীর বিন্দু দিলেন এবং চরণে আলতা পরাইয়া দিলেন। ৭

রাগিণী বিভাষ—তাল ছোট দশকুশি

বেশ বনায়ই, বদন পুনঃ হেরই, পদে পড়ু বারহি বার। ঢর ঢর লোর, ঢরকি পড়ু লোচনে, নিজ তনু নহে আপনার ॥ সুন্দরী কোরে আগোরল কান। দেহ বিদায়, মন্দিরে হাম যাওব, দিনকর করত পয়ান ॥ কানুক চিত, থির করি সুন্দরী, কুঞ্জ হি বাহির ভেল। নীলাম্বরে ঝাঁপি, অঙ্গ মণি মঞ্জীর, নিজ মন্দিরে চলি গেল ॥ রতন পালঙ্ক পর, বৈঠল রসবতী, সখীগণ ফুকারই চাই। রজনী পোহায়ল, গুরুজন জাগল, গোবিন্দদাস বলি যাই ॥ ৮

———

অথ রসোদ্গার

গৌরচন্দ্র

রাগিণী বিভাষ—সমতাল

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ বিধু। পূরব প্রেমরস কহই মধু॥ ভাব ভরে গদ গদ আধ আধ বাণী। অমিয়ার সার যেন পরে খানি খানি॥ পুলকে পূরল তনু পিরীতির রসে। ঝাঁপয়ে বসনে বিবশে পুনঃ খসে॥ আনন্দ জলে ডুবে নয়ন রাতা। রাধা মোহনদাসের শরণদাতা॥ ১

ভাবার্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভু আজ রাধারাণীর ভাবে বিভোর হইয়া সখীদের নিকট নানাপ্রকার রসের কথা বলিতেছেন। ১

সখ্যুক্তি

রাগিণী পঠমঞ্জরী—তাল দাশপাহিড়া

আজি কেন তোমায় এমন দেখি। সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥ অঙ্গ মোড়াইয়া কহিছ কথা। না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা॥ সঘনে গগনে গণিছ তারা। দেব অবঘাত হৈয়াছে পারা॥ যদি বা না কহ লোকের লাজে। মরমি জনার মরমে বাজে॥ আঁচরে কাঞ্চন ঝলক দেখি। প্রেম কলেবর দিতেছে

সাখি ॥ বিদ্যাপতি কহে এ কথা দড়। গোপত পিরীতি বিষম বড় ॥ ২

ভাবার্থ। সখী বলিতেছে, আজ তোমাকে এমন দেখিতেছি কেন? অঙ্গ মোড়া দিয়া কথা কহিতেছ, যেন কত অলস। আমাদের নিকট না বলিলে আমাদের প্রাণে বাজে। তোমার ভাব যতই গোপন কর, বুঝিতে বাকি থাকিবে না। আঁচলে সোনা বাঁধা আর মুখে অভাব জানাইলে কি হয়? ২

রাগিণী সুহই—তাল একতালী

সুন্দরী বুঝিনু তোমার ভাব। প্রেমরতন, গোপতে পাইয়া, ভাঁড়িলে কি হবে লাভ ॥ আন্ ছলে কহ, আনের কথা, বেকত পিরীত রঙ্গ। রসের বিলাসে, অঙ্গ ঢল ঢল, রঙ্গিত প্রেমতরঙ্গ ॥ ভাবের ভরেতে, চলিতে না পার, চরণ হইল হারা। কানুর সনে, নিকুঞ্জবনে, রঙ্গেতে হৈয়াছ ভোরা ॥ পুছিলে না কহ, মনের মরম, সব ভেল বিপরীত। বলরাম কহে, কি আর বলিবে, ভাবেতে মজিল চিত ॥ ৩

ভাবার্থ। হে রাই, আমাদের ভাঁড়াইলে কি হইবে? তুমি অন্য কথা যতই বল, তোমার মনের ভাব যতই গোপন কর, তোমার প্রেমে ঢল ঢল অঙ্গ দেখিলেই বুঝিতে পারি কৃষ্ণসনে নিকুঞ্জ-কাননে বিভোর হইয়াছিলে। ৩

রাগিণী ললিত—তাল ছোট একতালী

কি পুছসি অনুভব মোয়। সোই পিরীতি, অনুরাগ বাখানিতে অনখণ নূতন হোয় ॥ জনম অবধি হাম, রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল। বচন অমিয়া মৃছু, অনুদিন শুনল, শ্রুতিপথে

পরশ না ভেল ॥ লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ, হৃদয় জুড়ন না গেল। কত মধুযামিনী, রভসে গোঙাইনু, না বুঝিলুঁ কৈছন কেল ॥ যত বিদগধজন, রস অনুমোদই, অনুভব কাহুক না পেখ। বিদ্যাপতি কহে, হৃদয় জুড়াইতে, লাখে না মিলয়ে এক ॥ ৪

ভাবার্থ। সখি, আমার অনুভব কি জিজ্ঞাসা করিতেছ ? বঁধুর পিরীতি কি বলিব, নিত্যই নূতন নূতন। জনমাবধি ঐরূপ দেখিলাম, তবু আঁখির আশা মিটিল না। কত সুন্দর যামিনী রতিরসে কাটাইয়াছি, কিন্তু আশা মিটিল না; যেন আর কত কি বাকি রহিল। কি আর বলিব, তোমরাও অনুমানে বুঝিয়া লও। ৪

রাগিণী ধানশী—তাল দশকুশি

আমার বঁধু সে পরশমণি। সে অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার, সোনার বরণখানি ॥ কতনা আদর, করয়ে নাগর, কত উঠে তার মনে। পালঙ্ক শয়নে, না রাখে কখনে, আপন হৃদয় বিনে ॥ দুবাহু পসারি, কোলেতে আগুরি, বয়ান নিরখে শ্যাম। আপনি নাগর, যাবক পরায়ে, লিখয়ে আপন নাম ॥ চরণের ধূলি, আপনি মাখয়ে, জুড়ানু জুড়ানু বলে। এ কথা কহিতে, দাস যদুনাথ, তিতিল নয়নজলে ॥ ৫

ভাবার্থ। সখি, বঁধু আমার স্পর্শমণি। (স্পর্শমণি পরশে লৌহ সোনা হয়।) আমার এই যে স্বর্ণ বর্ণ দেখ, ইহা আমার বঁধুর স্পর্শে হইয়াছে। আমাকে কখন শয্যায় শুইতে দেয় না, নিজের বক্ষস্থলে শুয়াইয়া রাখে। কি আর বলিব, আমার মুখপানে এমনিভাবে চাহিয়া থাকে যেন কখনও দেখে নাই। ৫

রাগিণী মাথুর—তাল তেওট

শিশুকাল হতে, বঁধুর সহিতে, পরাণে পরাণে লেহা। না জানি কি লাগি, কো বিহি গড়ল, ভিন ভিন করি দেহা॥ সই কিবা সে পিরীতি তার। অলস করিয়া, নারে পাশরিতে, কি দিয়া শুধিব ধার॥ আমার অঙ্গের, বরণ লাগিয়া, পীতবাস পরে শ্যাম। প্রাণের অধিক, করের মুরলী, গায় সদা মোর নাম॥ আমার অঙ্গের, সুগন্ধি সৌরভ, যখন যেদিকে পায়। বাহু পসারিয়া, বাউল হইয়া, তখন সেদিকে ধায়॥ লাখ কামিনী, ভাবে রাতিদিন, যেপদ সেবিতে চায়। জ্ঞানদাস কহে, আহিরীরমণী, পিরীতে বাঁধল তায়॥ ৬

ভাবার্থ। শিশুকাল হইতে বঁধুর সহিতে আমার পরাণে পরাণে বাঁধা, কেবল দেহটি মাত্র ভিন্ন। সই, তার কথা কি বলিব, আমার দেহ পীতবর্ণ বলিয়া বঁধু আমার পীতবসন পরিধান করে। যে নাগরকে লক্ষ রমণী দিবারাত্রি ভাবিয়াও পায় না, আহিরী রমণী কি গুণে তাহাকে বাঁধিয়াছে, পদকর্ত্তা তাই বলিতেছেন। ৬

রাগিণী ধানশী—তাল দোঠুকি

সিনান দুপুর সময় জানি। তপত পথেতে ঢালয়ে পানি॥ কি কহিব সখি পিয়াক কথা। কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে ব্যথা। তাম্বুল খাইয়া দাঁড়াই পথে। হেন বেলে পিয়া পাতয়ে হাতে॥ লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই। পদচিহ্নতলে লুটই তাই॥ আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে। ঘুরি ঘুরি যেন ভ্রমরা বুলে॥ গোবিন্দ-দাসের জীবন হেন। পিরীতি বিষম মানহ কেন॥ ৭

রাগিণী শ্রীরাগ—তাল লোফা

হাসিয়া হাসিয়া, মুখ নিরখিয়া, মধুর কথাটি কয়। ছায়ার সহিতে, ছায়া মিলাইতে, পথের নিকটে রয়॥ আলো সই, সেজন মানুষ নয়। তাহার সঙ্গেতে, পিরীতি করিয়া, কি জানি কি তার হয়॥ সহজে রসের, আকর সেজন, ভাবের অঙ্কুর তায়। বাতাসে বসন, উড়িতে আপন, অঙ্গে ঠেকাইয়া যায়॥ চমক চলনি, ও গীম দোলনি, রমণী মানস চোর। জ্ঞানদাস কহে, সো পিয়া আরতি, মরমে পশিল তোর॥ ৮

রাগিণী ধানশী—তাল দোঠুকি

একলি যাইতে যমুনা ঘাটে। পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে॥ প্রতিপদ চিহ্ন চুম্বই কান। তা দেখি আকুল বিকুল প্রাণ॥ লোকে দেখিলে বলবে কি মোরে। নাসা পরশিয়া রহিনু দূরে॥ হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ। তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দ দাস॥৯

———

অথ মাথুর বিরহ

গৌরচন্দ্র

রাগিণী সুহই—তাল সমতাল

কহ সখি জীবন উপায়। ছাড়ি গেল গোরা নটরায়॥ ভাবি ভাবি তনু ভেল ক্ষীণ। বিচ্ছেদে বাঁচিব কতদিন॥ নিরমল গৌরাঙ্গ বদন। কোথা গেলে পাব দরশন॥ বাসুঘোষ কহরে নিদান। গোরা বিনে না রহে পরাণ॥ ১

অর্থ। নিরমল…নির্ম্মল। বিচ্ছেদে…বিরহে। ১

রাগিণী বালাধানশী—তাল দাশপাহিড়া

শুনলহুঁ মাধব মাথুর গেল। গোকুল মাণিক কো হরি নেল॥ কি পুছসি কি কহব শুন প্রিয় সজনি। কৈছে বঞ্চব ইহ দিবস রজনী॥ হরি গেও মধুপুরে হাম কুলবালা। বিপথে পড়িল যৈছে মালতিক মালা॥ নয়নক নিদ গেও বয়ানক হাস। সুখ গেও পিয়া সনে দুঃখ হাম পাশ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী। সুজনক দুঃখ দিবস দুইচারি॥ ২

ভাবার্থ। কি পুছসি…কি জিজ্ঞাসা করিতেছ। কৈছে…কেমন করে। গেও…গেল। যৈছে…যেমন। নিদ…নিদ্রা। হে সখি, কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? হরি মথুরায় গিয়াছেন। আমার সুখ তাহার সহিত চলিয়া গিয়াছে, কেবল দুঃখই

আমার রহিয়াছে। আমার নয়নে নিদ্রা নাই, মুখে হাসি নাই, আমার সকলই গিয়াছে। আমি ছিন্ন মালতীর মালার ন্যায় বিপথে অর্থাৎ ধূলাতে পড়িয়া আছি। ২

রাগিণী সুহই—তাল দাশপাহিড়া

বলনারে সখি, কহনারে সখি, হামারি পিয়া কোন দেশ। মদন শরানলে, এ তনু জর জর, কুশল শুনিতে সন্দেশ॥ হামারি নাগর, তথায় বিভোর, কেমন নাগরী মিললরে। নাগরী পাইয়া, নাগর সুখী ভেল, হামারি বুকে দিয়া শেলরে॥ শঙ্খ করহ চূর, ভূষণ করহ দূর, তোড়হ গজমতি হার। পিয়া যদি তেজল, কি কাজ ইহ ভূষণে, যমুনা-সলিলে সব ডার॥ সিঁথার সিন্দুর, মুছি করহ দূর, পিয়া বিনা সকলি নৈরাশ। ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতি, তুয়া দুঃখ ভেল অবশেষ॥ ৩

রাগিণী গান্ধার—তাল লোফা

অতি শীতল, মলয়ানিল, মন্দ মন্দ বহনা। হরি বৈমুখী, হামারি অঙ্গ, মদনানলে দহনা॥ কোকিল কুল, কুর্ব্বতি কল, অলি ঝঙ্কারে কুসুমে। হরি লালসে, তনু তেয়াগব, পাওব আন জনমে॥ সব সঙ্গিনী, ঘেরি বৈঠবি, গাওবি হরিনামে। যৈখনে শুনি, তৈখনে উঠি, নবরাগিণী গানে॥ ললিতা কোরে, করি বৈঠল, বিশাখা ধরল আঁটিয়া। শশিশেখর, কহতহি, যাওত জীউ ফাটিয়া॥ ৪

অর্থ। বৈমুখী—বিমুখ। ৪

রাগিণী সুহিনী—তাল একতালা

নিজ গৃহ ত্যজি, চলল বর বিরহিণী, দারুণ বিরহ হুতাশে। কালিন্দী পৈঠি, পরাণ পরিতেজব, এই মরম অভিলাষে॥ হরি, হরি, কি কহব দুঃখকি ওর। ধাই সব সহচরী, কাননে পাওল, ললিতা লেওল কোর॥ ঐছন বচন, বৃন্দা মুখে শুনইতে, ভগবতী দ্রুত চলি গেলি। আপন কুঞ্জ-কুটীর মাহা আনল, সবহুঁ সখীগণ মেলি॥ সরসিজ শেজে, শুতায়ল সহচরী, চৌদিকে রহু মুখ চাই। অনুকূল প্রতিকূল, সবহুঁ রমণীগণ, শুনইতে আওল ধাই॥ দশমিক পহিল, দশা হেরি আকুল, রোওত অবনী লোটাই। আওব বচনে, কোই পরবোধই, পুরুষোত্তম মুখ চাই॥ ৫

ভাবার্থ। শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণ-বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া, যমুনাতে প্রাণত্যাগ করিবার মানসে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু বৃন্দামুখে শুনিয়া যোগমায়া দেবী ধনিকে নিজ কুটীরে আনিয়া কমলের বিছানায় শয়ন করাইলেন। ধনির এই দশম দশার কথা শুনিয়া স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলেই দেখিতে আসিলেন। সকলেই কৃষ্ণ আসিবে বলিতে লাগিলেন। ৫

সখীগণের উক্তি

রাগিণী ললিত—তাল ছোট দশকুশি

ধনি কেন মুদল নয়ান। দশনে দশন, লাগি অচেতন, মুরছি রহল অগেয়ান॥ সরোজ সুন্দর, বদন মণ্ডল, হেরি ঘন ঘন রোয়ত। কণ্ঠ ঘর ঘর, রসনা ভেল জড়, নিরব বচনামৃত॥ ললিতাদিক সখী, নিঝরে ঝরে আঁখি, কি আর জীবনক সাধা।

এ সুখ কারণ, জীবন ধারণ, পরাণ ত্যজল রাধা ॥ দেখিয়া বিপরীত, ললিতা শুনায়ত, শ্যাম নাম বীজমন্তর। শ্রবণ ভেদি নাম, হৃদয়ে পৈঠল, চেতন রাধিকা অন্তর ॥ কাঁহা মোর শ্যাম, প্রাণ গুণধাম, আনি মিলায়বি পাশ। শ্রীরাধাবল্লভ, আনিতে দুর্লভ, সাজল গোবিন্দদাস ॥ ৬

ভাবার্থ। সরোজ সুন্দর—পদ্মের ন্যায় সুন্দর। কণ্ঠ ঘর ঘর—কণ্ঠে ঘরঘর শব্দ হইতেছে। সকল সখী দেখিয়া সমস্বরে বলিতে লাগিলেন, এ কি হইল, ধনি কেন চক্ষু মুদ্রিত করিল? পদ্মের ন্যায় সুন্দর মুখমণ্ডল মলিন হইল, এই অবস্থা দেখিয়া ললিতাদি সখী শ্রীরাধার কর্ণে কৃষ্ণনাম বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণনাম শুনিয়া ধনির অন্তরে চেতনা হইল। কিন্তু বাহ্যজ্ঞানশূন্য প্রলাপের মত বলিতেছেন, কোথায় আমার শ্যাম, দাও দাও, আমার নিকট আনিয়া দাও—ইত্যাদি। ৬

রাগিণী ধানশী—তাল ছোট একতালী

রাইক দশমী, দশা নিজ সখীমুখে, শুনি চন্দ্রাবলী রোই। নিজ তনু ঢারি, ধূলি গড়ি যাওত, ভূতলে কুন্তল ফোই ॥ রাইক প্রেমে, পুনঃ নন্দনন্দন, আওব মনে ছিল আশ। সোসব মনোরথ, বিহি কৈল আনমত, এতদিনে ভেল নৈরাশ ॥ এত কহি পুনঃ পুনঃ, শিরে কর হানই, মূরছিত হরল গেয়ান। হেরি পদ্মা দেবী, কোর পরে লেওল, ঝর ঝর লোরে নয়ান ॥ বহুখণে চেতন, পাই নলিনমুখী, বৈঠল ছোড়ি নিঃশ্বাস। রাইক নিয়ড়ে, লেই চলু সহচরী, কহ পুরুষোত্তম দাস ॥ ৭

ভাবার্থ। শ্রীমতীর দশমী দশার কথা নিজ সখী পদ্মাদেবীর মুখে শ্রবণ করিয়া চন্দ্রাবলী ধূলিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। হায় হায়, মনে আশা ছিল

একদিন কৃষ্ণ আসিবেন, কিন্তু শ্রীমতী রাধা যদি প্রাণত্যাগ করে তবে আর কৃষ্ণ আসিবেন না। চল চল, আমাকে রাধার নিকট লইয়া চল, দেখি শ্রীমতীকে বাঁচাইতে পারি কিনা। ৭

রাগিণী ধানশী—তাল দাশপাহিড়া

যেখানে শুতিয়া ধনি রাই। চন্দ্রাবলী তাঁহা যাই॥ রাইক হেরি অগেয়ান। নিঝরে ঝরয়ে দুনয়ান॥ কহয়ে ললিতা সনে বাত। পুনহি আওব ব্রজনাথ॥ অব যৈছে জীবই রাই। ঐছন রচহ উপাই॥ কো যদি কহে তছু ঠাম। শুনইতে আওব শ্যাম॥ এত কহি কহই না পারি। মূরছি পড়ল তনু ঢারি॥ ললিতা কান্দয়ে উচ্চ স্বরে। কোলে করি অঙ্গধূলি ঝাড়ে॥ বিশাখারে করয়ে গঞ্জনা। পূরিল তোর মনের বাসনা॥ চিত্রপট দেখাইলি এনে। সে সাধ পূরিল এতদিনে॥ ঐছন যত ব্রজনারী। রোয়ত কুন্তল ফারি॥ কোই জল দেই রাইক বয়ানে। কোই শ্যাম নাম শুনায়ত কানে॥ শুনে শুনি ঐছন নাম। পানি ভরল দুনয়ান॥ খণে উঠি বৈঠল রাই। অনিমিখে সখীমুখ চাই॥ পুরুষোত্তম অনুরোধ। ভগবতী দেই পরবোধ॥ ৮

ভাবোল্লাসে মিলন

রাগিণী সুহই—তাল লোফা

ভাবোল্লাসে ধনি, বঁধুরে পাইয়া, ভাবে গদগদ কয়। জব্র পিরীতের, প্রদীপ জ্বালিয়া, তাহা কি নিভাতে হয়॥ কালিয়া কুটিল, স্বভাব তোমার, কপট পিরীতি যত। ভুরু নাচাইয়া, মুচকি হাসিয়া,

অবলা ভুলালে কত ॥ পিরীতি রসের, রসিক বোলান, পিরীতি বুঝিতে নার। মথুরা নগরে, যত নাগরীর, পিরাতের ধার ধার ॥ শুন গিরিধারি, মথুরা-বিহারি, নারী বধে নাহি ভয়। পিরীতি করিয়া, তোমারে ভজিলে, শেষে এই দশা হয় ॥ পিরীতি করিলে, কেন দগধিলে, বিরহ বেদনা দিয়ে। কালিয়া কঠিন, দয়াহীন জন, তোর নিদারুণ হিয়ে ॥ সেই রসিকতা, পিরীতি মমতা, সমতা হইলে রাখে। পিরীতি রতন, রসের গঠন, কুটিলে নাহিক থাকে ॥ পিরীতির দায়, প্রাণ ছাড়া যায়, পিরীতি ছাড়িতে নারে। পিরীতি রসের, পশরা তাকি, রাখালে বহিতে পারে ॥ যে জনা রসিক, রসে চরচর, মরমি সে জন হয়। হারে রে রে করে, ধবলী চরায়, সে জন রসিক নয় ॥ রসিকের রীতি, সহজ সরল, রাখালে তাই কি জানে। চণ্ডীদাস কহে, রাধার গঞ্জনা, সুধা সম কানু মানে ॥ ৯

ভাবার্থ। ভাবোল্লাসে শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণকে নিকটে পাইয়া বহু ভৎর্সনা করিলেন। পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—রাধার ভৎর্সনা সুধাসম লাগিতেছে। ৯

———

অথ মাথুর বিরহ

(২)

গৌরচন্দ্র

রাগিণী সুহই—তাল সোমতাল

নদীয়া ছাড়িয়া গেল গৌরাঙ্গ সুন্দরে। ডুবিল ভকত সব শোকের সাগরে॥ কাঁদিছেন অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীবাস গদাধর। বাসুদেব দত্ত কাঁদে মুরারি, বক্রেশ্বর॥ কাঁদিছেন হরিদাস দুই আঁখি মুদিয়া। কাঁদে নিত্যানন্দ শচীর মুখ নিরখিয়া॥ কেহ কেহ ললাটে করয়ে করাঘাত। কেহ বলে কোথা বিশ্বম্ভর প্রাণনাথ॥ সুখময় কীর্ত্তন করিত নদীয়ায়। স্মরি বাসুদেব ঘোষের প্রাণ বাহিরায়॥১

রাগিণী গান্ধার—তাল ঝাঁপ

চিরদিবস ভেল হরি, রহল মথুরাপুরী, অতয়ে হাম বুঝিনু অনুমানে। মধুনগরী যোষিতা, সবহুঁ রসে পণ্ডিতা, বাঁধল মন সুরত রতি দানে॥ গ্রাম্য কুলবালিকা, সহজে পশুপালিকা, হাম কিয়ে শ্যামসুখ ভোগ্যা। রাজকুলসম্ভবা, সরসীরুহ গৌরবা, যোগ্যজনে মিলয়ে যেন যোগ্যা॥ তত দিবস জীবই, নিম্বফল চাখই, অমিয়াফল যাবত নাহি পাওয়ে। অমিয়াফল ভোজনে, উদর পরি-

পূরণে, নিম্বফল দিকে নাহি ধাওয়ে ॥ তাবত অলি গুঞ্জরে, যাই ধুতূরা ফুলে, মালতী ফুল যাবত নাহি ফুটে। রাই মুখ কাহিনী, শশিশেখর শুনি শুনি, রোখ ভরে কহয়ে কিছু ঝুটে ॥ ২

অর্থ। মধুনগরী—মথুরা। যোষিতা—স্ত্রীলোক। সরসীরুহ—পদ্মিনী। ২

রাগিণী সুহই—তাল ধরা

এই না মাধবীতলে, আমার লাগিয়া পিয়া, যোগী যেন সদাই ধেয়ায়। পিয়া বিনে হিয়া মোর, ফাটিয়া না যায় কেন, নিলাজ পরাণ নাহি যায় ॥ সখি বড় দুঃখ রহিল মরমে। আমারে ছাড়িয়া পিয়া, মথুরায় রহিল গিয়া, এই বিধি লিখিল করমে ॥ আমারে লইয়া সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে, ফুল তুলি বিহরই বিনে। নব কিশলয় তুলি, শেজ বিছাওত, রস পরিপাটির কারণে ॥ আমারে লইয়া কোরে, শয়নে স্বপনে দেখে, যামিনী জাগিয়া পোহায়। সো হেন গুণের পিয়া, আমারে নিঠুর হৈয়া, কার সনে দিবস গোঙায় ॥ এতেক দিবস হইল, প্রাণনাথ না আইল, কার মুখে পাই না সম্বাদ। গোবিন্দ দাস চলু, শ্যাম সমুঝাইতে, দারুণ বিরহ বিষাদ ॥ ৩

ভাবার্থ। শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণবিরহে কাতরা। কৃষ্ণ যেখানে বিহার করিতেন, যেখানে বসিতেন, সেই সকল পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণ হওয়াতে সখীকে বলিতেছেন, সখি! এই সেই মাধবী, যেখানে পিয়া আমার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিত এবং যোগীর ন্যায় রাধাধ্যানে মগ্ন থাকিত। এই কি সেই মাধবী? কই, পিয়া আমার কোথায়? পিয়া আমাকে ছাড়িয়া মথুরায় গিয়া

রহিল, বিধি কি আমার ভাগ্যে এই লিখিয়াছেন ? এখন কার সঙ্গে দিনযাপন করে, কোন সংবাদই পাই না। পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস বিরহ-কাতর হইয়া শ্যামকে বুঝাইতে চলিলেন। ৩

রাগিণী শ্রীমিশ্রিত ললিত—তাল ছোট দশকুশি : বিলম্বিত লয়ে

যোদিন মাধব, পয়ান করল, উয়ল সো সব বোল। দুহুঁক হৃদয়ে, করুণা বাঢ়ল, নয়নে গলতহি লোর ॥ করে কর ধরি, শিরে ঠেকায়ল, নিয়ড়ে আসিয়া কান। মঝু অঙ্গ পরশিয়া, শপথ করিল কত, সো সব ভৈগেল আন ॥ পথ নিরখিতে, চূত মুঞ্জরিল, ফুটিল মাধবী লতা। কুহু কুহু করি, কোকিলা কুহরে, ভ্রমর ভ্রমরী মাতা। কোন সে নগরে, নাগর রহল, নাগরী পাইয়া ভোর। কোন গুণবতী, গুণেতে বাঁধল, লুবধ মাধব মোর ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতি, রসিক নাগর তোর। মথুরানগরে, নাগরী পাইয়া, রহল হইয়া ভোর ॥ ৪

ভাবার্থ। যোদিন—যেদিন। পয়ান—প্রস্থান। উয়ল—উদয় হইল। লোর—অশ্রুবিন্দু। নিয়ড়ে—নিকটে। ভৈগেল—হইল। চূত—আম্র। মুঞ্জরিল—মুকুলিত হইল। মাতা—মত্ত হওয়া। লুবধ—লোভী।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কাতরা শ্রীমতী সখীদের নিকট বলিতেছেন, সখি, যেইদিন মাধব মথুরায় গমন করেন, সেইদিনের কথাগুলি আমার মনে হইতেছে। আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কত শপথ করিলেন, সকলই ভুলিয়া গিয়াছেন। ঐ দেখ সখি, মাধবী লতা মুঞ্জরিত হইল, আমার মাধব এখনও আসিলেন না। কোকিল ও ভ্রমরা যেন মাতিয়াছে। আমার মনে হয়, কোন গুণবতী মাধবকে গুণের দ্বারা ভুলাইয়া রাখিয়াছে। পদকর্ত্তা বিদ্যাপতি বলিতেছেন, তোমার রসিক নাগর মথুরা নগরে নাগরী পাইয়া ভুলিয়া রহিয়াছেন। ৪

রাগিণী ভীমপলশ্রী—তাল একতালী

নাহ দরশ সুখ বিহি কৈল বাদ। অঙ্কুরে ভাঙ্গল বিনি অপরাধ ॥ সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল। জলদ নেহারি চাতকী মরি গেল ॥ আন করইতে বিহি কৈল আন। অব নাহি নিকসই কঠিন পরাণ ॥ এ সখী বহুত কয়ল হিয় মাহ। দরশন না ভেল সুপুরুখ নাহ ॥ শুনইতে নিকসও কঠিন পরাণ। শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান ॥ বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী। ধৈরজ ধরহ চিতে মিলিবে মুরারি ॥ ৫

ভাবার্থ। বিধাতা শ্রীকৃষ্ণ দরশনে বাদী হইলেন। বিধি কৃষ্ণপ্রেম অঙ্কুরে বিনাশ করিলেন। আমার সুখের সাগর শুকাইয়া মরুভূমি হইল। সখি, আমি চাতকীর ন্যায় মেঘের পানে চাহিয়া রহিয়াছি, কিন্তু মেঘ কোথায়? হায় হায়! আমার প্রাণ এখনও যায় নাই কেন? ইত্যাদি। ৫

রাগিণী সুহই—তাল লোফা

কহিতে কহিতে ধনি মূরছিত ভেল। ধাই সহচরী কোর পর নেল ॥ থর থর কাঁপে অঙ্গ ক্ষীণ বহে শ্বাস। নাসা অগ্রে তুলা ধরি হেরয়ে নিঃশ্বাস ॥ শ্রবণে বদন দেই কহে কৃষ্ণনাম। চেতন পাইয়া বলে কাহা ঘনশ্যাম ॥ সুবুদ্ধি চতুরা দূতী রাধারে বুঝায়। ভেব না কিশোরি কৃষ্ণ মিলাব ত্বরায় ॥ ৬

রাগিণী সোহিনী—তাল লোফা

রাই ধৈর্য্যং, কুরু ধৈর্য্যং, মম গচ্ছং মথুরায়ে। ঢুঁরব পুরী

প্রতি, প্রত্যক্ষে যাহা দরশন পাওয়ে ॥ ভদ্রং অতি ভদ্রং, শীঘ্রং কুরু গমনা। অবিলম্বেন মথুরাপুরে, প্রবেশি করল ভ্রমণা ॥ মথুরাবাসিনী, এক রমণী, দূতী তাকর পুছে। নন্দাত্মজ, কৃষ্ণ খ্যাত, কাহার ভবনে আছে ॥ শুনি কহে ধনি, তারে নাহি চিনি, সো কাহে হিঁয়া আওব। মোরা জানি, বসু দৈবকী সুত, রামানুজ মাধব ॥ সোই সোই, কোই কোই, দরশনে মম আশা। গোকুলানন্দ, কহে যাও যাও, ঐ যে উচ্চ বাসা ॥ ৭

ভাবার্থ। দূতী বলিতেছেন যে, রাই, তুমি ধৈর্য্য ধর, আমি এখনি তোমার বঁধু আনিতে চলিলাম। যেখানে পাইব আনিয়া দিব। শ্রীমতী শুনিয়া বলিলেন, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি শীঘ্র গমন কর। দূতী অমনি মথুরা নগরে যাইয়া একজন মথুরাবাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি নন্দসুত কৃষ্ণ কোথায় আছে বলিয়া দিতে পার? মথুরা-নাগরী বলিলেন, নন্দসুতকে চিনি না, তবে এক কৃষ্ণ আছেন মথুরার রাজা, তিনি বসুদেব-নন্দন। দূতী বলিলেন, তিনিই সেই, তাঁর দর্শনে আসিয়াছি। তখন পদকর্ত্তা বলিতেছেন, ঐ যে উচ্চ অট্টালিকা দেখা যায়, তুমি ওখানে যাও। ৭

রাগিণী ধানশী—তাল দশকুশি

মধুপুর নাগরী, হাসি কহত ফিরি, ব্রজপুর গোপ গোঁয়ারি। সপ্তম দ্বার, পরে রাজা বৈঠত, তাহি কাঁহা যায়বি নারী ॥ দূতী কহে নাগরী, তুহুঁ কিয়ে জানবি, সোই ভকত ভগবান। রাইক নাম, শ্রবণে যব শুনব, তেজব রাজ বিছান ॥ রাই রাই করি, ফুকারত সহচরী, শুনি চমকিত শ্যাম রায়। হৃদয়কনাথ, বাত শুনি কাতর, তুরিতহি দূতীরে বোলায় ॥ ৮

রাগিণী শ্রীমিশ্র—তাল লোফা

ধিক্ ধিক্ ধিক্, তোরে রে কালিয়া, কে তোরে কুবুদ্ধি দিল। কেবা সেধেছিল, পিরাতি করিতে, মনে যদি এত ছিল॥ ধিক্ ধিক্ বঁধু, লাজ নাহি বাস, নাহিক লাজের লেশ। এক দেশে এলি, অনলে জ্বালায়ে, জ্বালাতে আরেক দেশ॥ অগাধ জলের, মকর যেমন, না জানে মিঠ কি তিত। সুরস পায়স, চিনি পরিহরি, চিটাতে আদর এত॥ চণ্ডীদাস ভণে, মনের বেদনে, কহিতে পরাণ ফাটে। সোনার প্রতিমা, ধূলায় গড়াগড়ি, কুবুজা বসেছে খাটে॥ ৯

রাগিণী কল্যাণ—তাল তিওট

তুহুঁ সে রহলি মধুপুর। ব্রজকুল আকুল, দুখল কলরব, কানু কানু করি ঝুর॥ যশোমতী নন্দ, অন্ধ সম বৈঠত, সাহসে উঠই না পার। সখাগণ ধেনু, বেণু রব বিছুরল, রোই ফিরে নগর বাজার॥ কুসুম ত্যজিয়া অলি, ক্ষিতিতলে লোটই, তরুগণ মলিন সমান। শারী শুক পিক, ময়ূর না নাচত, কোকিল না পঞ্চম গান॥ বিরহিণী বিরহ, কি কহব মাধব, দশদিশ বিরহ হুতাশ। সোই যমুনা জল, অবহু অধিক ভেল, কহতহি গোবিন্দ দাস॥ ১০

ভাবার্থ। দূতীর মুখে বৃন্দাবনের অবস্থা শুনিয়া নাগর আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। ১০

রাগিণী শ্রীরাগ—তাল কাহার্বা

বাঁধিতে বাঁধিতে চূড়া, তিলক হইল মুড়া, অবসর নাহি বাঁশী নিতে। নূপুর বিহনে পায়, অমনি চলিয়া যায়, পীতধড়া পরিতে পরিতে॥ ননী জিনি সুকোমল, দুখানি চরণতল, উঠা পরা নাহিক ঠাহর। বিরহিণী চাতকীর, পিপাসা করিতে দূর, ধায় যেন নব জলধর॥ আবেশে রাধার ঠাম, আসি উত্তরিলা শ্যাম, বিরহিণী জীউ হেন বাসে। গোবিন্দ দাসে কয়, মৃত তরু মুঞ্জ-রয়, বসন্ত ঋতু পরকাশে॥ ১১

ভাবার্থ। বৃন্দাবন মনে পড়াতে আপনি চূড়া বাঁধিয়া ধড়া পরিয়া নাগর বৃন্দাবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। বিরহিণীর বিরহ প্রাণবঁধুকে দর্শন করিয়া দূরীভূত হইল। গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, কৃষ্ণের আগমনে বসন্ত ঋতুর উদয় হওয়াতে মৃত তরু পল্লবিত হইল। ১১

বিরহিণী রাধারাণী কৃষ্ণকে দেখিয়া বলিতেছেন

রাগিণী ধানশী—তাল দোঠুকি

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে। দেখা না হইত পরাণ গেলে॥ এতেক সহিনু অবলা বলে। ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥ দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল। মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥ এ সব দুঃখ কিছু না গণি। তোমার কুশলে কুশল মানি॥ সে

সব দুঃখ গেল হে দূরে। হারান রতন পাইনু ফিরে ॥ কোকিলা আসিয়া করুক গান। ভ্রমরা ধরুক তাহার তান ॥ মলয় পবন বহুক মন্দ। গগনে উদয় হউক চন্দ ॥ বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে। দুঃখ দূরে গেল সুখ বিলাসে ॥ ১২

ভাবার্থ। বহুদিন পরে বঁধুর দর্শন পাইয়া শ্রীমতী বলিতেছেন—এখন আর আমিও কাহারও ভয় করি না। চন্দ্র উদয় হউক, মলয় পবন মন্দ প্রবাহিত হউক, কোকিলা কুহুরব করুক, আর আমাকে জ্বালাতন করিতে পারিবে না। কারণ, প্রাণবঁধু আমার আজ ঘরে আসিয়াছেন। ১২



অথ নিমাঞি সন্ন্যাস

রাগিণী বিভাষ—তাল একতালী

শয়ন মন্দিরে, গৌরাঙ্গ সুন্দর, উঠিয়া রজনী শেষে। মনে দৃঢ় আশ, করিব সন্ন্যাস, ঘুচাব এ সব বেশে॥ ঐছন ভাবিয়া, মন্দির তেজিয়া, আইলা সুরধুনী তীরে। দুই কর জুড়ি, নমস্কার করি, পরশ করিলা নীরে॥ গঙ্গা পরিহরি, নবদ্বীপ ছাড়ি, কাঞ্চন নগর পথে। করিলা গমন, শুন সর্ব্বজন, বজর পড়িল মাথে॥ পাষাণ সমান, হৃদয় কঠিন, সে হো শুনি গলি যায়। পশু-পাখী ঝুরে, গলয়ে পাথরে, এ দাস লোচন গায়॥ ১

রাগিণী সিন্ধুরা—তাল দশকুশি

এথা বিষ্ণুপ্রিয়া, চমকি উঠিয়া, পালঙ্কে বুলায় হাত। প্রভু না দেখিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া, শিরে হানে করাঘাত॥ এ মোর প্রভুর, সোনার নূপুর, গলার সোনার হার। এ সব দেখিয়া, মরিব ঝুরিয়া, জিতে না পারিব আর॥ মুঞি অভাগিনী, সকল রজনী, জাগিলুঁ প্রভুরে লৈয়া। প্রেমেতে বান্ধিয়া, মোরে নিদ্রা দিয়া, প্রভু গেল পলাইয়া॥ কাঞ্চন নগর, গেল বিশ্বম্ভর, জীব উদ্ধারিবার তরে। এ দাস লোচন, দগদগি মন, শচী না পাইলা দেখিবারে॥ ২

রাগিণী বিভাষ—তাল দশকুশি

শচীর মন্দিরে আসি, দুয়ারের পাশে বসি, ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া। শয়নমন্দিরে ছিলা, নিশিভাগে কোথা গেলা, মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া॥ গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি দুনয়নে, শুনিয়া উঠিলা শচীমাতা। আউদর কেশে ধায়, বসন নাহিক গায়, শুনিয়া বধূর মুখের কথা॥ তুরিতে জ্বালিয়া বাতি, দেখিলেন ইতি উতি, কোন ঠাঞি উদ্দেশ না পাইয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া বধূর সাথে, কান্দিতে কান্দিতে পথে, ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥ শুনি নদীয়ার লোকে, কান্দে উচ্চ স্বরে শোকে, যারে তারে পুছয়ে বারতা। একজন পথে যায়, দশজন পুছে তায়, গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা॥ সে বলে দেখেছি পথে, কেহত নাহিক সাথে, কাঞ্চন নগর পথে ধায়। কহে বাসুঘোষ ভাষা, শচীর এমন দশা, পাছে জানি মস্তক মুড়ায়॥ ৩

রাগিণী পাহাড়ী—তাল দশকুশি

সকল মোহান্ত মেলি, সকালে সিনান করি, আইলা গৌরাঙ্গ দেখিবারে। গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি, বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি, শচী কান্দে বাহির দুয়ারে॥ শচী কহে শুন মোর নিতাই গুণ-মণি। কেবা আসি দিল মন্ত্র, কে শিখালে কোন তন্ত্র, কিবা হৈল কিছুই না জানি॥ ধ্রু॥ গৃহ মাঝে শুয়েছিনু, ভাল মন্দ না জানিনু, কিবা করি গেলরে ছাড়িয়া। কেবা নিঠুরাই কৈল,

পাথারে ভাসাঞা গেল, রহিব কাহার মুখ চাইয়া ॥ বাসুদেব ঘোষ ভাষা, শচীর এমন দশা, মরা হেন রহিলা পড়িয়া। শিরে করাঘাত মারি, ঈশানে দেখায় ঠারি, গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া ॥ ৪

ভক্তগণস্য বিলাপপরো যথা

রাগিণী গান্ধার—তাল একতালী

গোরা গুণে প্রাণ কান্দে কি বুদ্ধি করিব। গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥ কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া। দুর্ল্লভ হরির নাম কে দিবে যাচিয়া ॥ অকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কান্দিয়া। গোরা বিনু শূন্য হৈল সকল নদীয়া ॥ বাসুদেব ঘোষ কান্দে গুণ সোঙরিয়া। ঝুরয়ে নদীয়া-লোক গোরা না দেখিয়া ॥ ৫

রাগিণী শ্রীরাগ—তাল দশকুশি

কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া, লোটাঞা লোটাঞা ক্ষিতিতলে। ওহে নাথ কি করিলে, পাথারে ভাসাঞা গেলে, কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে ॥ এ ঘর জননী ছাড়ি, মোরে অনাথিনী করি, কার বোলে করিল সন্ন্যাস। বেদে শুনি রঘুনাথ, জানকী লইয়া সাথ, তবে সে করিলা বনবাস ॥ পূরবে নন্দের বালা, যবে মধুপুরে গেলা, এড়িয়া সকল গোপীগণে। উদ্ধবেরে পাঠাইয়া, নিজ তত্ত্ব জানাইয়া, রাখিলেন তা সবার

প্রাণে ॥ চাঁদমুখ না দেখিব, আর পদ না সেবিব, না করিব সে সুখ বিলাস। এ দেহ গঙ্গায় দিব, তোমার শরণ নিব, কি আর জীবনে মোর আশ ॥ ৬

রাগিণী শ্রীরাগ—তাল লোফা

কান্দয়ে নিন্দুক সব করে হায় হায়। এইবার নদীয়ায় আইলে ধরিব তার পায় ॥ না জানি মহিমা দোষ করিয়াছি কত। এইবার নাগালি পাইলে হব অনুগত ॥ দেশে দেশে কত জীব তরাইলে শুনি। চরণে ধরিলে দয়া করিবেন আপনি ॥ না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন। এইবার পাইলে তার লইব শরণ ॥ গৌরাঙ্গের সঙ্গে পারিষদগণ। তাঁরা সব শুনিয়াছি পতিতপাবন ॥ নিন্দুক পাষণ্ডী যত পাইল প্রকাশ। কান্দিতে কান্দিতে কহে বৃন্দাবন দাস ॥ ৭

রাগিণী শ্রীরাগ—তাল লোফা

কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ মনোহর। সুরধুনী তীরে ছায়া শীতল সুন্দর ॥ তার তলে বসিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর। কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্ত কলেবর ॥ নগরের লোক ধায় যুবক যুবতী। সতী ছাড়ে নিজ পতি জপ ছাড়ে যতি ॥ কেহ বলে এ নাগর যেবা দেশে ছিল। সে দেশের পুরুষ নারী কেমনে বাঁচিল ॥ কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া। আসিয়াছে জননীর পরাণ বধিয়া ॥ হেনকালে কেশব ভারতী মহামতি। দেখিয়া তাঁহারে

প্রভু করিলেন প্রণতি ॥ কৃষ্ণদাস কয় গোসাঞি দেহ ভক্তি বর। বাসুদেব ঘোষ কহে মুণ্ডে পড়িল বজর ॥ ৮

রাগিণী ধানশী—তাল দশকুশি

তখন নাপিত আসি, প্রভুর সম্মুখে বসি, ক্ষুর দিল সে চাঁচর কেশে। করি অতি উচ্চ রব, কান্দে যত লোক সব, নয়নের জলে দেহ ভাসে ॥ হরি হরি কিবা হৈল কাঞ্চন নগরে। যতেক নগর বাসী, দিবসে হইল নিশি, প্রবেশিল শোকের সাগরে ॥ ধ্রু ॥ মুণ্ডন করিতে কেশ, হৈয়া অতি প্রেমাবেশ, নাপিত কান্দয়ে উচ্চরায়। কি হৈল কি হৈল বলে, ক্ষুর আর নাহি চলে, প্রাণ ফাটি বিদরিয়া যায় ॥ মহা উচ্চ স্বর করি, কান্দে কুলবতী নারী, সবাই সবার মুখ চাহিয়া। ধৈরজ ধরিতে নারে, নয়ন যুগল নীরে, ধারা বহে বয়ান বাহিয়া ॥ দেখি কেশ অন্তর্দ্ধান, অন্তরে দগধে প্রাণ, কান্দিছেন অবধৌত রায়। রসিকানন্দের প্রাণ, সদা করে আনচান, ফাটিয়া বাহির হৈয়া যায় ॥ ৯

রাগিণী পাহিড়া—তাল দশকুশি

মুড়াইয়া চাঁচর চুলে, স্নান করি গঙ্গা জলে, বলে দেহ অরুণ বসন। গৌরাঙ্গের বচন, শুনিয়া ভকতগণ, উচ্চ স্বরে করয়ে রোদন ॥ অরুণ দুগাছি কালি, ভারতি দিলেন তুলি, আর দিল এ ডোর কৌপীন। মস্তকে পরশ করি, পরিলেন গৌরহরি, আপনাকে মানে অতি দীন ॥ তোমরা বান্ধব মোর, এই আশীর্ব্বাদ

কর, নিজ কর দিয়া মোর মাথে। করিলাম সন্ন্যাস, নহে যেন উপহাস, ব্রজে যেন পাই ব্রজনাথে॥ এত কহি গৌর রায়, ঊর্দ্ধমুখ করি ধায়, দিগ্‌বিদিক্ নাহি মানে। ভক্তজনার পাছে পাছে, লোটাঞা লোটাঞা কাছে, বাসুঘোষ কান্দেন কান্দনে॥১০

রাগিণী ধানশী—তাল দাশপাহিড়া

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু গুরু নমস্করি। প্রেমাবেশে বিদায় হইলা গৌরহরি॥ তিন দিন রাঢ় দেশে করিলা ভ্রমণ। কৃষ্ণ নাম না শুনিয়া করেন রোদন॥ গোপ বালকের মুখে শুনি হরি নাম। প্রেমানন্দে তথায় প্রভু করিলা বিশ্রাম॥ শ্রীচন্দ্রশেখরে পাঠাইলা নবদ্বীপে। নিত্যানন্দ সঙ্গে আইলা গঙ্গার সমীপে॥ গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা শান্তিপুরে। শ্রীচন্দ্রশেখর আইলা নদীয়া নগরে॥ সবাকারে কহিলেন প্রভুর সন্ন্যাস। কান্দয়ে নদীয়া-লোকে কান্দে প্রেমদাস॥ ১১

রাগিণী সুহই—তাল লোফা

প্রেমাবেশে প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে। নিত্যানন্দ রায় আইলা নদীয়া নগরে॥ ভাবিয়া শচীর দুঃখ নিত্যানন্দ প্রভু। পথ মাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায়॥ ক্ষণেকে সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে। শুনি শচী ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে॥ দাঁড়াঞা মায়ের আগে ছাড়িলা নিঃশ্বাস। প্রাণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে

সন্ন্যাস ॥ সন্ন্যাস করিয়া গৌর আইলা শান্তিপুরে। আমারে পাঠাঞা দিল তোমা লইবারে ॥ শচী কান্দে নিতাই কান্দে নদীয়া নিবাসী। সবারে ছাড়িয়া নিমাঞি হইলা সন্ন্যাসী ॥ কহয়ে মুরারি গোরাচাঁদ না দেখিলে। নিশ্চয় মরিব প্রবেশিব গঙ্গাজলে ॥ ১২

রাগিণী গান্ধার—তাল দশকুশি

নিতাই করিয়া আগে, চলিলেন অনুরাগে, আইলা সবাই শান্তিপুরে। মুড়াইয়া চাঁচর কেশ, ধরেছে সন্ন্যাস বেশ, দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে ॥ করজোড় করি আগে, দাঁড়াইলা মায়ের আগে, পড়িলেন দণ্ডবৎ হইয়া। দুই হাতে তুলি বুকে, চুম্ব দিল চাঁদ মুখে, কান্দে শচী গলায় ধরিয়া ॥ ইহার লাগিয়া যত, পড়াইলাম ভাগবত, এ কথা কহিব আমি কায়। অনাথিনী করি মোরে, যাবে বাছা দেশান্তরে, বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায় ॥ এ ডোর কৌপীন পরি, কি লাগিয়া দণ্ড ধরি, ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা করি। জীয়ন্ত থাকিতে মায়, ইহা নাকি সহা যায়, কার বোলে হৈলা বৈরাগী গৌরাঙ্গের বৈরাগ্যে, ধরণী বিদায় মাগে, আর তাহে শচীর করুণা। কহয়ে বল্লভ দাস, গোরাচাঁদের সন্ন্যাস, ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা ॥ ১৩ ॥

রাগিণী সুহই—তাল লোফা

আচার্য্য-মন্দিরে ভিক্ষা করিয়া চৈতন্য। পতিত কাপাত দুঃখী করিলেন ধন্য॥ চন্দনে শোভিত অঙ্গ অরুণ বসন। সংকীর্ত্তন মাঝে নাচে অদ্বৈত জীবন॥ মুকুন্দ মাধবানন্দ গায় উচ্চ স্বরে। নিতাই চৈতন্য নাচে অদ্বৈত-মন্দিরে॥ আচার্য্য গোসাঞি নাচে দিয়ে করতালী। চিরদিন মোর ঘরে গোরা বনমালী॥ কহয়ে নয়নানন্দ গদাধরের পাছে। কিবা ছিল, কিবা হৈল আর কিবা আছে॥ ১৪

সঙ্কীর্ত্তনাধিবাস

রাগিণী কামোদ মঙ্গল—তাল বড় দশকুশি

জয় রে জয় রে গোরা, শ্রীশচীনন্দন, মঙ্গল নটন সুঠাম। কীর্ত্তন আনন্দে, শ্রীবাস রামানন্দে, মুকুন্দ বাসু গুণ গান॥ দ্রোং দ্রোং দৃমি দৃমি, মাদল বাজত, মধুর মন্দিরা রসাল। শঙ্খ করতাল, ঘণ্টারব ভেল, মিলল পদতলে তাল॥ কো দেই গোরা অঙ্গে, সুগন্ধি চন্দন, কো দেই মালতী মাল রে। পিরীত-ফুলশরে, মরম ভেদল ভাব, সহচর মন ভেল রে॥ কোই কহত গোরা, জানকী বল্লভ, রাধার প্রিয় পাঁচ বাণ। নয়নানন্দের মনে, আন নাহিক জানে, গোরা আমার গদাধরের প্রাণ॥ ১

রাগিণী ধানশী—তাল বড় দশকুশি

একদিন পঁহু হাসি, অদ্বৈত মন্দিরে আসি, বসিলেন শচীর কুমার। নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, অদ্বৈত বসিলা রঙ্গে, মহোৎসবের করিতে বিচার॥ শুনিয়া আনন্দে ভাসি, সীতা ঠাকুরাণী আসি, কহিলেন মধুর বচন। তা শুনি আনন্দ মনে, মহোৎসবের বিধানে, বলে কিছু শচীর নন্দন॥ শুন ঠাকুরাণী সীতা, বৈষ্ণব আনিবা হেথা, আমন্ত্রণ করিয়া যতনে। যেবা গায় যে বাজায়, আমন্ত্রণ কর তায়, পৃথক পৃথক জনে জনে॥ এতশুনি গোরারায়,

আজ্ঞা দিলা সবাকায়, বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ। খোল করতাল লৈয়া, অগুরু চন্দন দিয়া, পূর্ণঘট করহ স্থাপন॥ আরোপণ কর কলা, তাহে বাঁধ ফুল মালা, কীর্ত্তন মণ্ডলী কুতূহলে। মাল্য চন্দন গুয়া, ঘৃত মধু দধি দিয়া, খোল মঙ্গল সন্ধ্যাকালে॥ শুনিয়া প্রভুর কথা, প্রীতে বিধি কৈল যথা, নানা উপহারে গন্ধবাসে। সবে হরি হরি বলে, খোল মঙ্গল করে, বৃন্দাবন দাস রসে ভাসে॥ ২

রাগিণী বরাড়ী—তাল একতালী

রাম রম্ভা আরোপণ, পূর্ণ ঘট সংস্থাপন, আম্র পল্লব সারি সারি। দ্বিজ বেদধ্বনি করে, নারীগণ জয় করে, কেহ কেহ বলে হরি হরি॥ দধিঘৃত সুমঙ্গল, সবে ভেল উতরোল, করত আনন্দ পরকাশ। আনিয়া বৈষ্ণবগণ, দিয়া মাল্য চন্দন, কীর্ত্তন মঙ্গল অধিবাস॥ গোলোকের এই রস, সকলে হইয়া বশ, আরম্ভিলা চৈতন্য কীর্ত্তন। তোমরা বৈষ্ণবগণ, এই মোর নিবেদন, সবে আসি করিবে শ্রবণ॥ সঙ্কীর্ত্তনের অধিকারী, হইলেন নরহরি, বিলসই শ্রীরঘুনন্দন। আহ্বানিয়া সবাকারে, বচন বিনয় করে, আস্বাদিবা গৌরাঙ্গের গুণ॥ রাধাকৃষ্ণ লীলা গান, করিবা সে আস্বাদন, এই ত পরম ধন জান। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র, বলরাম নিত্যানন্দ, বৃন্দাবন দাস গুণ গান॥ ৩

রাগিণী কামোদ—তাল দশকুশি

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ। গৌরাঙ্গ আদেশ পাইয়া, ঠাকুর অদ্বৈত যাইয়া, করে খোল মঙ্গলের সাজ ॥ আসিয়া বৈষ্ণব সব, হরি বোল কলরব, মহোৎসবের করে অধিবাস। আপনে নিতাই ধন, দেই মালা চন্দন, করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ ॥ গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া, বাজায় তা তা থৈয়া থৈয়া, করতালে অদ্বৈত চপল। হরিদাস করে গান, শ্রীবাস ধরয়ে তান, নাচে গোরা কীর্ত্তন মঙ্গল ॥ চৌদিকে বৈষ্ণবগণ, হরিবোল ঘন ঘন, কালি হবে কীর্ত্তন মহোৎসব। আজি খোল মঙ্গলি, রাখিয়ে আনন্দ করি, বংশী বলে দেহ জয় রব ॥ ৪

ভোজন আরতি

রাগিণী ধানশী—তাল ধামালী

ভজ পতিত-উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি। শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপ বিহারী ॥ দীন দয়াময় হিতকারী ॥ ধ্রু ॥

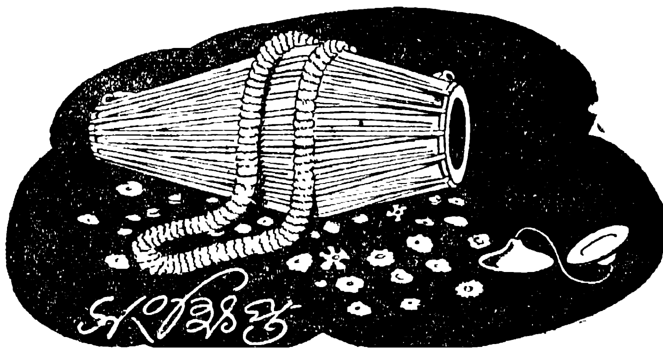
শ্রীশচীনন্দন প্রভু কর অবধান। ভোজন-মন্দিরে প্রভু করহ পয়ান ॥ একমুষ্টি তণ্ডুল আমি করেছি রন্ধন। কৃপা করি দুই ভাই করহ ভোজন ॥ বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই। মধ্য আসনে বৈসেন চৈতন্য গোঁসাঞি ॥ চোষট্টি মোহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল। ছয় চক্রবর্ত্তী বৈসে অষ্ট কবিরাজ ॥ শাক শুকুতা অন্ন দিয়া সারি সারি। দাইল খিচুরী লুচি পুরি লাফ্ রা তরকারী ॥ দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি নানা উপহার। মিষ্টান্ন পক্বান্ন কত বিবিধ প্রকার ॥ ভোগের উপরে দিল তুলসী-মঞ্জরী। আনন্দে ভোজন করে নদীয়া বিহারী ॥ ভোজন করিয়া প্রভু কৈল আচমন। স্থবর্ণ খড়িকায় কৈল দন্তের শোধন ॥ বসিতে আসন দিল রত্ন সিংহাসন। কর্পূর তাম্বুল যোগায় প্রিয় ভক্তগণ ॥ ফুলের চৌয়ারি ঘর ফুলের কেয়ারি। ফুলে রত্ন সিংহাসন চাঁদোয়া মশারি ॥ ফুলের মন্দিরে প্রভু করিলা শয়ান। গোবিন্দ দাস করে পদ সম্বাহন ॥ ১

মোহান্ত বিদায় বা পূর্ণ

বাগিণী চৌড়ি—তাল একতালা

মহা মহা মহোৎসব সম্পূর্ণ কারণ। দধিভাণ্ড আনাইলা শ্রীশচীনন্দন ॥ গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার গলেতে ধরিয়া। কহিছেন মহাপ্রভু কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥ গোলোকের সম্পত্তি হরিনাম সংকীর্ত্তন। কেমনে করিব পূর্ণ কাঁদে মোর মন ॥ চৈতন্য কহেন শুন নিত্যানন্দ ভাই। আপনি করুন প্রভু মোহান্ত বিদায় ॥ অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু গেলা শান্তিপুরে। চৌষট্টি মোহান্ত গেলা নিজ নিজ ঘরে ॥ এক কালে কোথা গেলা শ্রীচৈতন্য রায়। আঁখি মেলি বাসুঘোষ দেখিতে না পায় ॥





শ্রী শ্রী খোল বাদ্য মঙ্গল

শ্রীশ্রীমৃদঙ্গের প্রণাম মন্ত্র

নমস্তে শ্রীজগন্নাথায় গৌরাঙ্গায় নমো নমঃ।
নমস্তে খোল-করতালায় নমঃ কীর্ত্তন-মণ্ডলী॥
মৃদঙ্গব্রহ্মরূপায় লাবনং রসমাধুরী।
সহস্রগুণ-সংযুক্ত-মৃদঙ্গায় নমো নমঃ॥

শ্রীখোলধারণের প্রণালী

সর্ব্বপ্রথমে উল্লিখিত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে শ্রীখোলকে প্রণাম করিয়া খোলের নেওয়ার অর্থাৎ ফিতাটি স্কন্ধ দেশে ধারণ পূর্ব্বক শ্রীখোলের ডাইনাতে আঘাত করিতে হয়। শ্রীখোল বাদ্যকালে "বসা" অথবা "দাঁড়ান" বাদকের ইচ্ছাধীন,

এবং এমনভাবে বসা অথবা দাঁড়ান দরকার যাহাতে শরীরে কোনরূপ জড়তা না থাকে। শ্রীখোল ধারণের সময় খোলের ছোট মুখটি বাদকের দক্ষিণ দিকে এবং বড় মুখটি বাদকের বাম দিকে থাকিবে। এই জন্য খোলের মুখকে "ডাইনা" এবং বড় মুখকে "বাঁয়া" বলা হইয়া থাকে। বাজাইবার সময় উভয় হাতের কব্জী যতদূর সম্ভব শিথিল করিয়া জোরে আঘাত করিতে হইবে এবং লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে হাতের অঙ্গুলীগুলি যেন বিনা কারণে ফাঁক না হইয়া যায়। প্রথম শিক্ষার্থীগণের যতদূর সম্ভব জোরে বাজান অভ্যাস করিতে হইবে। বাজাইবার সময় যেন কোনরূপ অঙ্গ বিকৃত হইয়া মুদ্রাদোষ না ঘটে। এবিষয়েও শিক্ষার্থীর সর্ব্বদা সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।

এক মাত্রা	=	"।" এইরূপ দণ্ডচিহ্ন।
দুই মাত্রা	=	"॥" এইরূপ দুইটি দণ্ড চিহ্ন।
আধ মাত্রা	=	"ঁ" এইরূপ অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন।
সিকি মাত্রা	=	"×" এইরূপ ঢেরা চিহ্ন।
জোরা তাল	=	"‾" এইরূপ চিহ্ন দুইটি তালের মস্তকে থাকিবে।
ফাঁক	=	"০" দুইটি তালের এইরূপ

যোতি অথবা

কোষ = "০ ০ ০" দুইটি তালের মধ্যে এইরূপ পর পর তিনটি ফাঁককে যোতি অথবা কোষ বলা হয়।

কাল = "o" তাল ফাঁক, অথবা কোষের ঠিক মধ্য ভাগে শূন্যের উপর হস্ত চালনা পূর্ব্বক এইরূপ শূন্য চিহ্ন দ্বারা কালের স্থান নির্দ্দেশ করা হয়।

তাল = ১,২ ইত্যাদি অঙ্কদ্বারা দেখান হয়।

সম = "+" এইরূপ যোগ চিহ্ন।

করতাল দিবার প্রণালী

উভয় হস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধা দ্বারা করতাল দুইটির ফিতা অথবা রশি ধারণ পূর্ব্বক উভয় হস্তের সমতা রক্ষা করিয়া পরস্পর আঘাত করিলে "ঝা" এইরূপ ঝুনযুক্ত কাল্পনিক শব্দ বাহির করা হয়। ছন্দ ও মাত্রা ভেদে শিক্ষার্থীগণের সুবিধার্থে এই "ঝা" শব্দ দ্বারা করতাল দিবার প্রণালী নিম্নে দেখান হইল। যথা—

। । । ।
১। একমাত্রিক করতাল = ঝা, ঝা, ঝা, ঝা···ইত্যাদি

। । । ।
২। দ্বিমাত্রিক করতাল = ঝা ঝা ঝা, ঝা ঝা ঝা···ইত্যাদি
(কাহারবা, ধামালী, দাশপাহিড়া ইত্যাদি তালে ব্যবহার হয়)

। । । । । ।
৩। ত্রিমাত্রিক করতাল= ঝা আ ঝা, ঝা আ ঝা…ইত্যাদি
(জপ অথবা লোফা তালে ব্যবহার হয়)

। । । । । । । ।
৪। চাতুর্ম্মাত্রিক করতাল= ঝা আ ঝা ঝা, ঝা আ ঝা ঝা… ইত্যাদি (বড় দশকুশি, মধ্যম দশকুশি ইত্যাদি বিলম্বিত তালে ব্যবহার হয়।)

বিষয়মাত্রিক করতাল=

১ ২ ০ ০
। । । । । । । । । । । । । ।
(১) ঝা আ ঝা ঝা আ ঝা ঝা, ঝা আ ঝা ঝা আ ঝা ঝা
(দোঠুকি তালে ব্যবহার হয়)

\+ ০ ১ ০
। । । । । । । । । । । । । ।
(২) ঝা আ ঝা ঝা ঝা আ ঝা, ঝা আ ঝা ঝা আ ঝা ঝা
(একতালী ব্যবহার হয়)

১ ০ ১ ০
। । । । । । । ।
(৩) ঝা আ ঝা ঝা ঝা আ ঝা ঝা

৩ ০
। । । । । ।
ঝা আ ঝা ঝা ঝা ঝা
(তিওট তালে ব্যবহার হয়)

১ ০ ২ ০
। । । । । । । ।
(৪) ঝা তিনি তিনি তিনি ঝা তিনি তিনি তিনি

|‾‾‾‾‾‾| ০

| | | | | |

ঝা তিনি ঝা তিনি তিনি তিনি

(ছোট দশকুশি তালে ব্যবহার হয়)

সাধারণ হস্ত নিক্ষেপ প্রণালী

১। "তে" শব্দ দক্ষিণ হস্তের মিলিত অঙ্গুলীগুলি দ্বারা ডাইনার গাবের উপর সাধারণ চাপা আঘাত।

২। রে, রা ইত্যাদি দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধা অঙ্গুলী দ্বারা ডাইনার গাবের নীচের ধারে সাধারণ আঘাত।

৩। থ, থি, থে ইত্যাদি বাম হস্তের চাটু দ্বারা বাঁয়ার গাবের উপর সম্পূর্ণ চাপা আঘাত।

৪। তিন্, না, মাঙ ইত্যাদি দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা ডাইনাতে ঝুন্‌যুক্ত আঘাত এবং সময় বিশেষ ইহারা দক্ষিণ হস্তের মিলিত অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগদ্বারা ঝুন্‌যুক্ত আঘাত।

৫। ক, গ, গি, গে ইত্যাদি বামহস্তের মিলিত অঙ্গুলাগুলির ঝুন্‌যুক্ত আঘাত।

৬। টা, টী, তা, তি, তেই, য়া ইত্যাদি দক্ষিণ হস্তের মিলিত অঙ্গুলীগুলি দ্বারা ডাইনাতে ঝুন্‌যুক্ত আঘাত।

৭। থিন্, থেই, থো ইত্যাদি বাম হস্তের মিলিত অঙ্গুলীগুলি দ্বারা ঈষৎ চাপা এবং দক্ষিণ হস্তের মিলিত অঙ্গুলীগুলি দ্বারা ঝুন্‌যুক্ত উভয় হস্তের একসঙ্গে আঘাত।

৮। ত্তা, ত্তি ইত্যাদি দক্ষিণ হস্তের মিলিত অঙ্গুলীগুলি দ্বারা ডাইনার গাবের উপরে সজোরে চাপা আঘাত।

৯। দা চ ইত্যাদি দক্ষিণ হস্তের চাটু দ্বারা ডাইনার গাবের উপর ঈষৎ ঝুন্‌যুক্ত ভাসা আঘাত।

১০। জ, জা, জে ইত্যাদি উভয় হস্তের মিলিত অঙ্গুলীগুলি দ্বারা ঈষৎ চাপা ও ঝুন্‌যুক্ত ভাসা আঘাত।

১১। ঘ, ঘি, ঘে ইত্যাদি বাম হস্তের মিলিত অঙ্গুলীগুলি দ্বারা বাঁয়াতে সজোরে আঘাত।

১২। ঝা, ধিন্‌, ধা, ধো, ধেই ইত্যাদি উভয় হস্তে একসঙ্গে ঝুন্‌যুক্ত খোলা এবং জোরে আঘাত।

১৩। ত্বা, ত্বেই ইত্যাদি দক্ষিণ হস্তের মিলিত অঙ্গুলীগুলি দ্বারা ডাইনাতে সজোরে আঘাত।

১৪। দ্বা, দ্বেই ইত্যাদি উভয় হস্তের মিলিত অঙ্গুলীগুলি দ্বারা সজোরে আঘাত।

হাত সাধনের বোল

| | | |

১। তে রে খে টা·· ···বহুবার

| | | | | | | |

২। তে রে তে রে তে রে খে টা··········বহুবার

| | | | | | | | |

৩। তেরে খেটা তেরে খেটা তিন তাখি তেরে খেটা বহুবার

৪। তাখি তাখি তেরে খেটা খেটা তাখি তেরে খেটা
বহুবার ॥

৫। খেটে তেটে, খেটে তেটে, খেটে তেটে, তাখি তেরে
খেটা নাক তেরে খেটা, তেরে খেটা তেরে খেটা ॥

৬। জেরে ঘেনা জেরে ঘেনা জেরে ঘেনা তেরে খেটা ॥

৭। জেরে গেনা ঘেনা নেরে গেনা ঘেনে নেরে গেনা ॥

৮। দাগুরদাগুর দাগুরদাগুর দাগুর, গুরুদা গুরগুর দাগুর ॥

৯। তাখুর তাখুর তাখুর তাখুর, তাখুর খুরতা খুরখুর তাখুর ॥

১০। ঘেনে নেরে গেনা ঘেনে নেরে ঘেনে তা আ ॥

হাওটি

১। ঘেনাঙ, গুরগুরগুরগুর গুরগুরগুরগুর গুরগুরগুরগুর
ধে খেটা তা ধো তাতা খেটা ঘেনা তিনি দাঘি নিতা ঘেনাঙ,
উরউর তাতাখে টাখেটি তাকঘে নাঘেনি ঝা, ঝাগুরগুর তাতাখে

| | | | | | | | |

টাখেটি তাকঘে নাঘেনি ঝা, ঝাগুরগুর তাতাখে টাখেটি তাকঘে

|

নাঘেনি ॥

| | | | | | | |

২। ঝা ঘেনের ঘেনা, ঝা ঘেনের ঘেনা, ঝা ঘেনা এই বোল

| | | | | |

ক্রমে দ্রুত বাজনা অভ্যাস করিলেই "দা গুরুগুরু দা গুরুগুরু

| |

দাগুরু" এই বোল আপনা হইতেই হাতে উচ্চারণ হইবে।

| | | | | | | | | | |

৩। ঘেনে নেরে গুরু দা গুরু গুরু দা গুরু দা গুরু গুরু

| | | | |

দা গুরু গুরু দা গুরু ॥

| | | | | | | | | |

তেহাই—ত্তা ত্বা তাতা খেটা গিঘি নাঙ ঝাঃ, উরউর ত্তা ত্বা

| | | | | | | | | | |

তাতা খেটা গিঘি নাঙ ঝাঃ, উরউর ত্তা ত্বা তাতা খেটা গিঘি

| +

নাঙ ঝাঃ ॥

| | | | | | | | |

৪। ঝা গুরগুর দা দ্ধেইয়া দাগুর গুরদা গুরগুর ধেই, দাগুর

| | | | | | | | |

গুরদা গুরগুর ধেই, দাদ্ধে এইতা খেটা ধেই দাগুর গুরদা

| | |

গুরগুর ধেইয়া তা ॥

| | | | | | | | |

৫। ধো খেটা তা দ্ধো তাতা খেটা উরউর ধোগা তিনি

| | | | | | | | |

নাঙ তিনি গুরগুর দাদ্ধেইয়া দাগুর গুরদা গুরগুর ধেইয়া তা ॥

| | | | | | | | |

৬। গুরগুর ধেই য়াত্বা খেটা তাখুর ত্বাতা—ত্বা খেটা তাখুর

| | | | | | | | | |

ত্বাত্বা—ত্বা খেটা তাখি তা, গুরগুর দা দ্ধেইয়া দাগুর গুরদা

| | |

গুরগুর ধেইয়া তা ॥

| | | | | | | | |

৭। খিঃ গুরগুর দা দ্ধেই, তেটে তেটে খেটে তেই, তেটে

| | | | | | |

তেটে খেটে তেই, তেটে তেটে খেটে তেই ॥

| | | | | | | | |

৮। ঝা তিঝা আতি ঝা, তেটে তেটে খেটে তেই, তেটে

| | | | | | |

তেটে খেটে তেই, তেটে তেটে খেটে তেই ॥

| + | + | + | +

৯। ঘেনেনেরে গেনাঘেনে নেরেঘেনে তা—॥

| + | + | + | +

১০। ঘেনেনেরে গেনাঘেনে নেরেঘেনে নেরেঘেনে

| + | + | + |

ঘেনেনেরে গেনাঘেনে নেরেখেনে নেরেগেনে ॥

| + | + | + | +

১১। গেনাঘেনে নেরেগেনে ঘেনেনেরে ঘেনেনেরে

| + | + | + |

ঘেনখেনে নেরেগেনে ঘেনেনের ঘেনেনের (দ্রুত) ॥

| | | |

১২। গুরগুর গুরগুর গুরগুর গুরগুর বিলম্বিত—

| | | | | | | | | | |

ঝা খি ঝা খি ঝা খি তা খি গুরগুর গুরগুর ঝা

| | + | | + | | + | |

খেটা তা ত্বা খিখি তা ত্বা খেটা তা ত্বা, ঘেনের ঘেনা

| | | | | | |

ঝাঃ, ঘেনের ঘেনা ঝাঃ, ঘেনের ঘেনে ঝাঃ (বিলম্বিত)॥

আরতি গানের বাদ্য

তাল—চঞ্চুপুট

\+
১ ০ ২ ০

| | | ৺ ৺ | | ৺

ঠেকা— দিদা—ঘি নিদা ঘি গুরগুর দিদা—ঘি নিতা খি

৺

গুরগুর ॥

১ ০ ২ ০

| | | | | | | |

হাত—দাদা দাঘি দাদা দাঘি দাদা দাঘি দাঘি দেরে গেরে

১ ০ ২ ০

| | | | | | | |

ধেনা তাখি তাতা তাখি তাতা তাখি তাখি তেরেখেটা ॥

১ ০ ২

| | | | | |

মাতান—ধেনাঘ দাধেই ধেনাঘ দাধেই ধেনাঘ দাধেই

০ ১ ০ ২

| | | | | | | |

তা গুরগুর দাধেই ধেনাক তাথেই থেনাক তাথেই থেনাক তাথেই

০

| |

তা গুরগুর দাধেই ॥

১ ০ ২

| | | ৺ ৺ ৺ ৺

পরণ—ধেইতেরে খেটাধেই তেরেখেটা ধেই উরউর তা টীতা

\+

০ ১

৺ ৺ | ৺ ৺

—টীতা তাক দাদ্ধেই-তিন তা ॥

উক্ত মাতান ও পরণ কাহারবা, ধামালী দাশপাহিড়া ইত্যাদি যাবতীয় তালে ব্যবহার হইবে।

কাহারবা তাল

\+

১ ০ ২ ০

| | | | | | | |

ঠেকা—দা ধি না থেই না ক ধে নে ॥

ইহার হাত, মাতান, পরণ ইত্যাদি সবই পূর্ব্বলিখিত চঞ্চুপুট তালের মত বাজিবে।

ধামালী তাল

```
         +                    +
         ১          ০         ২          ০
         |    |     |    |    |    |   |    |
ঠেকা (১)—খিঃ গুরগুর ধিন্ ধিন্ ধিনা দাঘি না ত্বেই ॥
```

(বিলম্বিত লয়) ইহার লহর, হাত্ত, পরণ ইত্যাদি পরে লিখিত 'দাশপাহিড়া' তালের মত বাজিবে।

```
      ১       ০       ২        ০
      |       |       |        |
(২)  খি গুরগুর ধা ধিইন্ ধিইন্  ধি না তিন্ (দ্রুত) ॥

            ২        ০       ১    ০
            |        |       |    |
মাতান (১) তাগুরগুর  দাধেই  তাকধে য়াধেই

            ২        ০      ১        ০
            |        |      |        |
          তাগুরগুর দাধেই  তাকথে  য়াথেই

      ২      ০      ১      ০
      |      |      |      |
(২)  দাদাধি নাধিনা দাধিনা ধেনাঙ

      ২      ০      ১      ০
      |      |      |      |
     তাকৃথি নাথিনা তাথিনা  থেনাঙ ॥

     ২      ০      ১      ০      ২      ০      ১
     |      |      |      |      |      |      |
(৩) ধেনাঘ তাধেই ধেনাঘ তাধেই ধেনাঘ তাধেই তাগুরগুর
```

০ ২ ০ ১ ০ ২ ০ ১

| | | | | | | |

দাধেই ধেনাক তাথেই থেনাক তাথেই থেনাক তাথেই তাগুরগুর

০

|

দাধেই ॥

২ ০ ১ ০ ০

| | | | | | | | |

পরণ—ধেই তেরে খেটে ধেই তেরে খেটে ধেই উরউর তা

১ ১ ০ ২

| | | | | | | +

টিতা—টী তা কাক্ দদ্ধে এই তিন তা ॥

ছুটা তাল

১ ০ ২ ০ ১ ০

| | | | | | | | | | |

ঠেকা (১)—খি গুরগুর ধি ধি ধেই য়া ক ধে—দ্ধেই তেটে

২ ০

| | | |

তেটে তা, তেটে তা ॥

১ ০ ২ ০

| | | | | | | |

ঠেকা (২)—তা খিউর গেদা ঘিনি ঘিনি দাঘি নেতা খেটা ॥

(চঞ্চল লয়)

২ ০ ১ ০
| | | | | | |
লহর (১)—তাক দাধি নিদা ধেই, তাক দাধি নিদা ধেই,

২ ০ ১ ০
| | | | | | | |
তাক দাধি নিদা ধেই আ তেটে তেটে তেটে ॥

২ ০ ১
| | | | | | | |
(২) দাধি নাধি না দ্ধেই দা দ্ধেই, দা দ্ধেই

২ ০ ০
| | | | | | | |
দাধি নাধি না ত্বেই না ত্বেই না ত্বেই ॥

২ ০ ১ ০
| | | | | | | |
হাত—দাগুর গুরধে ইয়া ধিনি গেদা ঘিনি গেদা ঘিনি

২ ০ ১ ০
| | | | | | | |
দাগুর গুরধে ইয়া তিনি খেতা খিনি খেতা খিনি

১ ০ ৩ ০ +
| | | | | | | | |
পরণ—ধেই তাধে ইতা ধেই তাতা দাদ্ধে এই তিনি তা ॥

দশপাড়িডা তাল

\+ +
১ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০
| | | | | | | | | | ‖ | | ‖
ঠেকা—থে না দা ধি নি দা গে দা ধি ইন তা তে টে তা ॥

২ ০ ০ ০

লহর (১)—দাধি নাধি না দ্ধেই দা দ্ধেই দাদ্ধেই

১ ০ ০ ০

দাধি নাধি না ত্বেই না ত্বেই না ত্বেই ॥

২ ০ ০ ০

(২) ধিগুর দাদ্ধেই ধিগুর দাদ্ধেই ধিগুর ধিগুর দাদ্ধেই

১ ০ ০ ০

দাদ্ধেই, ধিগুর তাত্বেই তিউর তাত্বেই তিউর তাত্বেই তিউর তাত্বেই

২ ০ ০ ০

(৩) দাদাদা দাঘিনা দাদাদা দাঘিনা দাদাদা দাঘিনা দাঘিনা

১ ০ ০ ০

দাঘিনা, ধেটেতা তাখিনা তেটেতা তাখিনা তেটেতা তাখিনা তাখিনা

তাখিনা ॥

০ ০ ০ ১

হাত—দাগুর গুরধে ইয়া ধিনি গেদা ঘিনি গেদা ঘিনি দাগুর

০ ০ ০

গুরুধে ইয়া তিনি খেতা খিনি খেতা খিনি ॥

২ ০ ৭ ০ ১

পরণ—ধেই তাস্তা খেটা ধেই তাতা খেটা ধেই উরউর তা

০ ০ ০ + ২

চীতা আটী তা তাক দাদ্ধে এই তিনি তা ॥

ঠুম্‌রী তাল

(এই তালকে শ্রীবৃন্দাবনে "লোফা তাল" বলা হইয়া থাকে)

১ ০ ২

ঠেকা (১)—তিন দাঘিন্‌ দেরেগেরে ধিন্‌ ধিন্‌ দাঘিন্‌

০

তেরে কেটে তিন্‌ ॥ (বিলম্বিত লয়)

১ ০ + ২ ০

(২) না ধি ধি গুরগুর দা ঘি নি তা ॥

ইহার হাত, মাতান, পরণ প্রভৃতি সবই ধামালী, দাশপাহিড়া তালের মত বাজিবে।

লোফা তাল

এই তালকে শ্রীবৃন্দাবনে "ঝপ তাল" বলা হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীগৌরমণ্ডলে ইহা সর্ব্বত্র "লোফা তাল" নামে প্রসিদ্ধ।

+ ১ ০ ২ ০

ঠেকা—ঝা উ দি দা ঘি না তা উ তি তা খি না ॥

১ ০ ১ ০

লহর (১)—তি ই তা নাক ধি না তি ই তা নাক ধি না ॥

১ ২ ০

(২) ধা ঘেনে না, ধা ঘেনে না, ধেই য়া তেই—তেই গুরগুর ॥

১

(৩) তাক গেদা ঘেনে, তাক গেদা ঘেনে,

২

তাক গেদা ঘেনে, তাক কেতা খেনে ॥

লোফা তাল

হাত—

১ ০

(১) দাদা ঘেনা ঘেনে, দাদা ঘেনা ঘেনে,

২

ধেই য়া তেই—তেই গুরগুর ॥

১ ০

(২) ধেই তাতা খেটা দাঘি না ত্বেই,

১ ০

তেই তাতা খেটা তাখি না ত্বেই ॥

```
+
১         ২            ০         ০
| | | | | | | | | | | | | |
হাত—ধে না দা, ধে না দা দা, থে না দা, ধে না দা দা।
১         ২           ০          ০
| | | | | | | | | | | | | | |
পরণ—ধে না তা, খে টা ধে না, তা খে টা, ধে না তি নি,
০         ১         ০          ০  ১  +
‖   |   | | ‖ | |    ‖ ‖  |
তা খুরখুর তি ই ত্বা খিঃ গুরগুর ঝাঃ ঝাঃ ঝাঃ ॥
```

ছোট একতালী তাল (দ্রুত)

```
              +
১     ০     ২     ০
| | ৬ | | | ৬ |
ঠেকা (১)  —দ্ধি ধা ধি তি তা আ খি ॥
          +
১  ০      ০       ০
| | ৬ |   | | | |
(২)  —দ্ধি ই নাক্  ধিন  তা  আ  খি ॥
         +
১   ০   ২   ০
| | ৬ | | | | |
(৩)  তা ঝা গে দা ঝা তা তা খি ॥
              +
১    ০    ১    ০    ২          ১ ০ ০
| | | | | | | | | | | | | | | |
লহরা—ধি দা আক্ ধি ধি ধা গে দা ধিন্ তা আ খি তা - - -
```

\+
২ ০ ১ ০
| | | | | | | |
হাত—তা দ্ধেই তা ধেই তা দ্ধেই তা দ্ধেই,

১ ০ ১ ০
| | | | | | | |
তা দ্ধেই তা ধেই তা থেই তা থেই ॥

\+
২ ০ ১ ০ ২
| | ৺ | | | ৺ | |
পরণ—ঝাঃ ঝাঃ আ দ্ধে — ই না — তি ॥

মধ্যম একতালী তাল

\+
১ ০ ১ ০
| | ‖ | ‖ | | | | | |
ঠেকা—ধি ইন তা তা থি তা ধে নে দা ধে না ॥

\+
১ ০ ১ ০
| | | | | | | | | | | | | |
লহর—ধি ইন্ ধি ইন ধা ধি ইন্, ধি ইন ধি ইন ধা ধি ইন

১ ০ ১ ০
| | | | | | | | | | | |
ধি ইন্ তা তা তি ইন্, তি ইন তা তা তি ইন্ ॥

২ ০ ০ ১ ০ ০
| | | | | | | | | | | | | |
হাত—জা জা ঝে না, জা ঝে না, জা জা ঝে না জা ঝে না,

২ ০ ০ ১ ০
| | | | | | | | | | | | | |
জা জা ঝে না জা ঝে না, তা তা থে না তা থে না ॥

×
২ ॰ ১ ॰ ২
‖ ‖ | ‖ | | | | | ‖ |
পরণ—ঝা ঝা তা ঝা গুরগুর গুরগুর ঝে না তা খি তা ‖

ঝাঁপ তাল

+
॰ ১ ২ ৩
| | | | | | | | | |
ঠেকা (১)—তেরে খেটে ঝা ঘি না ঝা খেটা ঝা ঘি না ‖

+
২ ৩ ॰ ১
| | | | | | | | | |
(২)—ধি ইন্ তা ধি না তা গুরগুর ধা ঘি ঘি

২ ৩ ॰ ১
| | | | | | | | | |
ধি ইন্ তা তি না — — তে টে তা ‖

+
২ ৩ ॰ ১
| | | | | | | | | |
লহর—ধেনে তাক ধেনে ধেনে তাক তেনে তাক ধেনে ধেনে তাক ‖

+
২ ৩ ॰ ১
| | | | | | | | | |
হাত—ধে না ধে না তা থে না ধে না ধা ‖

+
॰ ১ ২ ৩
| | | | | | | | | |
পরণ—ঝা গুরগুর ঝাঃ খেটা তাক, ঝাঃ গুরগুর ঝাঃ খেটা তাক

+
॰ ১ ২
| | | | | |
ঝা গুরগুর ঝাঃ খেটা তাক ঝাঃ ‖

তেওট তাল

ঠেকা (১)—ঝা ঝা গুরগুর গুরগুর ঝা ঝা গুরগুর জা ঘি নি তা

তা তা খুরখুর খুরখুর তা তা খি খি গুরগুর গুরগুর ॥

(২)—ঝা ঝা গুরগুর গুরগুর ঝা খিউর গেদা ঘেনে তাউর

দাঘি নিতা খেটা তা তা খুরখুর খুরখুর তা তেটে তেটে থিথি তাক

দাদ্ধেই, দাদ্ধেই ॥

লহর—ধাঘি দাদ্ধেই না তিনি না তিনি ধাঘি দাদ্ধেই না ত্বেই

খিঃ গুরগুর ধা ধি ॥

হাত (১)—দাধি নাধি নাক ধেনা দাধি নাধি নাক ধেনা

দাধি নাধি নাক ধেনা ধেই য়া ॥

(২)—দাগুর গুরধে নেতা খেটা দাগুর গুরধে নেতা খেটা

দাগুর গুরধে নেতা খেটা তেনা খেটা ॥

পরণ—দা দ্ধেই তেটে তেটে খেটে তাক দা দ্ধেই তেটে
তেটে খেটা দাঘি নিতা খেটা তা খুরখুর ত্তা ত্বা খি তা ঝাঃ গুরগুর
ত্তি নি তা খি তা ॥

তেহাই—জাঘি নাক ঝাঃ জাঘি নাক ঝাঃ, জাঘি নাক ঝাঃ ॥

ছোট দশকুশী তাল

ঠেকা—তা খুরখুর ত্তা ত্বা খিঃ গুরগুর ঝাঃ — ধি নাক ধিনি
ঝা — ধি নাক ধিনি ঝা গুরগুর ঝা তেই তেটে
তেটে তা — থি নাক থিনি তা — থি নাক থিনি ॥

হাত—থেই ধে — নেতা থেই ধে — নেতা
থেই ধে — নেতা থেটে তা ॥

পরণ—ঝা গুরগুর ঝা তেই —

গেনা গেনা গেনা ধেই — ধেই তেটে তেটে

তা — তা ॥

বিরাম দশকুশী (চঞ্চল লয়)

ঠেকা—তাউর ধি না ঘিঘি ধা ঘিঘি ধা ঘিঘি

তাউর ধি না ঘিঘি ধা ঘিঘি ধা ঘিঘি

ঝা গুরগুর জাঘি নাঙ তেটে তেটে

তাকথি নাথিনা তাথিনা থিনাঙ

তাকথি নাথিনা তাথিনা থিনাঙ

তা খুরখুর ত্রা ত্রা খিঃ খিঃ ॥

হাত—থা উরধি নাত্থা খেটাতাখি নিতাখো

থা উরধি নাত্থা খেটাতাখি নিতাখেটা

দাদ। দাধি য়াত্থা — ত্থা খেটাতাখি নিতাখেটা ॥

পরণ—ধো খেটা তা দ্ধো তাতা খেটা

ঘেনা তিনি দাঘি নিতা ঘেনাঙ উরউর ত্তাত্তা

— ত্তা ঝাঃ ঝাঃ — ঝাঃ ঝাঃ ঝাঃ উর ত্তেনা ত্তেনা তা ॥

কাটা দশকুশী তাল

ঠেকা—তা উরধি না তেটে না তেটে না তেটে, তা উরধি না

তেটে তাক দাদ্ধেই দাদ্ধেই ঝা গুরগুর গুরগুর জা

০ ০ ০

। । । । । । ।

ঘি নাঙ — ত্তেটে তা ত্তেটে তা (বিলম্বিত লয়) ॥

১ ০ ০ ০

। । । । । । ॥

লহর—ধিগুর দাদ্ধেই ধিগুর দাদ্ধেই ধিগুর দাদ্ধেই তা,

২ ০ ০ ০

। । । । । । । ।

ধিগুর দাদ্ধেই ধিগুর দাদ্ধেই ধিগুর দাদ্ধেই ধিগুর দাদ্ধেই

০ ০ ০ ০

॥ । । । । । । । । । ।

ঝা গুরগুর গুরগুর জা ঘি নাঙ— ত্তেটে তা ত্তেটে তা ॥

১ ০ ০ ০

। । । । । । । ।

হাত—জাঝি নাঝি নাক ঝেনে নাক ঝেনে ঝা গুরগুর

২ ০ ১ ০

। । । । । । । ।

জাঝি নাঝি নাক ঝেনে নাক ঝেনে ঝা, গুরগুর

০ ০

। । । । । । । । ।

জা ঝি নাঝি নাক জাজা ঝেনা তাতা থেনা তাতা

০ ০

। । । ।

থেনা তাথি তা গুরগুর ॥

০ ০ ০ ০

॥ । । ॥ ॥ । । ।

পরণ—ধে খে টা তা দ্ধো তাতা খে টা

১ ০ ০ ০ ২

। । । । । । । । । ।

ঘে না তি নি দা ঘি নি তা ঘেনাঙ—

° • •
। । । । ॥
খুরখুর খুরখুর তাখি তাখি তা

+
° ° ° ° ১
। । । । ॥ । । । । । । ।
ঝা গুরগুর ঝাঃ ঝাঃ ঝাঃ ঝাঃ গুরগুর তে না তা থি তা ॥

মধ্যম দশকুশী তাল (বিলম্বিত লয়)

২ • • ° • •
। । । । । । । । ॥ । । ॥ ॥
ঠেকা ঃ—তা উর তা খি নি তা খে না তা খুরখুর খুরখুর তা, তা,

° • + ° • °
। । । । । ॥ । ॥ । । । ।
খিঃ খিঃ গুরগুর গুরগুর ঝে না ক ধে না ক ধে না

২ ° • ° ° •
॥ । । । । । । ॥ । । । ।
ঝাঃ ক ধে না ক ধে না ঝা, গুরগুর গুরগুর জাঘিনাঙ

• ° ১ • - °
। । । । । । ।
তে টে খে না তা উর তা খি নি তা খে না ॥

কাটা দশকুশীর ঠেকার বাদ্যই মধ্যম দশকুশীর লহররূপে বাজিবে। কাটাদশকুশীর এবং মধ্যম দশকুশীর লহর, হাত, ঘাত, পরণ ইত্যাদি সমস্তই একই বাদ্য বুঝিতে হইবে।

বড় দশকুশী তাল

ঠেকা—(অতিবিলম্বিত লয়)

২ ° ° °
॥ ॥ । । ॥ । । । । । ।
তা আ তি ইন তা, তি ইন খি খি তা খি
•

তা খি খি খি খুরখুর খুরখুর খুরখুর খুরখুর তা আ

তি ইন তা, তি ইন্ তা, খি খি তা খি

\+

ঝা খি তা, ঝা খি ঝা খি তা খি ঝা খি ঝা খি ঝা খি

ঝা খি তা, ঝা খি ঝা খি তা খি ঝা খি ঝা খি ঝা খি

ঝা খি তা খি গুরগুর গুরগুর গুরগুর গুরগুর ঝা খি ঝা খি

তি ইন তা, তি ইন তা, খি খি তা খি

তা, আ তি ইন তা, তি ইন তা, খি খি তা খি ॥

লহর—তা উরধি না তিনি, না তিনি না তিনি, তা উরধি না তিনি

না তিনি না তিনি, তা উরধি না তিনি না তিনি না তিনি

তা উরধি না তিনি দাগুর গুরধি নাক ধিনি

ঝা থি তা থি গুরগুর গুরগুর গুরগুর গুরগুর ঝা থি ঝা থি

তি ইন তা, তি ইন তা, থি থি তা থি ॥

১

হাত—ঝাঝি নাঝি নাক ঝেনে নাক ঝেনে ঝা গুরগুর

জাঝি নাঝি নাক ঝেনে নাক ঝেনে ঝা, গুরগুর

জাঝি নাঝি নাক ঝেনে, জাঝি নাঝি নাক ঝেনে,

ঝে না তা খেটা ঝে না তা, গুরগুর

জাঝি নাঝি নাক ঝেনা জাঝি নাঝি নাক ঝেনা ঝে না তা খেটা

তে না তা খুরখুর, তাথি তাতা খেটা তাতা খেটা তাথি

তা গুরগুর ॥

১ ০ ০ ০

| | | | | | |

মাতান—জাজাঝি নাঝিনা জাঝিনা ঝেনাঙ, জাজাঝি নাঝিনা জাঝিনা

● ০

| | | | | | |

ঝেনা জাজাঝি জাঝিনা জাঝিনা ঝেনাঙ, জাঝিনা ঝেনাঙ,

০ ●

| | | | | | |

জাঝিনি ঝেনাঙ, জাজাঝি নাঝিনা, জাজাঝি নাঝিনা, ঝেনাক

০ ● ০

| | | | | | |

তাথিনি, থেনাক তাথিনি, থেনাক তাথিনি থেনাঙ, গুরগুর ॥

০ ০

* | | | | | | ॥ ॥

পরণ—ঝে না তা খেটা তে না তা, তা,

\+

● ১

| | | | | | |

ঝা গুরগুর তি নি তা খি তা ॥

* এখানে জোড়ার শেষ মাত্রা বুঝিতে হইবে।

